كتاب رفع اليدين في الصلاة

المعروف : بجزء رفع اليدين

تأليف : الإمام الحجة أبي عبد الله
محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي
(١٩٤-٢٥٦هـ)

জানেন কি, কী পরিমাণ নেকী হতে আপনি বঞ্চিত হচ্ছেন? মূল ঃ মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল আল-বুখারী (রহঃ)

(জুযউ রফইল ইয়াদাঈন)

জানেন কি, কী পরিমাণ নেকী হতে আপনি বঞ্চিত হচ্ছেন?

মূল ঃ মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল আল-বুখারী (রহঃ)

আবদুল্লাহ আরিফ

قال عقبة بن عامر الجهني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا رفع يديه عند الركوع ورفع رأسه من الركوع فله بكل إشارة عشر حسنات ـ رواه البيهقى *

ইমাম বুখারীর উস্তাদ ইসহাক বিন রাহ্ওয়াই বলেন ঃ রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবী উকবা বিন আমির জুহানী বলেন ঃ রুকুর সময় এবং রুকু হতে উঠার সময় হাত উত্তোলন করায় প্রত্যেক ইশারার জন্য দশটি নেকী রয়েছে।

(জুযউ রফইল ইয়াদাঈন)

জানেন কি, কী পরিমাণ নেকী হতে আপনি বঞ্চিত হচ্ছেন?

মূল ঃ আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল আল-বুখারী

উৎসর্গ

আমার পরলোকগামী পিতার রূহের মাগফিরাত এবং পরম শ্রদ্ধেয়া মা-জননী হাফিযাহাল্লাহ্-এর উভয় কালীন কামিয়াবীর লক্ষ্যে সাদক্বায়ে জা-রিয়া স্বরূপ কিতাবটি আল্লাহ্র উদ্দেশে উৎসর্গ করলাম।

--অনুবাদক

প্রকাশনায় ঃ

তাওহীদ পাবলিকেশন্স
৯০, হাজী আব্দুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১২৭৬২, ০১৭-৬৪৬৩৯৬

দ্বিতীয় প্রকাশ ঃ

রজাব ১৪২৬ হিজরী
আগস্ট ২০০৫ ঈসায়ী
ভাদ্র ১৪১২ বাংলা

মূল্য ঃ ৭৫/= (পঁচাত্তর) টাকা মাত্র

কম্পিউটার কম্পোজ, প্রচ্ছদ ও মুদ্রণ ঃ

তাওহীদ প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স
২২১ বংশাল রোড, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১২৭৬২, ০১৭-৬৪৬৩৯৬

بسم الله الرحمن الرحيم

অনুবাদকের কথা

نحمده ونصلى على رسوله الكريم اما بعد

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর। অগণিত সলাত ও সালাম শেষ নাবী মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাঁর পরিবার-পরিজন, বংশধর, সহচরবৃন্দ ও কিয়ামাত পর্যন্ত তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণকারীদের উপর।

আল্লাহর অসীম অনুগ্রহে বিশ্বের সর্বসেরা মুহাদ্দিস ইমাম বুখারীর রচিত كتاب رفع اليدين فى الصلاة বা জুযউ রফইল ইয়াদাঈন বাংলা ভাষায় অনুদিত হল। এ কিতাবটি ইমাম বুখারীর একটি স্বতন্ত্র বিষয়ে লিখিত কিতাব। তিনি এ কিতাবটি সলাতে হাত উত্তোলন করার অপরিহার্যতার দিকে লক্ষ্য রেখেই সংকলন করেছেন। তাঁর যুগে আল্লাহর নাবীর হাদীসকে উপেক্ষা করে একদল আলিম সলাতে হাত উত্তোলন এবং ইমামের পিছনে কিরাআত পাঠ পরিত্যাগ করে চলেছিলেন।

তাই তিনি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসের গুরুত্ব অনুধাবন করে এ দু'টি বিষয়েই এক একটি স্বতন্ত্র কিতাব রচনা করেন। বাংলা ভাষায় এ কিতাব দু'টি অনুদিত হয়নি। বর্তমান অবস্থায় ঐ রকমই একদল লোক ইমামের পিছনে কিরাআত পাঠ ও সলাতে রফইল ইয়াদাঈন পরিত্যাগ করায় এবং লোকদের চাহিদার কারণে আমরা কিতাব দু'টি অনুবাদের কাজে হাত দিয়েছি। ইতিপূর্বে আমরা দু'টির একটি জুযউল কিরাআত প্রকাশ করেছি। অদ্রূপ অত্র কিতাব (জুযউ রফউল ইয়াদাঈন) প্রকাশ হলো। আমরা আশা রাখি এ কিতাবটির মাধ্যমে যারা অসংখ্য নেকী থেকে বঞ্চিত হন তাদের অনেক অজানা তথ্য জানার দ্বারা বঞ্চিত নেকী সঞ্চিত করার সুযোগ পাবেন।

কিন্তু কিভাবে তারা নেকী থেকে বঞ্চিত হন? আল-কুরআন ও সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত কোন ব্যক্তি একটি ভাল কাজ করলে আল্লাহ তার বিনিময় দশ থেকে সাতশত গুণ বৃদ্ধি করে দেন।

অতএব, কেউ যদি একবার রফউল ইয়াদাঈন করে তাহলে সে কমপক্ষে দশটি নেকী পাবে। এ ব্যাপারে নির্দিষ্টভাবে উকবা বিন আমিরের কথা পেশ করতে পারি।

قال عقبة بن عامر الجهني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا رفع يديه عند الركوع ورفع رأسه من الركوع فله بكل إشارة عشر حسنات - رواه البيهقى *

ইমাম বুখারীর উস্তাদ ইসহাক বিন রাহ্ওয়াই বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবী উকবা বিন আমির জুহানী বলেন ঃ রুকুর সময় এবং রুকু হতে উঠার সময় হাত উত্তোলন করায় প্রত্যেক ইশারার জন্য দশটি নেকী রয়েছে। (আবদুল্লাহ বিন আহমাদের মাসায়েলে আহমাদ ৭০ পৃষ্ঠা, কানযুল উম্মাল ৭ম, ৩৩৯-৩৪০ পৃষ্ঠা)

অতএব বুঝা গেল, একবার রফউল ইয়াদাঈন করলে দশটি নেকী পাওয়া যাবে। এখন কেউ যদি একদিন রফউল ইয়াদাঈন ব্যতীত সলাত পড়ে তাহলে সে ৬৯০টি নেকী থেকে বঞ্চিত। আর যদি এক মাস ছেড়ে দেয় তাহলে ৬৯০×৩০=২০,৭০০ টি নেকী থেকে বঞ্চিত। আর যদি এক বছর ছেড়ে দেয় তাহলে সে ২০,৭০০×১২=২,৪০,৪০০ নেকী হতে বঞ্চিত হবে। কোন ব্যক্তি যদি ৬০ বছর সলাত পড়ার সুযোগ পায় আর রফউল ইয়াদাঈন ব্যতীত সলাত পড়ে তাহলে সে ২,৪০,৪০০×৬০=১,৪৪,২৪,০০০ নেকী হতে বঞ্চিত হবে। এ হিসাব হলে পাঁচ ওয়াক্ত সলাতের। আর যে ব্যক্তি তাহাজ্জুদ, ইশরাক, ঈদের ও অন্যান্য সলাত পড়ে আর রফউল ইয়াদাঈন ছেড়ে দেয় তাহলে আরও অনেক নেকী হতে বঞ্চিত হবে। এভাবে জীবনের আমল থেকে অসংখ্য নেকী বা সওয়াব

কমে যাবে। অথচ হাশরের মাঠে একটি নেকী কম হলে জান্নাতে যাওয়া যাবে না। এখানে চিন্তার বিষয় শুধু মানুষের যুক্তি ও মনগড়া কথায় পড়ে জীবনের কী ক্ষতিই না হলো। কে এ দায়-দায়িত্ব বহন করবে?

প্রিয় পাঠক! মুসলিম ভাইয়েরা যাতে এ অসংখ্য সওয়াব হতে বঞ্চিত না হয় এবং কারও কোন কথায় না পড়ে হাদীসের প্রতি আমল করতে পারে সেজন্যই ইমাম বুখারী রফউল ইয়াদাঈনের হাদীসগুলো একত্র করেছেন। কিতাবটিতে ইমাম বুখারী ফাতাওয়া আসারে সাহাবা সহ ১৯৮ টি হাদীস একই বিষয়ে সংকলন করেছেন। কিতাবটির আরবী নাম সর্বসাধারণের বুঝতে ও উচ্চারণ করতে কঠিন হবে বিধায় আমরা পাঠকের উৎসাহের জন্য নাম পরিবর্তন করে আমরা নাম রাখলাম "জানেন কি, কী পরিমাণ নেকী হতে আপনি বঞ্চিত হচ্ছেন?" পুস্তকটি অনুবাদের ক্ষেত্রে বাংলা ভাষার সাথে মিল রাখতে হয়েছে। এক ভাষার লিখিত কিতাবকে অন্য ভাষায় রূপান্তর একটি কষ্টসাধ্য ব্যাপার। সে ক্ষেত্রে ভুলভ্রান্তি হওয়া খুবই স্বাভাবিক। কারও দৃষ্টিতে অনুবাদসহ ভাষার ভুল প্রমাণিত হলে আমাকে জানালে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধনের সুযোগ পাব ইনশাআল্লাহ। আল্লাহর নিকট সকল ভুল-ত্রুটি ক্ষমা চাই।

ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী

জন্ম ঃ শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ইমাম বুখারী (রহঃ) ১৯৪ হিজরীর ১৩ই শাওয়াল জুমু'আর নামাযের পর জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পূর্ণ নাম আবু আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল বিন ইব্রাহিম আল বুখারী। তিনি বুখারা নামক শহরে জন্মগ্রহণ করেন বলেই তাঁকে বুখারী বলা হয়।

বাল্য জীবন ঃ অতি অল্প বয়সেই তাঁর দৃষ্টি শক্তি হারিয়ে গিয়েছিল, এতে তাঁর মাতা অত্যান্ত বিচলিত হয়ে পড়লেন। হঠাৎ এক রাতে স্বপ্ন দেখলেন ইব্রহিম (আঃ) এসে তাঁর মাকে বলছেন,তোমার শিশুপুত্রের চক্ষু সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেছে। সত্যিই তিনি সকালে দেখলেন ইমাম বুখারী চক্ষু ফিরে পেয়েছেন।

শিক্ষা জীবন ঃ অতি অল্প বয়সেই ইমাম বুখারী (রহঃ) পবিত্র কুরআন মাজীদ মুখস্থ করেন। দশ বছর বয়সে তাঁর মাঝে হাদীস মুখস্থ করার প্রবল স্পৃহা দেখা দেয়। ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর স্মৃতি শক্তি অত্যন্ত প্রখর ছিল। এ সম্পর্কে অনেক ঘটনা পাওয়া যায়। দারসে অপরাপর ছাত্র শিক্ষকের মুখ থেকে হাদীস শোনার পর লিখে নিতেন। কিন্তু ইমাম বুখারী (রহঃ) লিখতেন না। অন্য ছাত্ররা বলতো আপনি খাতা কলম ছাড়া বসে থাকেন কেন? এতে কি কোন ফায়দা আছে? প্রথমে তিনি কোন উত্তর দেননি। অতঃপর যখন অন্যান্য ছাত্ররা এ ব্যাপারে খুব বেশী বলতে লাগল,

তখন ইমাম বুখারী বলে উঠেন যে ঠিক আছে আপনাদের সমস্ত হাদীস নিয়ে আসুন। তাঁরা হাদীসসমূহ নিয়ে আসলেন। তিনি পর্যায়ক্রমে তাঁদের সেই হাদীসসমূহ মুখস্থ শুনিয়ে দিলেন। ইমাম বুখারী (রঃ)-এর স্মরণ শক্তি সেদিন সকলকে কিংকর্তব্য বিমুঢ় করে দিয়েছিল।

হাদীস চর্চা ঃ ইমাম বুখারী হাদীস শিক্ষার জন্য তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের বিখ্যাত জ্ঞান কেন্দ্র কুফা, বসরা, বাগদাদ, মদীনা ও অন্যান্য নগরী সফর করেন। তিনি ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের উপর অনেক মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। হাদীস শাস্ত্রে তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হলো সহীহুল বুখারী। পূর্ণ নাম হলো–

اَلْجَامِعُ الصَّحِيْحُ الْمُسْنَدُ الْمُخْتَصَرُ مِنْ أُمُوْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُنَنِهٖ وَاَيَّامِهٖ

ইমাম বুখারী (রহঃ) শুধু হাদীসের হাফিযই ছিলেন না। বরং তিনি ফকীহ ও মুজতাহিদের সাথে সাথে علل حديث (হাদীসের ত্রুটি বর্ণনার ক্ষেত্রে) এক মর্যাদাকর স্থানে অধিষ্ঠিত ছিলেন। রিজাল শাস্ত্রে তাঁকে ইমাম হিসাবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছিল। প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম তিরমিযী বলেন ঃ "ইরাক ও খোরাসানে হাদীসের ত্রুটি বর্ণনা, ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞান এবং হাদীসের সনদ সর্ম্পকে পরিচিত ব্যাক্তি, মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল এর মত কাউকে দেখি নাই"।

অনুরূপ আবূ মুসআব তাঁর স ম্পর্কে বলেন ঃ "আমাদের নিকট মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল দীনের ব্যাপারে সূক্ষ্ম জ্ঞানের অধিকারী এবং উল্লেখযোগ্য ফকীহ ছিলেন ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বলের চেয়ে"।

হাদীস সংকলনের নিয়ম ঃ ইমাম বুখারী (রঃ) হাদীস সংকলনের পূর্বে গোসল করতেন। দু'রাকআত সলাত আদায় করে ইস্তিখারা করার পর একএকটি হাদীস লিপিবদ্ধ করতেন।

হাদীসের সংখ্যা ঃ বুখারী শরীফে সর্বমোট ৭২৭৫ টি হাদীস রয়েছে। আর তাকরার বা পুনরাবৃত্তি বাদ দিয়ে ৪০০০ টি হাদীস আছে। এতে মোট ৯৮টি অধ্যায় রয়েছে। ৬ লাখ হাদীস হতে যাচাই বাছাই করে দীর্ঘ ১৬ বৎসর ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম করে গ্রন্থখানি সংকলন করেন। সকল মুহাদ্দিসের র্সবসম্মত মতে সমস্ত হাদীস গ্রন্থের মধ্য হতে এর মর্যাদা সবার উর্ধ্বে এবং কুরআন মাজীদের পর সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ গ্রন্থ। যেমন বলা হয়ে থাকে ঃ

أَصَحُّ الْكُتُبِ بَعْدَ كِتَابِ اللّٰهِ تَحْتَ اَدِيْمِ السَّمَاءِ كِتَابُ الْبُخَارِى-

অর্থাৎ কিতাবুল্লাহ তথা কুরআনের পরে আসমানের নিচে সবচেয়ে বিশুদ্ধ গ্রন্থ হচ্ছে বুখারী শরীফ।

ইমাম বুখারী (র) স্বীয় কিতাব সহীহুল বুখারী সংকলনের ব্যাপারে দু'টি শর্তারোপ করেছেন ঃ

১। বর্ণনা কারী ন্যায়পরায়ণ ও নির্ভরযোগ্য হওয়া।

২। ওস্তাদ ও ছাত্রের মাঝে সাক্ষাৎ প্রমাণিত হওয়া।

সহীহুল বুখারী সংকলনের বিভিন্ন কারণ ঃ এর মধ্যে তিনটি কারণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাহলো ঃ

১। ইমাম বুখারী (রহঃ) এর ওস্তাদ ইসহাক বিন রাহ্উয়াই একদা তাঁর ছাত্রদেরকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন যে, তোমাদের মধ্য থেকে যদি কেউ শুধুমাত্র সহীহ হাদীসসমূহ একত্র করে একটি গ্রন্থ রচনা করতো তাহলে খুব ভাল হতো। এ থেকেই তাঁর মাঝে এ গ্রন্থ রচনা করার প্রেরণা জাগে।

২। কেউ কেউ বলেন ঃ ইমাম বুখারী (রহঃ) একবার স্বপ্নে দেখলেন রাসূল (সাঃ)-এর সহীহ হাদীস সমূহ যঈফ হাদীস থেকে আলাদা করা হবে। তারপর থেকে ইমাম বুখারী (রাঃ) গ্রন্থ রচনায় মনোনিবেশ করেন এবং দীর্ঘ ১৬ বৎসরে তাঁর মনোবাসনা পূর্ণ করেন।

৩। সহীহুল বুখারী সংকলনের পূর্বে সহীহ এবং যঈফ হাদীসগুলি আলাদা করে কোন গ্রন্থ রচিত হয়নি। হাদীসের গ্রন্থগুলিতে উভয় প্রকারের হাদীসই লিপিবদ্ধ ছিল। তাই মুসলিম সমাজে কেবলমাত্র সহীহ হাদীস সম্বলিত একটি গ্রন্থের বিশেষ প্রয়োজন দেখা দেয়। এ প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে তিনি এ গ্রন্থখানি রচনা করেন।

ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর ওস্তাদের সংখ্যা সহস্রাধিক তাঁর প্রসিদ্ধ কয়েকজন ওস্তাদের নাম উল্লেখ করা হলো (১) মাক্কী ইবনে ইব্রাহীম (২) ইব্রাহীম ইবনু মুনজির (৩) মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ (৪) আল হুমাইদী (৬) ইদার্ম বিন আবি আয়াস (৬) আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) (৭) আলী ইবনুল মাদিনী।

ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর ছাত্র সংখ্যা ঃ ইমাম বুখারীর ছাত্র সংখ্যা অসংখ্য কোন বর্ণনা মতে তাঁর ছাত্রদের সংখ্যা ৯০ হাজার। তাঁর মধ্যে প্রসিদ্ধ কতিপয়ের নাম উল্লেখ করা হলো ঃ (১) আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (২) আবূ ঈসা তিরমিযী (৩) আব্দুর রহমান আন নাসাঈ (৪) আবূ হাতিম ও অন্যান্য।

ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর গ্রন্থসমূহ ঃ (১) জামেউস সগীর (২) জুযউ রফউল ইয়াদাঈন (৩) জুযউল কিরাআত (৪) আদাবুল মুফরাদ (৫) তারীখুল কাবীর (৬) তারীখুস সগীর (৭) তারীখুল আওসাত (৮) বিররুল ওয়ালিদাঈন (৯) কিতাবুল ইলাল (১০) কিতাবুয যুআফা।

তিরোধান ঃ হাদীসের জগতে অন্যতম দিক পাল জীবনের শেষ প্রান্তে সীমাহীন জ্বালা যন্ত্রণা দুঃখ-বেদনার মধ্য দিয়ে খারতু নামক পল্লবীতে ৫৬ হিজরীর ১লা শাওয়াল ঈদুল ফিতর নিজের ভক্ত বৃন্দদেরকে শোক সাগরে ভাসিয়ে পরপারে পাড়ি জমান। মৃত্যকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬২ বছর।

بسم الله الرحمن الرحيم

ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেছেন ঃ

١. الرَّدُّ على مَنْ أَنْكَرَ رَفْعَ الْأَيْدِي فِيْ الصَّلَاةِ عِنْدَ الرُّكُوْعِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ، وأَبْهَمَ عَلَى الْعَجَمِ فِيْ ذٰلِكَ تَكَلُّفاً لما لا يعنيه فيما ثبتَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فِعْلِهِ وَمِنْ فِعْلِ أَصْحَابِهِ وروايتهم كذلك، ثم فعل التابعين واقتداء السلف بهم في صحة الأخبار بعض الثقة عن الثقة من الخَلَف العدول رحمهم الله تعالى وأَنْجَزَ لهم ما وعدهم على ضغينةِ صدرِهِ وحرجة قلبه نفاراً عن سنن رسول الله·صلى الله عليه وسلم مستحقاً لما يحمله اسيكباراً وعداوةً لأهلها لشَوْبِ البدعة لح}ه وعظامه ومخه، وأُنسته باحتفال العجم حوله اغتراراً*

১। এটা প্রতিবাদ তাদের যারা রুকূর সময় ও রুকূ হতে মাথা উঠানোর সময় সলাতে হাত উত্তোলন করাকে অস্বীকার করেছে এবং যারা আজম, তথা অনারবদেরকে এমন বিষয়ে যা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে তার ফেল বা কর্ম দ্বারা, কওল বা কথা দ্বারা এবং সাহাবাদের ফে'ল বা কাজ এমনিভাবে তাদের বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত।

অতঃপর তাবে'য়ীনদের ফে'ল বা কাজ এবং সলফে-সলেহীনদের অনুকরণে খবর বা হাদীস সহীহ হওয়ার ব্যাপারে কিছু বিশ্বস্ত বর্ণনাকারী বিশ্বস্ত বর্ণনাকারী হতে, যাঁরা পরবর্তীতেও ন্যায়পরায়ণ ছিলেন তাঁদের হতে যা বর্ণিত আছে এ ব্যাপারে কৃত্রিম উপায়ে তাঁরা অনারবদেরকে সন্দেহের

মধ্যে পতিত করেছে, যাতে কোন উপকার নেই এবং সে অস্বীকারকারীরা বুকের মধ্যে বিদ্বেষ ও অন্তরে সংকীর্ণতা রেখে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাত থেকে দূরে থাকার উদ্দেশে এবং সুন্নাতের অনুসারীদের সাথে অহংকার ও শত্রুতার বশিভূত হয়ে তার মাংসে, হাড্ডিতে ও মগজে বিদ'আত মিশ্রিত হওয়ার কারণে এবং অনারবদের মাজলিসে মিশে ধোঁকা দেওয়ার উদ্দেশে তাদের কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করেছে। (ইমাম বুখারী এখানে ঐ অবুঝদেরই প্রতিবাদ করেছেন)।

٢. وقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم «لا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتي قَائِمةً على الحَقِّ لا يَضُرُّهم من خَذَلَهم ولا خِلافُ مَنْ خَالفَهم» ماضٍ ذلك أبداً في جميع سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحياء ما أُميتت وإن كان فيها بعضُ التقصير بعد الحَثِّ والإرادة على صِدْقِ النِّيةِ وأن تُقام للأسْوَةِ في رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أُتيح على الخلق من أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير عزيمةٍ حتى يعزم على تركِ فِعْلِ مَنْ نَهَى أو عَمَلَ بأمرِ رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أمر الله خلقَه وفَرَضَ عليهم طاعته وأَوْجَبَ عليهم اتباعه، وجعل اتباعهم إياه وطاعتهم له طاعة نفسه عزّ وجلّ عِظَمَ المَنِّ والطول فقال : {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا} (الحشر : ٧)

২। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সর্বদা আমার উম্মাতের একটি দল হাক্বের (সত্যের) উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। যারা তাঁদের অপদস্ত করতে চাবে তারা তাঁদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না এবং যারা তাঁদের বিরোধিতা করে তারা তাঁদের বৈরীতা করে কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সমস্ত মৃত্যু সুন্নাতকে জীবিত করার জন্যে এ দলটি সর্বদা প্রতিষ্টিত থাকবে। যদিও তাদের মাঝে উৎসাহ-উদ্দিপনা ও সততার সাথে কার্য সম্পাদন করার ইচ্ছা থাকার পরও কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকা স্বাভাবিক এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কার্য হতে মানবসমাজের উপর সরলভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে। এমনকি যে কাজের নিষেধ করা হয়েছে তা পরিত্যাগ করার জন্যে অথবা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদেশের উপর আমল করার জন্য দৃঢ় সংকল্প করে; কেননা, আল্লাহ তাঁর সৃষ্টিকে (মানুষকে) নির্দেশ দিয়েছেন এবং তাদের উপর তাঁর অনুগত্য করা ফরয করে দিয়েছেন এবং তাদের উপর ওয়াজিব করেছেন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুসরণ করার এবং তাদের অনুসরণ শুধু তাঁর জন্যেই করে দিয়েছেন এবং তাদের আনুগত্য স্বয়ং তাঁর জন্যেই করে দিয়েছেন। তিনি সুমহান মহত্ব ও বড় দাতা।

অতএব আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَمَا اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا *

"রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদেরকে যা কিছু দেয় তা গ্রহণ করো এবং তোমাদেরকে যা হতে নিষেধ করে! তা হতে বিরত থাকো।" (সূরা ঃ আল-হাশর ৭ আয়াত)

٣. وَقَالَ : {وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ} (النساء : ٨٠)

৩। যে ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হুকুম মান্য করল সে আল্লাহরই হুকুম মান্য করল। (সূরা ঃ আন-নিসা ৮০ আয়াত)

٤. وقال : {فَلاَ وَرَبِّكَ لاَيُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَيَجِدُوْا فِيْ أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً} (النساء : ٦٥)

৪। আল্লাহ আরো বলেন ঃ অতএব, তোমার পালনকর্তার কসম, সে লোক ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে ন্যায়বিচারক বলে মনে না করে।

অতঃপর তোমার মীমাংসার ব্যাপারে নিজের মনে কোন রকম সংকীর্ণতা পাবে না এবং তা হৃষ্টচিত্তে কবূল করে নিবে। (সূরা ঃ আন-নিসা ৬৫ আয়াত)

٥. وَقَالَ : {فَلْيَحْذَرِ الَّذِين يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ} (النور : ٦٣)

৫। অতএব, যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা এ বিষয়ে সতর্ক হোক যে, বিপর্যয় তাদেরকে স্পর্শ করবে অথবা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করবে। (সূরা ঃ আন-নূর ৬৩ আয়াত)

٦. وَقَالَ : (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ الله أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يرْجُوا الله واليَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ الله كَثِيراً} (الأحزاب : ٢١)

৬। যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মধ্যে উত্তম নমুনা রয়েছে। (সূরা ঃ আল-আহযাব ২১ আয়াত)

٧. فَرَحِمَ اللّه عَبْداً استعانه باتِّباعِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، واقتصاص أثره ويستعيذه تبارك وتعالى من شَرِّ نَفْسِهِ ويستلهمه رشده لقوله عز وجلّ {فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلاَ يَضِلُّ ولا يَشْقى} (طه : ١٢٣)

৭। এরপর ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন ঃ আল্লাহ রহম করুন ঐ বান্দার উপর যিনি তার নিকট রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুসরণ এবং তাঁর আছার বা হাদীস বর্ণনায় সাহায্য চাচ্ছেন।

এবং তিনি মহান তাবারক তা'আলার নিকট তার নাফ্স বা অন্তরের অনিষ্টতা থেকে আশ্রয় চাচ্ছেন ও তিনি আল্লাহর নিকট তাঁর সঠিক পথে পরিচালনার সাহায্য চাচ্ছেন। আল্লাহর বাণী ঃ

فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلاَ يَضِلُّ وَلَهَ يَشْقَى *

যে আমার বর্ণিত পথ অনুসরণ করবে সে পথভ্রষ্ট হবে না এবং কষ্টে পতিত হবে না। (সূরা ঃ আত্-ত্বহা- ১২৩ আয়াত)

٨. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْفَضْلِ الهَاشِمِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بنِ هُرْمُزٍ الأَعْرَجِ عن عُبيدِ الله بن أبي رَافِعٍ عن عَلِيِّ بن أبي طالبٍ رضي الله تعالى عنه أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يَرْفَعُ يديه إذا كَبَّر للصَّلاةِ حذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ فَعَلَ مِثْلَ ذٰلِكَ *

৮। ইসমাঈল বিন আবূ উয়াইস.....আলী বিন আবূ তালের (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সলাতের তাকবীর বলতেন তখন দু'হাত কাঁধ বরাবর উঠাতেন এবং যখন রুকূ করার ইচ্ছা করতেন ও যখন রুকূ হতে মাথা উঠাতেন এবং যখন দ্বিতীয় রাক'আতের পর দাঁড়াতেন তখন দু'হাত উত্তোলন করতেন।

٩. قَالَ الْبُخَارِيُّ : وَكَذٰلِكَ يُرْوٰى عَنْ سَبْعَةَ عَشَرَ نَفْساً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ عِنْدَ الرُّكُوعِ مِنْهُمْ أَبُو قَتَادَةَ الأَنْصَارِيُّ، وَأَبُو أُسَيدٍ السَّاعِدِيُّ الْبَدْرِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ الْبَدْرِيُّ، وَسَهْلُ بْنُ سَعْدٍ السَّاعِدِيُّ، وَعَبْدُ اللّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ الخطَّابِ، وعبد

الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي، وأنسُ بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو هريرة الدوسي، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن الزبير بن العوام القرشي، ووائل بن حجر الحضرمي، ومالك بن الحويرث، وأبو موسى الأشعري، وأبو حُميد الساعدي الأنصاري (وعمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وأم الدرداء) رضي اللهُ تعالى عنهم *

✓৯। ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন ঃ এমনিভাবে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সতের জন সাহাবী হতে বর্ণিত; তাঁরা রুকূর সময়ে হাত উত্তোলন করতেন। তাঁরা হচ্ছেন আবূ কাতাদা আনসারী, আবূ উসাইদ সায়াদী আল-বাদরী, মুহাম্মাদ বিন মাসলামা বাদরী, সহল বিন সায়াদ আস-সায়াদী, আব্দুল্লাহ বিন উমার বিন খাত্তাব, আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব হাশেমী, আনাস বিন মালেক খাদেমে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আবূ হুরায়রা দাওসী, আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আস, আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর বিন আওয়াম আল-কুরাশী, ওয়েল বিন হুজ্‌র আল-হাযরামী, মালেক বিন হুযাইরিস, আবূ মুসা আশয়ারী, আবূ হুমাইদ সায়াদী আল-আনসারী, উমার বিন খাত্তাব, আলী বিন আবূ তালেব এবং উম্মে দারদা (রাঃ)।(১)

---

(১) عن ميمون المكي أنه رأى عبد الله بن الزبير وصلى بهم يشير بكفيه حين يقوم وحين يركع وحين يسجد وحين ينهض للقيام فيقوم فيشير بيديه، فانطلقتُ إلى ابن عباس فقلت : إني رأيتُ ابن الزبير صلى صلاةً لم أرَ أحداً يصليها فوصفت له هذه الإشارة. فقال : إن أحببتَ أن تنظر إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقتد بصلاة ابن الربير*

মায়মুন আল মাক্কী হতে বর্ণিত যে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইর লোকদেরকে সলাত পড়াতে দেখেছেন যখন তিনি দাঁড়াতেন তাঁর দু'হাত দ্বারা ইশারা করতেন এবং যখন রুকূ করতেন, যখন সাজদা করতেন এবং যখন কিয়ামের জন্যে (তৃতীয় রাকআতের জন্যে) দাঁড়াতেন, অতঃপর দু'হাত দ্বারা ইশারা করতেন।

অতঃপর আমি ইবনু আব্বাসের নিকট গেলাম, আমি তাকে বললাম, ইবনু যুবাইরকে এমনভাবে সলাত পড়তে দেখলাম কাউকে সেভাবে সলাত পড়তে দেখিনি। তাঁকে এ ইশারা করে বর্ণনা করলাম।

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বললেন ঃ তুমি যদি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সলাত দেখার পছন্দ কর, তাহলে ইবনু যুবাইরের সলাতের অনুকরণ কর। (তাবারানী কাবীর ১১তম খণ্ড, ১৩৩ পৃষ্ঠা)

عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع كل تكبيرة رواه البوصيرى فى مصباح الزجاجة *

ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক তাকবীরে হস্তদ্বয় উত্তোলন করতেন। (ইবনু মাজাহর বূছীরী মিসবাহুয, যুজাজা ৩২০ পৃষ্ঠা)

قال أبو إسماعيل السلمى صليت خلف أبى النعمان محمد بن الفضل فرفع يديه حين افتتح الصلاة وحين ركع وحين رفع رأسه من الركوع، فسألتُه عن ذلك، فقال : صليتُ خلف حماد بن زيد فرفع يديه حين افتتح الصلاة وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع، فسألتُه عن ذلك فقال : صليتُ خلف أيوب السختياني فكان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع، فسألته فقال : رأيتُ عطاء بن أبي رباح يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع، فسألته فقال : صليتُ خلف عبد الله بن الزبير فكان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع، فسألته فقال : صليتُ خلف أبي بكر فكان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع وقال أبو بكر : وصليتُ خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع. رواته ثقات *

আবূ ইসমাঈল আসসুলামী বলেন ঃ আমি আবূ নু'মান মুহাম্মাদ বিন ফযলের পিছনে সলাত পড়েছি। তিনি যখন সলাত শুরু করতেন এবং যখন রুকু করতেন এবং যখন রুকু হতে মাথা উঠাতেন তখন হস্তদ্বয় উত্তোলন করতেন। আমি তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছি, তিনি বললেন ঃ আমি হাম্মাদ বিন যায়েদের পিছনে সলাত পড়েছি। তিনি যখন সলাত শুরু করতেন এবং যখন রুকু করতেন এবং যখন রুকু হতে মাথা উঠাতেন তখন হস্তদ্বয় উত্তোলন করতেন। আমি এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছি।

তিনি বলেছেন ঃ আমি আইয়ুব সিখতিয়ানীর পিছনে সলাত পড়েছি। তিনি যখন সলাত শুরু করতেন হস্তদ্বয় উত্তোলন করতেন এবং যখন রুকূ করতেন এবং যখন রুকূ হতে মাথা উঠাতেন। আমি তাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেছি।

অতঃপর তিনি বলেছেন ঃ আমি আতা বিন আবূ বারাহকে দেখেছি। যখন তিনি সলাত শুরু করতেন হস্তদ্বয় উত্তোলন করতেন এবং যখন রুকূ করতেন এবং যখন রুকূ হতে মাথা উঠাতেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছি।

তিনি বলেছেন ঃ আমি আব্দুল্লাহ বিন যুবাইরের পিছনে সলাত পড়েছি। তিনি যখন সলাত শুরু করতেন হস্তদ্বয় উত্তোলন করতেন এবং যখন রুকূ করতেন এবং যখন রুকূ হতে মাথা উঠাতেন। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করেছি।

তিনি বলেছেন ঃ আমি আবূ বকর (রাঃ) এর পিছনে সলাত পড়েছি। তিনি যখন সলাত শুরু করতেন হস্তদ্বয় উত্তোলন করতেন এবং যখন রুকূ করতেন এবং যখন রুকূ হতে মাথা উঠাতেন। আবূ বকর (রাঃ) বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পিছনে সলাত পড়েছি, যখন তিনি সলাত শুরু করতেন হস্তদ্বয় উত্তোলন করতেন এবং যখন রুকূ করতেন এবং যখন রুকূ হতে মাথা উঠাতেন। (হাদীসের বর্ণনাকারীগণ সকলেই সিকাহ বা বলিষ্ঠ)। (সুনানে বায়হাকী ২য় খণ্ড ৭৩, ৭৪ পৃষ্ঠা, যাহাবীর মুহাযযাব ২য় খণ্ড ৪৯ পৃষ্ঠা)

عن سلمة بن شبيب قال : سمعت عبد الرزاق يقول : أخذ أهل مكة رفع اليدين في الصلاة في الافتتاح والركوع ورفع الرأس من الركوع عن ابن جريج، وأخذه ابن جريج عن عطاء، وأخذه عطاء عن ابن الزبير، وأخذه ابن الزبير عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه وأخذ أبوبكر الصديق عن النبى صلى الله عليه وسلم وفى رواية وأخذ النبى صلى الله عليه وسلم من جبريل عليه السلام وأخذ جبريل عليه السلام من الله تبارك وتعالى - رواه البيهقى وأحمد فى مسنده (٧٣) والزهبى في (تذكرة الحفاظ) (١١٣٣:٣) وابن المنذر«فى الأوسط» ١٤٧:٣ وأبو نعيم فى «الحلية» «١٣٥:٩»

সালমা বিন শাবীব হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি আব্দুর রাযযাককে বলতে শুনেছি ঃ মক্কাবাসী সলাতের শুরুতে, রুকূতে যাবার সময় এবং রুকূ হতে মাথা উঠানোর সময় হস্তদ্বয় উত্তোলন করা গ্রহণ করেছেন ইবনু জুরাইজ হতে। ইবনু জুরাইজ গ্রহণ করেছেন আতা হতে। আতা গ্রহণ করেছেন ইবনু যুবাইর হতে, ইবনু যুবাইর গ্রহণ করেছেন আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ) হতে, আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ) গ্রহণ করেছেন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গ্রহণ করেছেন জিবরীল (আঃ) হতে, এবং জিবরীল (আঃ) গ্রহণ করেছেন মহান আল্লাহ হতে– (বায়হাকী, মুসনাদ আহমাদ ৭৩ পৃষ্ঠা। যাহাবীর তাযকিরাতুল হুফফায ৩য় খণ্ড ১১৩৩ পৃষ্ঠা। ইবনু মুনযিরের আওসাত ৩য় খণ্ড ১৪৭ পৃষ্ঠা। আবূ নাঈমের হিলইয়া ৯ম খণ্ড ১৩৫ পৃষ্ঠা।)

عن قحطان بن عبد الله عن أبي موسى الأشعري قال : هل أُريكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكبر ورفع يديه ثم كبر ورفع يديه للركوع ثم قال : «سمع الله لمن حمده» ثم رفع يديه ثم قال : هكذا فاصنعوا، ولا يرفع بين السجدتين - رواه الدارقطنى «١: ٢٩٢»

আবূ মুসা আশয়ারী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি কি তোমাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামএর সলাত দেখাব ? অতঃপর তিনি তাকবীর দিলেন এবং তাঁর দু'হাত উত্তোলন করলেন। অতঃপর রুকূর জন্যে তাকবীর দিয়ে হস্তদ্বয় উত্তোলন করলেন। অতঃপর (سمع الله لمن حمده) বললেন। অতঃপর হস্তদ্বয় উত্তোলন করলেন। অতঃপর বললেন ঃ এভাবেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সলাত পড়েছেন, অতএব, তোমরাও কর। তিনি দু'সাজদার মাঝে হস্তদ্বয় উত্তোলন করেন নাই। (দারাকুতনী ১ম খণ্ড ২৯২ পৃষ্ঠা।)

قال عقبة بن عامر الجهني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا رفع يديه عند الركوع ورفع رأسه من الركوع فله بكل إشارة عشر حسنات - رواه البيهقى فى المعرفة معلقا *

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবা উকবা বিন আমের বলেন ঃ যে ব্যক্তি রুকূর সময় এবং রুকূ হতে মাথা উঠানোর সময় হস্তদ্বয় উত্তোলন করে তাঁর জন্যে প্রত্যেক ইশারার বিনিময়ে দশটি নেকী রয়েছে। (ইমাম বায়হাকী কিতাবুল মা'রেফার মধ্যে ১ম খণ্ডের ২২৫ পৃষ্ঠায় মুয়াল্লাক ভাবে বর্ণনা করেছেন।)

قال العراقى فى «فتح المغيث» (٨:٤) «وقد جمعت رواته فبلغوا نحو الخمسين وقال فى «تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد» (١٨) «واعلم أنه روى رفع اليدين من حديث خمسين من الصحابة منهم العشرة *

মুহাদ্দিস ইরাকী তাঁর ফাত্হুল মুগীসের ৪র্থ খণ্ডে ৮ পৃষ্ঠায় বলেন ঃ আমি সলাতে হাত উত্তোলনের হাদীস প্রায় পঞ্চাশজন সাহাবা হতে একত্রিত করেছি। তিনি তাকরীবুল আসা-নীদ ও তারতীবুল মাসা-নীদের ১৮ পৃষ্ঠায় বলেন ঃ জেনে রাখ! সলাতে হাত উত্তোলনের হাদীস পঞ্চাশ জন সাহাবা হতে বর্ণিত হয়েছে। তাঁদের মধ্যে আশারায়ে মুবাশশার। (যাঁরা পৃথিবীতে জান্নাতের সুসংবাদ পেয়েছেন) দশজন সাহাবাও রয়েছেন।

١٠. وقال الحسن وحُمَيْدُ بن هلال : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون أيديهم *

১০। হাসান ও হুমাইদ বিন হেলাল বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবাগণ সলাতে তাঁদের হাত উঁচু করতেন।

١١. فلم يستثنِ أحداً من أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم دون أحد، ولم يَثْبُتْ عند أهل العلم عن أحدٍ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يَرْفَعْ يَدَيْهِ *

১১। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একজন সাহাবী অন্য একজনকে পৃথক করেনি এবং আহলে ইল্‌ম বা বিদ্বানগণের নিকট নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একজন সাহাবা হতে প্রমাণিত নয় যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সলাতে তাঁর হাত উত্তোলন করেননি।

١٢. ويُروى أيضاً عن عِدَّةٍ منَ أصحاب النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ما وصفنا *

১২। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনেক সাহাবী হতেও আমরা যা বর্ণনা করলাম তা বর্ণিত রয়েছে।

١٣. وكذلك رويناه عن عِدَّة من علماء مكة وأهل الحجاز والعراق والشام والبصرة واليمن وعِدَّةٍ من أهل خراسان منهم : سعيد بن جبير، وعطاء بن أبي رباح، ومجاهد، والقاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وعمر بن عبد العزيز، والنعمان بن أبي عياش، والحسن،

وابن سيرين، وطاوس، ومكحول، وعبد الله بن دينار، ونافع، وعُبيد الله بن عمر، والحسن بن مسلم، وقيس بن سعد، وعدة كثيرة *

১৩। এমনিভাবে অনেক মক্কার আলিম-উলামা হিজাযের অধিবাসী ইরাক, শাম, বস্‌রা, ইয়ামান ও খোরাসানের অনেক অধিবাসী হতে আমরা বর্ণনা করেছি। সেসব আলিমগণ হলেন সাঈদ বিন জুবাইর, আতা বিন আবূ রাবা-হ, মুজাহিদ, কাসেম বিন মুহাম্মদ, সালেম বিন আব্দুল্লাহ বিন উমার বিন খাত্তাব, উমার বিন আব্দুল আযীয, নু'মান বিন আবূ ইয়াশ, হাসান, ইবনু সীরীন, তাউস, মাকহুল, আব্দুল্লাহ বিন দিনার, নাফে' উবায়দুল্লাহ বিন উমার, হাসান বিন মুসলিম কাইস বিন সা'দ আরও অনেক সংখ্যক আলিম।

١٤. وكذلك يُروى عن أُمِّ الدرداء أنها كانت ترفع يديها *

১৪। এমনিভাবে উম্মে দারদা হতে বর্ণিত যে, তিনি তাঁর হাতকে উঁচু করতেন।

١٥. وقد كان عبدُ الله بن المبارك يرفع يديه، وكذلك عامة أصحاب ابن المبارك منهم علي بن الحسن، وعبد الله بن عثمان، ويحيى بن يحيى، ومحدثو أهل بخارى منهم عيسى بن موسى، وكعب بن سعيد، ومحمد بن سلام، وعبد الله بن محمد المسندي وعدة ممن لايُحصى لاختلاف بَيْنَ مَنْ وصفنا من أهل العلم *

১৫। আব্দুল্লাহ বিন মুবারক তার হস্তদ্বয় উত্তোলন করতেন। এমনিভাবে আব্দুল্লাহ ইবনু মোবারকের সকল ছাত্ররা হাত উঠাতেন। তাঁদের থেকে কতিপয় হচ্ছেন আলী বিন হাসান, আব্দুল্লাহ বিন উসমান,

ইয়াহ্ইয়া বিন ইয়াহ্ইয়া এবং বুখারার সকল মুহাদ্দিসগণও সলাতে হাত উঠাতেন। তাঁদের কতিপয় হচ্ছেন ঈসা বিন মূসা, কা'ব বিন সাঈদ, মুহাম্মদ বিন সালাম, আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মদ মুসনাদী, আরও বহু সংখ্যক বিদ্বান হাত উঠাতেন যাদের কথা আমরা বর্ণনা করলাম তাদের অবস্থা ভিন্নতার কারণে গুণে শেষ করা যাবে না।(২)

١٦. وكان عبد الله بن الزبير وعلي بن عبد الله ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل وأسحاق بن إبراهيم يُثبتون عامةَ هذه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويَرَونها حقّاً، وهؤلاء أهل العلم من أهل زمانهم *

১৬। আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর, আলী বিন আব্দুল্লাহ, ইয়াহ্ইয়া বিন মু'য়ীন, আহমাদ বিন হাম্বল, ইসহাক বিন ইব্রাহীম, তাঁরা সকল লোক

(২) وحكى الترمذى فى جامعه عن ابن المبارك أنه قال : قد ثبت حديث مَن يرفع يديه ولم يثبت حديث ابن مسعود ان النبى صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إلا فى أول مرة - رواه الترمذى ٥٩ *

ইমাম তিরমিযী তাঁর জামে তিরমিযীতে আব্দুল্লাহ বিন মুবারক হতে বর্ণনা করেছেন। আব্দুল্লাহ ইবনু মুবারক বলেন ঃ যে হস্তদ্বয় উত্তোলন করেন তার সে হাদীস প্রমাণিত কিন্তু ইবনু মাসউদের হাদীস যে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার হস্তদ্বয় উত্তোলন করেছেন, এ হাদীস প্রমাণিত নয়। (৫৯ পৃষ্ঠা)

قال عبد الله ابن المبارك : كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرفع يديه، لكثرة الأحاديث وجودة الأسانيد - رواه البيهقى فى المعرفة ٢: ٤٢٤ *

আব্দুল্লাহ ইবনু মুবারক বলেছেন ঃ আমি যেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে দেখেছি তিনি হস্তদ্বয় উত্তোলন করছেন অধিক হাদীস ও ইসনাদ বিদ্যমান থাকার কারণে। (বায়হাকী মারেফা ২য় খণ্ড ১৪২ পৃষ্ঠা)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে এ সকল হাদীস দ্বারা দলীল প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাঁরা তাঁদের যুগে বহু বড় বিদ্বান ছিলেন।(৩)

١٧. وكذلك يُروى عن عبد الله بن عمر بن الخطاب *

১৭। এমনিভাবে আব্দুল্লাহ বিন উমার বিন খাত্তাব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে।

١٨. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا كَبَّرَ وَإِذَا رَكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ، وَلَا يَفْعَلُ ذٰلِكَ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ *

১৮। আলী বিন আব্দুল্লাহ..... সালেম বিন আব্দুল্লাহ তাঁর পিতা আব্দুল্লাহ হতে বর্ণনা করেন, তাঁর পিতা বলেন, আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে দেখেছি যখন তিনি তাকবীর বলতেন এবং যখন রুকূ করতেন এবং যখন তিনি রুকূ হতে মাথা উঠাতেন তখন তিনি রফউল ইয়াদাইন বা হাত উত্তোলন করতেন এবং দু'সিজদার মাঝখানে হাত উত্তোলন করতেন না।

(৩) فقد قال ابن حبان في «صحيحه» : (٥: ١٩٠) : «ذكرُ الخبر الدال على أنّ المصطفى صلى الله عليه وسلم أمر أمّته برفع اليدين في الصلاة عند إرادتهم الركوع وعند رفعهم رؤوسهم منه» ثم ذكر حديث مالك بن الحويرث وفيه : «وصلوا كما رأيتموني أصلي..... الحديث» *

ইবনু হিব্বান তার সহীহ ইবনু হিব্বানের ৫ম খণ্ডের ১৯০ পৃষ্ঠায় বলেছেন ঃ উল্লেখিত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, নাবী মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উম্মাতকে সলাতে রুকূ করার সময় এবং রুকূ হতে মাথা উঠানোর সময় হস্তদ্বয় উত্তোলন করার নির্দেশ দিয়েছেন। অতঃপর মালেক বিন হুয়াইরিস এর হাদীস উল্লেখ করেন, যাতে রয়েছে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা যেভাবে আমাকে সলাত পড়তে দেখ সেভাবে সলাত পড়।

١٩. قال علي بن عبد الله – وكان أعلم زمانه : رفعُ الأيدي حقٌّ على المسلمين بما روى الزهري عن سالم عن أبيه *

১৯ আলী বিন আব্দুল্লাহ যিনি তাঁর যুগে অনেক বড় আলেম ছিলেন তিনি বলেছেন, মুসলমানদের উপর রফউল ইয়াদাইন বা হাত উঁচু করা অপরিহার্য। যা যুহুরী সালেম হতে, তিনি তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন।

٢٠. حدَّثنا مسدد حدثنا يحيى بنُ سعيدٍ حدثنا عبدُ الحميد بن جعفر حدثنا محمد بن عَمْرٍو قال : شهدتُ أبا حُمَيْدٍ في عَشْرَةٍ من أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أحدهم أبو قَتَادَةَ بنُ رِبْعِيْ رَضِيَ الله عنه يقول : أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم قَالُوْا : كيف؟ فوالله ما كُنْتَ أَقْدَمَنَا له صُحْبَةً ولا أكثَرَنا له تبَاعَةً؟ قَالَ : بَلْ رَاقَبْتُهُ. قالوا : فاذْكُر. قال : كان إذَا قامَ إلى الصَّلاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ وإذا رَكَعَ وإذا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ فَعَلَ مِثْلَ ذٰلِكَ *

২০. মুসাদ্দাদ ..... মুহাম্মাদ বিন আমর বলেন ঃ আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দশ জন সাহাবীর মধ্যে আবূ হুমাইদের নিকট উপস্থিত ছিলাম। আবূ কাতাদা বিন রব্‌য়ী (রাঃ) তাঁদের একজন। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সলাত তোমাদের চাইতে অধিক অবগত। তাঁরা বললেন কিভাবে?

আল্লাহর শপথ! তুমি তো আমাদের চাইতে তাঁর নিকট অধিক নিকট অগ্রবর্তী সাথী ছিলে না এবং আমাদের চাইতে তাঁর অধিক অনুসরণ করতে না? তিনি বললেন ঃ বরং আমি তাঁকে পর্যবেক্ষণ করছিলাম। তাঁরা বললেন, উল্লেখ করুন। তিনি বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

যখন সলাতে দাঁড়াতেন তখন হস্তদ্বয় উঁচু করতেন এবং যখন রুকূ করতেন এবং যখন রুকূ হতে মাথা উঠাতেন এবং যখন দ্বিতীয় রাকা'আত থেকে দাঁড়াতেন তখন হস্তদ্বয় উত্তোলন করতেন।

١٢. قال البخاريُّ : سألتُ أبا عَاصِمٍ عن حديث عبد الحميد بن جعفر فعرفه *

২১. ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন ঃ আমি আবূ আছেমকে জিজ্ঞেস করেছি আব্দুল হামীদ বিন জা'ফরের বর্ণিত হাদীস সর্ম্পকে তিনি তাঁর স্বীকৃতি দিয়েছেন।

٢٢. فَحَدَّثني عَبْدُ الله بنُ مُحَمَّدٍ عَنْهُ حَدَّثنا عبْدُ الحَميدِ بنُ جَعفَرٍ حَدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ عَمْرو بن عَطَاءٍ قال : شَهِدْتُ أبا حُمَيْدٍ في عشرةٍ من أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَحَدُهم أَبُو قَتَادَةَ بنُ رِبْعِيٍّ قال : أنا أَعْلَمُكُمْ بصلاةِ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر مثله، فقالوا كلهم : صَدَقْتَ *

২২. আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ..... মুহাম্মাদ বিন আমর বিন আতা বলেন ঃ আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম--এর দশজন সাহাবীর মধ্যে আবূ হুমাইদের নিকট উপস্থিত ছিলাম, তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন আবূ কাতাদা বিন রবয়ী; তিনি বলেন ঃ আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সলাত সম্পর্কে তোমাদের চাইতে অধিক অবগত। অতঃপর পূর্বের হাদীসের ন্যায় উল্লেখ করলেন। তাঁরা সকলে বললেন সত্য বলেছ।

٢٣. أخبرنا عَبْدُ الله بنُ مُحَمَّدٍ حدثنا عَبْدُ الملكِ بْنُ عَمْرٍو حدثنا فُلَيْحُ بنُ سُلَيْمَانَ حدَّثني عَبَّاسُ بنُ سَهْلٍ قال : اجْتَمَعَ أَبُو حُمَيْدٍ وأبو

أُسَيْدٍ وَسَهْلُ بن سَعْدٍ وَمُحَمَّدُ بن مَسْلَمَةَ فذكروا صلاةَ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو حميد : أنا أَعْلَمُكُمْ بِصَلاةِ رسول الله صلى الله عليه وسلم، قَامَ فَكَبَّر فَرَفَعَ يَدَيْهِ، ثم رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ كَبَّر للرُّكُوعِ، ثم رَكَعَ فَوَضَعَ يَدَيْهِ على ركبتيه *

২৩. আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ..... আব্বাস বিন সহ্‌ল বলেন ঃ আবূ হুমাইদ, আবূ উসাইদ, সহ্‌ল বিন সায়াদ, মুহাম্মাদ বিন মাসলামা (রাঃ) একত্রিত হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সলাত উল্লেখ করলেন। অতঃপর আবূ হুমাইদ বললেন, আমি তোমাদের চাইতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সলাত সম্পর্কে অধিক অবগত! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সলাতে দাঁড়িয়ে তাকবীর বলতেন। অতঃপর রফউল ইয়াদাইন বা হাত উঁচু করতেন। অতঃপর রুকূর তাকবীর বলে হাত উত্তোলন করতেন। অতঃপর রুকূ করতেন। অতঃপর তাঁর দু'হাতকে দু'হাটুর উপর রাখতেন।

٢٤. حدثنا عُبيدُ بنُ يَعِيشَ حَدَّثنا يونُس بنُ بُكَيْرٍ أَخْبَرَنا ابن إِسْحَاقَ عَنِ العَبَّاسِ بنِ سَهْلٍ السَّاعِدِيِّ قال : كُنْتُ بالسُّوقِ مع أبي قَتَادَةَ وَأبي أُسَيْدٍ وأبي حُمَيْدٍ كلهم يقول : أنا أَعْلَمُكُمْ بِصَلاَةِ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا لأَحَدِهِمْ : صَلِّ. فَكَبَّر ثم قَرَأَ ثُمْ كبَّر ورَفَعَ، فَقَالُوا : أَصَبْتَ صَلاَةَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم *

২৪. উবাইদ বিন ইয়ায়ীশ..... আব্বাস বিন সহ্‌ল আস সায়াদী হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ আমি আবূ কাতাদা, আবূ উসাইদ, আবূ হুমাইদ (রাঃ) এদের সাথে বাজারে ছিলাম। আবূ হুমাইদ বলেছেন ঃ আমি

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সলাত তোমাদের চাইতে অধিক জানি। অতঃপর তাঁরা তাঁদের একজনকে বললেন ঃ তুমি সলাত আদায় কর, অতএব তিনি তাকবীর দিলেন। অতঃপর কিরাআত পাঠ করলেন। অতঃপর তাকবীর দিলেন এবং (হাত) উঁচু করলেন, তাঁরা সকলে বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সলাত সঠিকভাবে পড়েছ।

٢٥. حدثنا أبو الوَلِيد هِشَامُ بنُ عَبْدِ المَلِكِ وسُلَيْمَانُ بنُ حَرْبٍ قالا : أخبرنا شُعْبَةُ عن قَتَادَةَ عن نَصْرِ بنِ عَاصِمٍ عن مالكِ بنِ الحُوَيْرِثِ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ وإذا رَكَعَ وإذا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكوع *

২৫. আবূ অলীদ হিশাম বিন আব্দুল মালিক ..... মালেক বিন হুওয়রিশ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাকবীর দিতেন ও যখন রুকূ করতেন এবং যখন রুকূ হতে মাথা উঠাতেন তখন রফউল ইয়াদাঈন অর্থাৎ হাত উত্তোলন করতেন।

٢٦. حَدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الله بن حَوْشَبَ حَدَّثنا عَبْدُ الوَهَّابِ حَدَّثنا حُمَيدٌ عن أنسٍ رضي الله عنه قَالَ : كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ الرُّكُوعِ *

২৬. মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন হাওশাব ..... আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকূ করার সময় হস্তদ্বয় উত্তোলন করতেন।

٢٧. حَدَّثَنا إِسْمَاعَلُ بنُ أَبِي أُوَيْسٍ حَدَّثَنا ابنُ أبي الزِّنَادِ عَنْ مُوسى بنِ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ الله بنِ الفَضْلِ عَنْ عَبْدِ الرحْمنِ بنِ هُرْمُزٍ الأَعْرَجِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عنه أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ الْمَكْتُوْبَةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ، وَيَصْنَعُه إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ، ولا يَرْفَعُ فِي شَيْءٍ من صَلَاتِهِ وهو قاعِدٌ، وإذا قَامَ مِنَ السَّجدتين رَفَعَ يَدَيْهِ كذلِكَ وكَبَّرَ *

২৭. ইসমাঈল বিন আবূ উওয়াইস........ আলী বিন আবূ তালিব (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ফরয সলাতের জন্যে দাঁড়াতেন তাকবীর বলতেন এবং দু'হাত কাঁধ বরাবর উঁচু করতেন এবং যখন রুকূ করার ইচ্ছা করতেন এবং যখন রুকূ থেকে মাথা উঠাতেন তখনও হাত উত্তোলন করতেন। বসা অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাত উঠাতেন না এবং যখন দু'রাক'আত পড়ার পর দাঁড়াতেন তখনও অনুরূপ হস্তদ্বয় উত্তোলন করতেন এবং তাকবীর দিতেন।

٢٨. حَدَّثَنا أَبُو نُعَيْمٍ الفَضْلُ بنُ دُكَيْنٍ أَنْبَأَنَا قَيْسُ بن سُلَيْمٍ العَنْبَرِيُّ قال : سمعتُ علقمة بن وائل بن حجر حدثني أبي قال : صليتُ مع النبي صلى الله عليه وسلم فَكَبَّرَ حِيْنَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ {وَ} وَرَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ رفع يَدَيْهِ حِيْنَ أَرَادَ أَنْ يَّرْكَعَ وَبَعْدَ الرُّكُوْعِ *

২৮. ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন ঃ আবূ নুয়াইম আল ফযল বিন দুকাইন আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করে বলেন, কাইস বিন সুলাইম আম্বরী আমাদেরকে সংবাদ দিয়ে বলেন, আমি আলক্বামা বিন ওয়েল বিন হুজর থেকে শুনেছি। তিনি বলেন ঃ আমাকে আমার পিতা হাদীস বর্ণনা করে বলেন ঃ আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে সলাত আদায় করেছি। তিনি তাকবীর দিয়ে সলাত শুরু করলেন এবং হাতদ্বয় উঁচু করলেন। এরপর যখন রুকূ করার ইচ্ছা করলেন এবং রুকূর পরে হস্তদ্বয় উত্তোলন করলেন।(৪)

٢٩. قال البخاري : وروى أبو بكر النهشلي عن عاصم بن كليب عن أبيه أن علياً رضي الله عنه رفع يديه في أول التكبير ثم لم يعد بعد *

---

(৪) عن عبد الجبار بن وائل عن علقمة بن وائل ومولى لهم أنهما حدثاه عن أبيه وائل بن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة وكبّر، وَصَفَ همامٌ حيال أذنيه، ثم التحف بثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب ثم رفعهما وكبر وركع، فلما قال : سمع الله لمن حمده رفع يديه، فلما سجد سجد بين كفيه * رواه احمد

আবদুল জ্জাব্বার বিন ওয়েল হতে বর্ণিত, তিনি আলকামা বিন ওয়েল ও তাদের মুক্ত গোলাম হতে, তাঁরা তাকে তাঁর পিতা ওয়েল বিন হুজর হতে হাদীস বর্ণনা করেন যে, তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে সলাতে প্রবেশ করার সময় ও তাকবীর দেয়ার সময় হস্তদ্বয় উত্তোলন করতে দেখেছেন। হাম্মাম দু-কান বরাবর বর্ণনা করেছেন।

অতঃপর কাপর আবৃত করে ডান হাত বাম হাতের উপর রাখলেন। অতঃপর যখন রুকূ করার ইচ্ছা করলেন তাঁর হস্তদ্বয় কাপর হতে বের করলেন এবং হস্তদ্বয় উত্তোলন করে তাকবীর দিলেন ও রুকূ করলেন।

অতঃপর যখন বললেন ঃ 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদা' হস্তদ্বয় উত্তোলন করলেন। অতঃপর যখন সাজদা করলেন দু-হাতের মাঝে সাজদা করলেন। (মুসনাদে আহমাদ ৪র্থ খণ্ড ৩১৮ পৃষ্ঠা।)

২৯. ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন ঃ আবূ বকর আন নাহ্শালী বর্ণনা করেন। তিনি আছেম বিন কুলাইব হতে, তিনি তাঁর হতে বর্ণনা করেন যে, আলী (রাঃ) প্রথম তাকবীরে তাঁর হস্তদ্বয় উত্তোলন করেন। অতঃপর পুনরায় করেননি।

٢٩. وحديث عُبيد الله أَصَحُّ مع أنّ حديث كليب هذا لم يحفظ رفع الأيدي، وحديث عُبيد الله هو شاهد *

৩০. উবায়দুল্লাহর বর্ণিত হাদীস অধিক সহীহ, কুলাইবের এ হাদীসের সাথে তিনি হস্ত উত্তোলনের কথা স্মরণ রাখতে পারেননি। উবায়দুল্লাহর বর্ণিত হাদীস তাঁর শাহেদ।

٣٠. فإذا روى رجلان عن مُحَدِّثٍ قال أحدهما : رأيته فَعَلَ، وقال الآخر : لم أره فعل، فالذي قال قد رأيتُه فَعَلَ فهو شاهد، والذي قال : لم يفعل فليس هو بشاهد لأنه لم يحفظ الفعل *

৩০. যখন দু'ব্যক্তি একজন মুহাদ্দিস থেকে বর্ণনা করেন, তাঁদের একজন বলে তাঁকে আমি করতে দেখেছি, অন্যজন বলে ঃ আমি তাঁকে করতে দেখিনি। যে ব্যক্তি বলল আমি করতে দেখেছি, এটাই শাহেদ আর যে ব্যক্তি বলে সে করেনি এটা শাহেদ হয়না কেননা, সে তাঁর কাজটি স্মরণ রাখতে পারেনি।

٣١. وهكذا قال عبد الله بن الزبير لشاهدين شهدا أنّ لفلان على فلان ألف درهم بإقراره، وشهد آخران أنه لم يقر بشيءٍ، فإنه يقضي بقول الشاهدين اللذين شهدا بإقراره ويسقط ما سواه. وكذلك قال بلال : رأيتُ النبي صلى الله عليم وسلم صلّى في الكعبة، وقال الفضل بن عباس : لم يُصَلِّ، فأخذ الناس بقول بلال، لأنه شاهد ولم يلتفتوا إلى قولِ مَنْ قال : لم يصلِّ حين لم يحفظ.

৩১। এভাবে আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইর দু'জন সাক্ষী সম্পর্কে বলেন ঃ তারা দু'জন সাক্ষ্য দিল যে, অমুক ব্যক্তির জন্যে অমুক ব্যক্তির উপর এক হাজার টাকা কর্য আছে, সে ব্যক্তির স্বীকারোক্তির দ্বারা তারা দু'জন সাক্ষ্য দিল। আর অন্য দু'জন সাক্ষ্য দিল যে, সে কোন জিনিসের স্বীকারোক্তি দেননি। এখন ফায়সালা হবে সে দু'জন সাক্ষীর কথা মত যারা সাক্ষ্য দিল তার স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে। আর যারা স্বীকারোক্তি বিহীন সাক্ষ্য দিল তাদের সাক্ষ্য বাতিল বা অগ্রহণযোগ্য।

যেমনভাবে বেলাল (রাঃ) বলেছেন ঃ আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে কা'বায় সলাত পড়তে দেখেছি। আর ফযল বিন আব্বাস বলেছেন ঃ তিনি সলাত পড়েননি। এক্ষেত্রে মানুষ বেলালের কথা গ্রহণ করেছেন। কেননা, তিনি প্রত্যক্ষদর্শী। আর ঐ ব্যক্তির কথার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করেননি যে বলেছেন ঃ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কা'বায় সলাত পড়েননি। যখন তিনি সংরক্ষণ করেননি।

٣٢. وقال عبد الرحمن بن مهديٍّ : ذكرتُ للثوريِّ حديثَ النهشلي عن عاصم بن كليب فأنكره *

৩২. আব্দুর রহমান বিন মাহ্দী বলেছেন ঃ আমি সাওরীর নিকট নাহশালীর হাদীস উল্লেখ করে ছিলাম, তিনি আছেম বিন কুলাইব থেকে বর্ণনা করেছেন অতঃপর সাওরী ওটা অস্বীকার করেছেন।(৫)

---

(৫) عن على أنه رأى النبى صلى الله عليه وسلم يرفعهما عند الركوع وبعد مايرفع رأسه من الركوع - رواه البيهقى ٨١-٨٠

আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে রুকূর সময় হস্তদ্বয় উত্তোলন করতে দেখেছেন এবং যখন তিনি রুকূ থেকে মাথা উঠালেন তখনও হস্তদ্বয় উত্তোলন করতে দেখেছেন। (বায়হাকী ২য় খণ্ড ৮০-৮১ পৃষ্ঠা)

٣٣. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوسُفَ أَنْبَأَنَا مَالِكٌ عَنِ ابنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ رَفَعَهُمَا كَذٰلِكَ، وَكَانَ لَايَفْعَلُ ذٰلِكَ فِيْ السُّجُوْدِ *

৩৩. আব্দুল্লাহ বিন ইউসুফ..... সালেম বিন আব্দুল্লাহ হতে বর্ণিত; তিনি তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সলাত শুরু করতেন হস্তদ্বয় কাঁধ বরাবর উঁচু করতেন এবং যখন রুকূর তাকবীর বলতেন ও যখন রুকূ হতে মাথা উঠাতেন তখনও হস্তদ্বয় অনুরূপ উত্তোলন করতেন এবং সিজদার সময়ে হাত উঠাতেন না।(৬)

٣٤. أَخْبَرَنَا أَيُّوْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ أُوَيْسٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ أَنَّهُ سَمِعَ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُوْدِ، فَأَرَادَ أَنْ يَّقُوْمَ رَفَعَ يَدَيْهِ *

৩৪. আইয়ুব বিন সুলাইমান..... আলা হতে বর্ণিত; তিনি সালেম বিন আব্দুল্লাহর নিকট শুনেছেন যে, তাঁর পিতা যখন সিজদা হতে মাথা উঠাতেন এবং দাঁড়ানোর ইচ্ছা করতেন তখন হস্তদ্বয় উত্তোলন করতেন।

---

(৬) عن ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ثم لا يعود قال البيهقى : قال الحاكم هذا باطل موضوع *

ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সলাত শুরু করতেন হস্তদ্বয় উত্তোলন করতেন। অতঃপর এরূপ করতেন না, ইমাম বায়হাকী ও ইমাম হাকিম বলেছেন ঃ এ হাদীস বাতিল ও বানোয়াট।

٣٥. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ أَخْبَرَنِيْ نَافِعٌ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا اسْتَقْبَلَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ، وَإِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ *

৩৫. আব্দুল্লাহ বিন সলেহ..... নাফে' বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্লাহ বিন উমার যখন সালাতের জন্য কিবলামুখী হতেন অর্থাৎ দাঁড়াতেন তাঁর দু'হাত উঁচু করতেন এবং যখন রুকূ করতেন এবং যখন রুকূ হতে মাথা উঠাতেন এবং যখন দু'রাকআত হতে দাঁড়াতেন তাঁর হস্তদ্বয় উত্তোলন করতেন।(৭)

---

(৭) عن نافع أن ابن عمر كان إذا دخل فى الصلاة كبر ورفع يديه وإذا ركع رفع يديه وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه وإذا قام من الركعتين رفع يديه ورفع ذلك ابن عمر إلى النبى صلى الله عليه وسلم رواه المصنف فى صحيه ٢٢٢

নাফে' হতে বর্ণিত যে, ইবনু উমার (রাঃ) যখন সলাতে প্রবেশ করতেন তাকবীর বলতেন ও হস্তদ্বয় উত্তোলন করতেন এবং যখন রুকূ করতেন হস্তদ্বয় উত্তোলন করতেন এবং যখন সামিআল্লাহুলিমান হামিদা বলতেন ঃ হস্তদ্বয় উত্তোলন করতেন এবং যখন দু'রাক'আত হতে দাঁড়াতেন হস্তদ্বয় উত্তোলন করতেন। ইবনু উমার (রাঃ) এ হাদীস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত মারফু' সুত্রে বর্ণনা করেছেন। [মুসান্নেফ অর্থাৎ, ইমাম বুখারী (রহঃ) তাঁর সহীহ বুখারীতে বর্ণনা করেছেন ২য় খণ্ড ২২২ পৃষ্ঠা।]

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حِيْنَ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا اسْتَوٰى قَائِمًا مِنْ رُكُوْعِهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَيَقُوْلُ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ سُنَنِهِ ٠ ج٢- ص٧-٧١، والعرفة ج٢- ص٤٠٨

ইবনু উমার (রা) হতে বর্ণিত যে, তিনি যখন সলাত শুরু করতেন এবং যখন রুকূ করতেন এবং যখন রুকূ হতে সোজা হয়ে দাঁড়াতেন হস্তদ্বয় কাঁধ বরাবর উত্তোলন করতেন এবং বলতেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে করতেন। সুনানে বায়হাকী ২য় খণ্ড ৭০-৭১ পৃষ্ঠা। বায়হাকীর মারেফা ২য় খণ্ড ৪০৮ পৃষ্ঠা)।

٣٦. حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ أَنْبَأَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ : سَمِعْتُ زَيْدَبْنَ وَاقِدٍ، يُحَدِّثُ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا رَأَى رَجُلاً لَا يُرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَمَاهُ بِالْحَصٰى *

৩৬. হুমাইদী..... নাফে' হতে বর্ণিত যে, ইবনু উমার যখন কোন লোককে দেখতেন যখন তিনি রুকূ করেন এবং রুকূ হতে মাথা উঠানতখন তাঁর হস্তদ্বয় উত্তোলন করেননি। তখন ইবনু উমার তাকে পাথর নিক্ষেপ করতেন।(৮)

٣٧. قال البخاري : ويُروى عن أبي بكر بن عياش عن حُصين عن مجاهد أنه لم يرَ ابن عمر رفع يديه إلا في التكبيرة الأولى، وروى عنه أهل العلم أنه لم يُحفظ من ابن عمر إلا أن يكون ابن عمر سها كبعض ما يسهو الرجل في الصلاة في الشيء بعد الشيء كما أنّ عمر نسي القراءةَ في الصلاة، وكما أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ربما يسهون في الصلاة فيسلمون في الركعتين والثلاث. ألا تري أنَّ ابن عمر كان

---

(৮) عن زيد بن واقد قال : سمعت نافعا مولى ابن عمر يقول : كان ابن عمر إذا رأى مصليا لايرفع يديه فى الصلاة حصبه وأمره أن يرفع يديه ذكره ابن عبد البر فى التمهيد ج٩-ص ٢٢٤

যায়েদ বিন ওয়াকেদ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি ইবনে উমারের আযাতকৃত গোলাম নাফে'কে বলতে শুনেছি, ইবনু উমার (রাঃ) যখন কোন মুসল্লীকে সলাতে হস্তদ্বয় উত্তোলন করতে না দেখতেন তিনি তাকে পাথর নিক্ষেপ করতেন এবং তাকে তিনি হস্তদ্বয় উত্তোলনের নির্দেশ করতেন। (ইবনু আব্দুর বার তাঁর তামহীদে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন ৯ম খণ্ড ২২৪ পৃষ্ঠা। তারীখে জুরজান ৪৩৩ পৃষ্ঠা। মানাকেব ইমাম আহ্মাদ ৮৩ পৃষ্ঠা।)

يرمي مَنْ لايرفع يديه بالحصى، فكيف يترك ابنُ عمر شيئاً يأمر به غيره وقد رأى النبي صلى الله عليم وسلم فعله؟ *

৩৭. ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন ঃ আবূ বাকর বিন ইয়াশ হতে বর্ণিত; তিনি হুসাইন হতে, তিনি মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেন, তিনি ইবনু উমারকে প্রথম তাকবীর ব্যতীত তাঁর হস্তদ্বয় উত্তোলন করতে দেখেননি।

আহলে ইল্‌ম বা বিদ্বানগণ মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি ইবনু উমার থেকে মুখস্থ করে রাখতে পারেনি। এটা ব্যতীত যে, ইবনু উমার ভুল করেছেন। যেমনভাবে কোন ব্যক্তি কোন কিছুর পরে কোন কিছুর ব্যাপারে সলাতে ভুল করে। যেমনভাবে উমার (রাঃ) সলাতের মধ্যে কিরাআত ভুলে গিয়েছিলেন। যেমনভাবে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবাগণ কখনও সলাতে ভুল করতেন। অতঃপর তাঁরা দুরাক'আত এবং তিন রাক'আতের মধ্যে সালাম করতেন।

তুমি কি লক্ষ্য করেছ! যে ইবনু উমার যে ব্যক্তি হস্তদ্বয় উত্তোলন করতেন না তাকে পাথর নিক্ষেপ করতেন? তাহলে কিভাবে পরিত্যাগ করলেন এমন বিষয়ে, যে বিষয়ে তিনি নির্দেশ করতেন অন্যকে। অথচ তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে তা করতে দেখেছেন।

٣٨. قال البخاري : قال يحيى بن معين : حديثُ أبى بكر عن حُصين إنما هو توهم منه لاأصل له *

৩৮. ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন ঃ ইয়াহ্ইয়া বিন মু'য়ীন বলেন ঃ আবূ বাকার-এর হাদীস হুসাইন হতে তা দোষারোপকৃত, তাঁর কোন ভিত্তি নেই।

٣٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ مِسْهَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ زَبْرٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْمُهَاجِرِ قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرٍ يَسْأَلُنِيْ أَنْ أَسْتَأْذِنَ لَهُ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ، فَاسْتَأْذَنْتُ لَهُ عَلَيْهِ فَقَالَ الَّذِي جَلَدَ أَخَاهُ فِيْ أَنْ يَرْفَعَ يَدَيْهِ : إِنْ كُنَّا لَنُؤَدَّبُ عَلَيْهِ وَنَحْنُ غِلْمَانٌ بِالْمَدِيْنَةِ. فَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ *

৩৯. মুহাম্মাদ বিন ইউসূফ..... আমর বিন মুহাজির বলেন ঃ আব্দুল্লাহ ইবনু আমের আমার নিকট চাইতেন যে, আমি যেন তার জন্যে উমার বিন আব্দুর আযীযের নিকট তার জন্যে যাবার অনুমতি চাই। আমি উমার বিন আব্দুর আযীযের নিকট তার জন্যে অনুমতি চাইলাম। উমার বিন আব্দুল্লাহ আযীয বললেন ঃ ঐ ব্যক্তি আসতে চায় যে, তার ভাইকে কোড়া মেরেছে হস্তদ্বয় উত্তোলনের ব্যাপারে। আমাদেরকে তার ব্যাপারে আদব শিক্ষা দেয়া হতো। আমরা তখন মদীনায় ছোট বাচ্চা ছিলাম। অতঃপর তিনি তাকে অনুমতি দেননি।

٤٠. قال البخاري : وكان زائدة لا يحدث إلا أهل السنّة اقتداءً بالسلف *

৪০। ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন ঃ যায়েদা সুন্নাতপন্থীদের ব্যতীত হাদীস বর্ণনা করতেন না সলফে সালেহীনদের অনুকরণের কারণে।

٤١. ولقد رحل قومٌ من أهل بلخ مرجئةٌ إلى محمد بن يوسف بالشام فأراد محمد..... ورَجَعُوا إلى السَّبيل والسُّنَّةِ *

৪১। বালখের অধিবাসী মুরজিয়া কওম বা গোত্র মুহাম্মাদ বিন ইউসূফের নিকট শাম দেশে গেল। মুহাম্মাদ ইচ্ছা করল..... এবং তারা সঠিক পথ ও সুন্নাতের দিকে ফিরে আসল।

٤٢. ولقد رأينا غير واحدٍ من أهل العلم يستتيبوا أهل الخلاف، فإن تابوا وإلا أخرجوهم من مجالسهم *

৪২। আহলে ইল্‌ম বা জ্ঞানীদের একাধিক লোকদেরকে আমরা দেখেছি বিপরীতমূখী লোকদেরকে তাওবা করিয়েছেন। যদি তারা তাওবা করত তাহলে ভালো। না হলে জ্ঞানীরা তাদের বৈঠক হতে তাদের বের করে দিতেন।

٤٣. ولقد كلم عبدُ الله بن الزبير سليمانَ بن حرب وهو يومئذٍ قاضي مكة إن يحجر على بعض أهل الرأي، فحجر عليه سليمان فلم يكن يجترىء بمكة أن يفتي حتى خرج منها *

৪৩। আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর সুলাইমান বিন হারবের দোষারোপ করেছেন। সে সময়ে তিনি মক্কার বিচারক ছিলেন। তিনি কিছু রায়পন্থীদের প্রতি বিধি নিষেধ আরোপ করেছিলেন। অতঃপর তিনি সুলাইমানের উপর বিধি নিষেধ আরোপ করলেন। অতঃপর সুলাইমান মক্কায় ফতওয়া দেয়ার দুঃসাহস দেখাতে পারেননি। এমনকি সে মক্কা হতে চলে গেল।

٤٤. حدثنا مالك بن إسماعيل حدّثنا شريك عن ليثٍ عن عطاء قال : رأيتُ ابن عباس وابن الزبير وأبا سعيد وجابراً يرفعون أيديهم إذا افتتحوا الصلاة، وإذا ركعوا *

৪৪. মালেক বিন ইসমাঈল..... প্রসিদ্ধ তাবে'য়ী আতা হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ আমি ইবনু আব্বাস, ইবনু যুবাইর, আবূ সাঈদ, জাবের (রাঃ)-কে দেখিছি, যখন তাঁরা সলাত শুরু করতেন এবং যখন তাঁরা রুকূ

করতেন। তখন তাঁরা তাদের হস্তদ্বয়কে উত্তোলন করতেন।(৯)

٤٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ حَدَّثَنَا أَبُوْ شِهَابٍ عَبْدُ رَبِّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ *

৪৫. মুহাম্মদ বিন সুলত..... আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি যখন সলাতের তাকবীর বলতেন এবং যখন রুকূ করতেন এবং যখন রুকূ হতে মাথা উঠাতেন তখন তাঁর হস্তদ্বয় উত্তোলন করতেন।

٤٦. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ قَالَ : رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَيَرْفَعُ كُلَّمَا رَكَعَ وَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ *

৪৬. মুসাদ্দাদ..... আসেম আল-আহ্ওয়াল হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ আমি আনাস বিন মালেক (রাঃ)-কে দেখেছি, তিনি যখন সলাত শুরু করতেন, তাকবীর বলতেন এবং হস্তদ্বয় উঁচু করতেন এবং প্রত্যেক রুকূতেও রুকূ হতে মাথা উঠানোর সময় হস্তদ্বয় উত্তোলন করতেন।

٤٧. حدّثنا مسدد حدثنا هُشيم عن أبي حمزة قال : رأيتُ ابنَ عَبَّاسٍ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَيْثُ كَبَّرَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ *

(৯) عن سالم عن أبيه أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وإذا ركع وإذا رفع رأسه ولا يجاوز بهما أذنيه *

সালেম হতে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সলাত শুরু করতেন এবং যখন রুকূ করতেন এবং যখন রুকূ হতে মাথা উঠাতেন হস্তদ্বয় উত্তোলন করতেন। তাঁর হস্তদ্বয় তিনি তাঁর দু'কান অতিক্রম করাতেন না।

৪৭. মুসাদ্দাদ..... আবূ হামযা হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ আমি ইবনু আব্বাসকে দেখেছি যখন তিনি তাকবীর বলতেন এবং যখন রুকূ হতে মাথা উঠাতেন তখন তাঁর হস্তদ্বয় উত্তোলন করতেন।

٤٨. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ أَبِيْ هُرَيْرَةَ فَكَانَ يَرْفَعُ إِذَا كَبَّرَ وَإِذَا رَكَعَ.

৪৮. সুলাইমান বিন হার্ব..... আতা হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ অমি আবূ হুরায়রা (রাঃ)-এর সাথে সলাত পড়েছি। তিনি যখন তাকবীর বলতেন এবং যখন রুকূ করতেন হস্তদ্বয় উঁচু করতেন।

٤٩. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا خَالِدٌ حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ : دَخَلْتُ مَسْجِدَ حَضْرَمَوْتَ فَإِذَا عَلْقَمَةُ بن وائل يحدث عن أبيه قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ قَبْلَ الرُّكُوْعِ وَبَعْدَهُ *

৪৯. মুসাদ্দাদ..... আমর বিন মুররা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি হায্রামাউতের মাসজিদে প্রবেশ করলাম। তখন আলকামা বিন ওয়েল তাঁর পিতা হতে হাদীস বর্ণনা করছিলেন, তাঁর পিতা বলেন ঃ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকূর পূর্বে ও পরে হস্তদ্বয় উত্তোলন করতেন।

(১০) عن وائل بن حجر قال : أتيت النبى صلى الله عليه وسلم : فى الشتاء فى فرأيت أصحابه يرفعون أيديهم فى ثيابهم فى الصلاة *

ওয়েল বিন হুজর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি শীতের সময় নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট আসলাম। তাঁর সাহাবাদেরকে দেখলাম কাপরের মধ্য থেকে সলাতে তাঁদের হাত সমূহ উত্তোলন করছেন। (আবূ দাউদ ৭২৯)

عن وائل بن حجرقال : قلت لأنظرن الى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلى؟ قال : فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقبل القبلة فكبر فرفع يديه حتى ==

== حاذتا أذنيه ثم اخذشماله بيمينه فلما أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك ثم وضع يديه على ركبتيه فلما رفع رأسه من الركوع رفعهما مثل ذلك *

ওয়েল বিন হুজর হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি বললাম ঃ অবশ্যই আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সলাত দেখব, তিনি কিভাবে সলাত পড়ছেন? ওয়েল বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্বিবলামুখী হয়ে দাঁড়ালেন। অতঃপর তাকবীর দিয়ে তার হস্তদ্বয় দু'কান বরাবর উচ্চ করলেন। অতঃপর ডান হাত দিয়ে বাম হাতকে ধরলেন।

অতঃপর যখন রুকু করার ইচ্ছা করলেন অনুরূপ হস্তদ্বয় উচ্চ করলেন। অতঃপর তাঁর দু'হাত দু'হাঁটুর উপর রাখলেন। অতঃপর যখন রুকু হতে মাথা উঠালেন। অনুরূপভাবে তাঁর হস্তদ্বয় উচ্চ করলেন। (আবূ দাউদ ৭২৬, শরহুস সুন্নাহ ৩য় ২৬-২৭ পৃষ্ঠা, আহমাদ ৪থ খণ্ড ২১৬ পৃষ্ঠা, দারাকুতনী ১ম খণ্ড ২৯৫ পৃষ্ঠা)

عن عمروبن مرة قال دخلت مسجد حضرموت فإذا علقمة بن وائل يحدث عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه قبل الركوع وبعده فذكرت ذلك لإبراهيم فغضب وقال : رآه هو ولم يره ابن مسعود رضى الله عنه ولا أصحابه؟ اخرجه الطحا وى ج١- ٢٢٤ *

আমর বিন মুররা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি মাসজিদে হাযরামাউতে প্রবেশ করে দেখি আলকামা বিন ওয়েল তাঁর পিতা হতে হাদীস বর্ণনা করছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকূর পূর্বে এবং পরে হস্তদ্বয় উত্তোলন করতেন।

অতঃপর আমি ইবরাহীম নাখয়ীর নিকট উল্লেখ করলাম, তাতে তিনি রেগে গেলেন এবং বললেন ঃ তিনিই শুধু দেখেছেন আর ইবনু মাসউদ এবং তাঁর ছাত্ররা দেখেনি? (তাহাবী ১ম খণ্ড ২২৪ পৃষ্ঠা।)

عن أبى حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال فى وائل بن حجر رضى الله عنه أعرابي لم يصل مع النبى صلى الله عليه وسلم صلاةً أولاً قط قبلهافهو أعلم من عبد الله وأصحابه حفظ ولم يحفظوا يعنى رفع اليدين وفيرواية أعرابى لايعرف شرائع الإسلام رواه ابويوسف فى الأثار صـ ٢١ جامع المسانيد ج ١ ص ٣٥٨ ==

== আবূ হানীফা (রহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি হাম্মাদ হতে, তিনি ইবরাহীম নাখয়ী হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ ওয়েল বিন হুজর (রাঃ) একজন গ্রাম্য। এর পূর্বে কখনও সে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে একবারও সলাত পড়েননি, সে আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ এবং তাঁর ছাত্রদের চাইতে বেশী জানে? সে মুখস্থ করে রেখেছে আর তাঁরা হস্ত উত্তোলন মুখস্থ করে রাখেনি।

অন্য বর্ণনায় ইবরাহীম নাখয়ী বলেন ঃ ওয়েল বিন হুজর একজন গ্রাম্য। সে ইসলামের বিধি-বিধান জানে না। (আবূ ইউসুফের আসার ২১পৃষ্ঠা। জামেউল মাসানীদ ১ম খণ্ড ৩৫৮ পৃষ্ঠা)।

عن المغيرة قال قلت لإبراهيم حديث وائل أنه رأى النبى صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا افتتح الصلاة واذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع : فقال إن كان رآه وائل مرة يفعل ذلك فقد راه عبد الله خمسين مرة لايفعل ذلك رواه الطحاوى ج١ صـ ٢٢٤ *

মুগীরা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি ইবরাহীম নাখয়ীকে ওয়েল বিন হুজরের হাদীস সম্পর্কে বললাম যে, তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে দেখেছেন যখন তিনি সলাত শুরু করেছেন এবং যখন তিনি রুকূ করেছেন এবং যখন তিনি রুকূ হতে মাথা উঠিয়েছেন হস্তদ্বয় উত্তোলন করেছেন।

অতঃপর ইবরাহীম নাখয়ী বলেন ঃ যদি ওয়েল বিন হুজর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে হস্তদ্বয় উত্তোলন করতে একবার দেখেন তাহলে আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ পঞ্চাশবার দেখেছেন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হস্তদ্বয় উত্তোলন করেননি। (তাহবী ১ম খণ্ড ২২০ পৃষ্ঠা)

قال أبوبكر ابن إسحاق الفقيه هذه علة لاتسوى سماعها لأن رفع اليدين قد صَحَّ عن النبى صلى الله عليه وسلم ثم عن الخلفاء الراشدين ثم عن الصحابة والتابعين وليس فى نسيان عبد الله بن مسعود رفع اليدين مايوجب أن هؤلاء الصحابة رضى الله عنهم لم يروا النبى صلى الله عليه وسلم رفع يديه قدنسي ابن مسعود من القرآن مالم يختلف المسلمون فيه بعد وهى المعوذتان ونسى مااتفق العلماء كلهم على نسخه وتركه من التطبيق ونسى كيفية قيام اثنين خلف الإمام ونسى مالم يختلف العلماء فيه أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى الصبح يوم النحر فى وقتها ونسى كيفية جمع النبى صلى الله عليه وسلم بعرفة ==

= ونسي مالم يختلف العلماء فيه من وضع المرفق والساعد على الأرض فى السجود ونسي كيف كان يقرأ النبى صلى الله عليه وسلم «وما خلق الذكر والأنثى» وإذا جاز على عبد الله أن ينسي مثل هذا في الصلاة خاصة كيف لايجور مثله فى رفع اليدين -جزء رفع اليدين للبخارى صـ ١٠٢-١٠٣ *

ফকীর আবূ বকর বিন ইসহাক বলেন ঃ এটা দোষণীয়, তাঁর উপর নির্ভর করা ঠিক নয়। কেননা, হস্তদ্বয় উত্তোলন করা সঠিক সূত্রে বর্ণিত রয়েছে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে। অতঃপর খোলাফায়ে রাশেদা হতে, অতঃপর সাহাবা ও তাবিয়ীনদের থেকে।

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদের হস্ত উত্তোলন ভুলে যাওয়া এমনটি নয় বা ওয়াজিব করেন যে, এ সকল সাহাবা (রাঃ) নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে হস্তদ্বয় উত্তোলন করতে দেখেননি।

বরং ইবনু মাসউদ কুরআন ভুলে গেছেন যে সম্পর্কে মুসলিমগণ মতভেদ করেননি, তা হলো সূরা নাস ও সূরা ফালাক। তাতবীক অর্থাৎ রুকূর সময় দু-হাঁটুর মাঝ খানে হাত রাখা রহিত হয়ে যাওয়া ও তা পরিত্যাগ করার উপর সকল আলিমগণ একমত হয়েছেন তাও ইবনু মাসউদ (রাঃ) ভুলে গেছেন। ইমামের পিছনে দু'জন দাঁড়ানোর নিয়ম ইবনু মাসউদ (রাঃ) ভুলে গেছেন।

তিনি ভুলে গেছেন যে বিষয়ে আলেমগণ মতভেদ করেননি যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াল্লাম কুরবানীর দিন ফজরের সলাত ঠিক সময়মত পড়েছেন। তিনি ভুলে গেছেন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরাফার ময়দানে কি নিয়মে সলাত একত্র করেছেন।

সাজদার সময় মাটির উপরে কনু ও বাহু রাখা সে সম্পর্কে আলেমগণ মতভেদ করেননি তাও ইবনু মাসউদ (রাঃ) ভুলে গেছেন। এবং নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম «وَمَاخَلَقَ الذَّكَرَوَالاُنْثى» আয়াতটি কিভাবে পড়তেন তা ইবনু মাসউদ (রাঃ) ভুলে গেছেন। অতএব, যখন আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদের উপর সলাতের মত বিশেষ বিষয় ভুলে যাওয়া সিদ্ধ (সম্ভব) হলো, তাহলে হস্ত উত্তোলনের ব্যাপারে ভুলে যাওয়া কিভাবে অসম্ভব হবে। অর্থাৎ ভুলে যাওয়াটা স্বাভাবিক। (মাওয়াহেবে লাতীফা ১ম খণ্ড ২৬০ পৃঃ)

٥٠. حَدَّثَنَا خَطَّابُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيْلَ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ : رَأَيْتُ أُمَّ الدَّرْدَاءِ تَرْفَعُ يَدَيْهَا فِيْ الصَّلَاةِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهَا *

৫০. খাত্তাব বিন উসমান..... আবদে রববী বিন সুলাইমান বিন উমাইর বলেন ঃ আমি উম্মে দারদাকে সলাতে কাঁধ বরাবর তাঁর হস্তদ্বয় উত্তোলন করতে দেখেছি।

٥١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيْلُ حَدَّثَنِي عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ : رَأَيْتُ أُمَّ الدَّرْدَاءِ تَرْفَعُ يَدَيْهَا فِيْ الصَّلَاةِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهَا حِيْنَ تَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ وَحِيْنَ تَرْكَعُ، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَتْ يَدَيْهَا وَقَالَتْ : رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ *

৫১. মুহাম্মদ বিন মাকাতিল..... আবদে রববী বিন সুলাইমান বিন উমাইর বলেন ঃ আমি উম্মে দারদাকে দেখেছি তিনি যখন সলাত শুরু করতেন এবং যখন রুকূ করতেন, তাঁর হস্তদ্বয় কাঁধ বরাবর উচুঁ করতেন। এবং যখন سمع الله لمن حمده বলতেন তখন তাঁর হস্তদ্বয় উত্তোলন করতেন। এবং ربنا ولك الحمد বলতেন।(১১)

(১১) عن عبد ربه بن زيتون قال رأيت أم الدرداء ترفع كفيها حذو منكبيها حين تفتتح الصلاة فإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده رفعت يديها *

আবদে রবিব বিন যাইতূন হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি উম্মে দারদাকে সলাত শুরুর সময় তাঁর হস্তদ্বয় কাঁধ বরাবর উত্তোলন করতে দেখেছি। অতঃপর যখন ইমাম «سمع الله لمن حمده» 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ' বললেন তখন তিনি তাঁর হস্তদ্বয় উত্তোলন করলেন। (মুসান্নাফে আবী শাইবা ১ম খণ্ড ২৩৯ পৃষ্ঠা, শরহুল মুহাযযাব নববী ৩য় খণ্ড ৪০৫ পৃষ্ঠা, তরহুত তাসরীব ২য় খণ্ড ২৫৯ পৃষ্ঠা)

٥٥. قال البخاريُّ : ويُروى عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم *

৫৫. ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন ঃ উমার বিন খাত্তাব (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন।(১২)

٥٦. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم *

৫৬. এবং জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন।(১৩)

---

(১২) عن الحكم قال : رأيت طاوساكبر فرفع يديه حذو منكبيه عند التكبير وعند ركوعه وعند رفع رأسه من الركوع فسألت رجلا من أصحابه فقال إنه يحدث به عن ابن عمر عن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم *

হাকাম হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি তউসকে দেখেছি তাকবীর দিলেন, অতঃপর তাকবীরের সময় এবং রুকূতে যাওয়ার সময় এবং রুকূ হতে মাথা উঠানোর সময় হস্তদ্বয় উত্তোলন করলেন। (হাকাম বলেন ঃ) অতঃপর আমি তউসের ছাত্রদের এক ব্যক্তিকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি।

তিনি বললেন ঃ তউস ইবনু উমার হতে হাদীস বর্ণনা করেন, তিনি উমার (রাঃ) হতে, তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে।

(১৩) عن أبى الزبير أن جابربن عبد الله كان اذا فنتتح الصلاة رفع يديه وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع فعل مثل ذلك ويقول رأيت النبى صلى الله عليه وسلم فعل مثل ذلك رواه ابن ماجه *

আবূ যুবাইর হতে বর্ণিত যে, জাবের বিন আব্দুল্লাহ যখন সলাত শুরু করতেন তাঁর দু'হস্ত উত্তোলন করতেন এবং যখন রুকূ করতেন এবং যখন রুকূ হতে মাথা উঠাতেন এরূপভাবে হস্তদ্বয় উত্তোলন করতেন। এবং তিনি বলতেন ঃ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এরূপ হস্তদ্বয় উত্তোলন করতে দেখেছি। (ইবনু মাজাহ)

٥٢. قال البخاري : ونساءُ بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هُنَّ أَعْلَمُ من هؤلاء حين يرفعن أيديهن في الصلاة *

৫২. ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন ঃ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কিছু সাহাবীদের স্ত্রীগণ তাদের থেকে অধিক জানতেন। সে সময়ে তাঁরা সলাতে তাঁদের হস্তসমূহ উত্তোলন করতেন।

٥٣. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ مَحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِيْ الرُّكُوْعِ فَقُلْتُ لَهُ فِي ذٰلِكَ؟ فَقَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ *

৫৩. ইসহাক বিন ইবরাহীম..... মাহারেব বিন দেসার হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ আমি ইবনু উমারকে রুকূর সময় তাঁর দুই হস্তকে উত্তোলন করতে দেখেছি। আমি তাঁকে বললাম ঃ এটা আবার কি? অতঃপর তিনি বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন দ্বিতীয় রাক'আত থেকে দাঁড়াতেন, তাকবীর দিতেন এবং হস্তদ্বয় উত্তোলন করতেন।

٥٣. حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ الْحَضْرَمِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أَنْ كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَّرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ.

৫৪. মুসলিম বিন ইবরাহীম..... ওয়েল বিন হুজর আল হায্‌রামী (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে সলাত পড়েছেন। যখন তিনি তাকবীর বলতেন হস্তদ্বয় উত্তোলন করতেন, এবং যখন রুকূ করার ইচ্ছা করতেন হস্তদ্বয় উত্তোলন করতেন।

٥٧. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم *

৫৭. এবং আবূ হুরায়রা (রাঃ) নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন।

٥٨. وعن عبيد بن عمير عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم *

৫৮. এবং উবায়দুল্লাহ বিন উমাইর তাঁর পিতা হতে, তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন।(১৪)

٥٩. وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم *

৫৯. এবং ইবনু আব্বাস (রাঃ) নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন।

عن الذيال بن حرملة قال : سألت جابر بن عبد الله الأنصارى رضى الله عنهما كم كنتم يوم الشجرة قال : كنا ألفاً وأربعمائة قال وكان رسول الله صلي الله عليه وسلم يرفع يديه مع كل تكبيرة من الصلاة رواه احمد ج٣ – صـ ٣١٠

যিয়াল বিন হারমালা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি জাবের বিন আব্দুল্লাহকে জিজ্ঞেস করলাম গাছের দিবসে অর্থাৎ হোদায়বিয়ার সন্ধির দিবসে আপনারা কতজন ছিলেন? তিনি বললেন ঃ আমরা চৌদ্দশত ছিলাম। তিনি বলেন ঃ আর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সলাতে প্রত্যেক তাকবীরে হস্তদ্বয় উত্তোলন করতে ছিলেন। (মুসনাদে আহমাদ ৩য় খণ্ড ৩১০ পৃষ্ঠা)

(১৪) عن عبد الله بن عميرعن أبيه عن جده عميربن حبيب قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع كل تكبيرة فى الصلاة رواه ابن ماجه *

আব্দুল্লাহ বিন উমাইর হতে বর্ণিত, তিনি তার পিতা হতে, তিনি তার দাদা উমাইর বিন হাবীব হতে বর্ণনা করে বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সলাতে প্রত্যেক তাকবীরে হস্তদ্বয় উত্তোলন করতেন। (ইবনু মাজাহ)

٦٠. وَعَنْ أَبِيْ مُوْسٰى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ الرُّكُوْعِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ *

৬০. এবং আবূ মুসা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকূ করার সময়ে এবং রুকূ হতে যখন মাথা উঠাতেন হস্তদ্বয় উত্তোলন করতেন।

٦١. قال البخاري : وفيما ذكرنا كفايةٌ لمن يفهمه إن شاء الله تعالى *

৬১. ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন ঃ আমরা যা উল্লেখ করলাম আল্লাহ চাহেতো যাকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে তার জন্যে যথেষ্ট।

٦٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قِرَاءَةً قَالَ : أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُساً يُسْأَلُ عَنْ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِيْ الصَّلَاةِ قَالَ : رَأَيْتُ عَبْدَ اللّٰهِ وَعَبْدَ اللّٰهِ وَعَبْدَ اللّٰهِ يَرْفَعُوْنَ أَيْدِيَهُمْ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ. قَالَ طَاوُسٌ : فِيْ التَّكْبِيْرَةِ الْأُوْلٰى الَّتِي لِلْاِسْتِفْتَاحِ بِالْيَدَيْنِ أَرْفَعُ مِمَّا سِوَاهُمَا بِالتَّكْبِيْرِ. قُلْتَ لِعَطَاءٍ : أَبَلَغَكُمْ أَنَّ التَّكْبِيْرَةَ الْأُوْلٰى أَرْفَعُ مِمَّا سِوَاهُمَا مِنَ التَّكْبِيْرِ؟ قَالَ : لَا *

৬২. মুহাম্মদ বিন মাকাতিল..... হাসান বিন মুসলিম তাউসের নিকট শুনেছেন, তাঁকে সলাতে দু'হস্তদ্বর উত্তোলন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন ঃ আব্দুল্লাহ, আব্দুল্লাহ, আব্দুল্লাহদের দেখেছি তাঁরা তাঁদের হস্তদ্বয় উত্তোলন করতেন (আব্দুল্লাহ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো) আব্দুল্লাহ বিন উমার, আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস, আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর।

তাউস বলেন ঃ প্রথম তাকবীর যা সলাত শুরুর জন্যে দেয়া হয়, তখন হাত অধিক উঁচু করতে হয়, অন্য দু'সময়ের তাকবীর থেকে (রুকূর পূর্বে ও পরের থেকে)। আমি আতাকে বললাম ঃ আপনার নিকট কি এ কথা পৌঁছেছে যে প্রথম তাকবীর অধিক উঁচু করতে হবে অন্য দু'সময়ের তাকবীরের উঁচু তা থেকে? তিনি বললেন– না।

٦٣. قال البخاري : ولو تحقق حديثُ مجاهد أنه لم يرَ ابن عمر يرفع يديه لكان حديث طاؤس وسالم {ونافع} ومحارب بن دثار وابن الزبير حين رأوه أولى، لأن ابن عمر رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكن يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم مع ما رواه أهل العلم من أهل مكة والمدينة واليمن والعراق (أنه كان) يرفع يديه *

৬৩. ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন ঃ যদি মুজাহিদের হাদীস সত্য হয় যে, তিনি ইবনু উমারকে হস্তদ্বয় উত্তোলন করতে দেখেননি। তাহলে তাউস, সালেম, নাফে, মাহারেব বিন দিসার এবং ইবনু যুবাইরের হাদীস অধিক উত্তম হবে। সে সময়ে তাঁরা তাঁকে উত্তোলন করতে দেখেছেন। কেননা, ইবনু উমার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে হস্তদ্বয় উত্তোলনের হাদীস বর্ণনা করেছেন। অতএব, তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিপরীত করেননি, এটাও মক্কা, মদীনা, ইয়ামান ও ইরাকের বিদ্বানগণ বর্ণনা করেছেন যে, তিনি হস্তদ্বয় উত্তোলন করতেন।

٦٤. حتى لقد حدثني مسدد قال : حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال : كان أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم كأنما أيديهم المراوح يرفعونها إذا ركعوا وإذا رفعوا رؤوسم *

৬৪। (ইমাম বুখারী বলেন ঃ) এমনকি আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন মুসাদ্দাদ..... হাসান বসরী বলেন ঃ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবাগণের হাত যেন পাখা। তাঁরা হস্তসমূহ উত্তোলন করতেন যখন তাঁরা রুকু করতেন এবং যখন তাঁরা রুকূ হতে মাথা উঠাতেন।

٦٥. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُوْ هِلَالٍ عَنْ حَمِيْدِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّوا كَأَنَّ أَيْدِيَهُمْ حِيَال آذَانِهِم المراوح *

৬৫। মুসা বিন ইসমাঈল..... হামীদ বিন হেলাল হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবাগণ যখন সলাত পড়তেন যেন তাঁদের হাতসমূহ তাদের কান বরাবর পাখা।

٦٦. قال البخاري : فلم يستثنِ الحسنُ وحميدُ بن هلال أحداً من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم دون أحد *

৬৬। ইমাম বুখারী বলেন ঃ হাসান বসরী ও হামীদ বিন হেলাল নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীদের একজন ছাড়া একজনকে বাদ দেননি।

٦٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ أَخْبَرَنَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ الجَرْمِيُّ حَدَّثَنَا أَبِيْ أَنَّ وَائِلَ بْنَ حُجْرٍ أَخْبَرَهُ قَالَ : قُلْتُ : لَأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلَاةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ يُصَلِّيْ؟ قَالَ : فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ فَقَامَ فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ، ثُمَّ لِمَا أَرَادَ أَنْ يَّرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ مِثْلَهَا، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَرَفَعَ يَدَيْهِ مِثْلَهَا، ثُمَّ جِئْتُ بَعْدَ ذٰلِكَ فِيْ زَمَانٍ فِيْهِ بَرْدٌ عَلَيْهِمْ جِلَّ الثِّيَابِ تُحَرَّكُ أَيْدِيَهُمْ مِنْ تَحْتَ الثِّيَابِ *

৬৭. মুহাম্মদ বিন মাকাতিল..... ওয়েল বিন হুজর বলেন ঃ আমি বললাম ঃ আমি অবশ্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সলাত দেখেছি, কিভাবে তিনি সলাত পড়েছেন?

তিনি বলেন ঃ অতঃপর আমি তাঁর দিকে তাকালাম আর তিনি সলাতে দাঁড়ালেন অতঃপর তাকবীর দিলেন এবং দু'হাত উত্তোলন করলেন। এরপর যখন তিনি ইচ্ছা করলেন যে রুকূ করবেন, অনুরূপ হস্তদ্বয় উত্তোলন করলেন। অতঃপর তিনি তাঁর মাথাকে উঁচু করলেন এবং অনুরূপ হস্তদ্বয় উত্তোলন করলেন।

(রাবী বলেন ঃ) অতঃপর আমি এরপর শীতের সময় আসলাম, তাঁদের পরনে তখন শীতের পোষাক ছিল, তাঁরা কাপড়ের নীচ দিয়ে হাত নড়াচড়া করলেন।

٦٨. قال البخاري : ولم يستثنِ وائل من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم أحداً إذا صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يرفع يديه *

৬৮. ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেছেন ঃ ওয়েল বিন হুজর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবাদের কাউকেই বাদ দেননি যখন তারা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সলাত পড়েছেন যে, সে তাঁর হস্তদ্বয় উত্তোলন করেননি।

٦٩. قال البخاري : ويُروى عن سفيان عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة قال : قال ابن مسعود : ألا أُصلى بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فصلى ولم يرفع يديه إلا مرة *

৬৯. ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেছেন ঃ সুফিয়ান..... ইবনু মাসউদ বলেছেন ঃ আমি কি তোমাদের নিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সলাত পড়ব না? অতঃপর তিনি সলাত পড়লেন এবং একবার ব্যতীত তাঁর হস্তদ্বয় উঠালেন না।

٧٠. وقال أحمد بن حنبل عن يحيى بن آدم : نظرتُ في كتاب عبد الله بن إدريس عن عاصم بن كليب ليس فيه : ثم لم يعد *

৭০. আহ্মাদ বিন হাম্বল বলেছেন ঃ তিনি ইয়াহইয়া বিন আদাম হতে বর্ণনা করেন– আমি আব্দুল্লাহ বিন ইদরীসের কিতাবে দেখেছি তিনি আসেম বিন কুলাইব হতে বর্ণনা করেন, তার মধ্যে (ثم لم يعد) (অতঃপর পুনরায় করেননি) উল্লেখ নেই।

٧١. فهذا أَصَحُّ لأن الكتاب أحفظ عند أهل العلم، لأن الرجل ربما حدث بشيءٍ ثم يرجع إلى الكتاب فيكون كما في الكتاب *

৭১. আর এটাই অধিক সহীহ কথা, কেননা জ্ঞানীদের কিতাব অধিক সংরক্ষিত। কেননা, জ্ঞানী ব্যক্তি কখনও কোন কথা বলে পুনরায় কিতাবের দিকে ফিরে যায়। অতঃপর তিনি কিতাবের মত হয়ে যান।

٧٢. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيْعِ حَدَّثَنَا ابنُ إِدْرِيْسَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْأَسْوَدِ حَدَّثَنَا عَلْقَمَةُ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : عَلَّمَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ فَقَامَ فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ رَكَعَ فَطَبَّقَ يَدَيْهِ جَعَلَهُمَا بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ، فَبَلَغَ ذٰلِكَ سَعْداً فَقَالَ : صَدَقَ أَخِيْ، قَدْ كُنَّا نَفْعَلُ ذٰلِكَ فِيْ أَوَّلِ الْإِسْلَامِ، ثُمَّ أُمِرْنَا بِهٰذَا *

৭২. হাসান বিন রবী'..... আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) বলেছেন ঃ আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সলাত শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি সলাতে দাঁড়াতেন এবং তাকবীর দিতেন এবং তাঁর দু'হাত উত্তোলন করতেন, অতঃপর রুকূ করতেন এবং তাঁর দু'হাত তাকবীর করতেন তাঁর দু'হাতকে দু'হাটুর মাঝে রাখতেন।

অতঃপর এটা সা'দের নিকট পৌঁছলে তিনি বললেন, আমার ভাই সত্য বলেছে। আমরা এটা ইসলামের প্রথমলগ্নে করতাম, অতঃপর আমাদেরকে এটার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ হাঁটুর উপর হাত রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

٧٣. قال البخاري : وهذا المحفوظ عند أهل النظر من حديث عبد الله بن مسعود *

৭৩. ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেছেন ঃ আব্দুল্লাহ বিন মাসউদের হাদীস হতে এটা চিন্তাশীলদের নিকট মাহফুয।(১৫)

(১৫) قال ابن القيم : ومن ذلك أحاديث المنع من رفع ليدين عند الركوع والرفع منه كلها باطلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصح منها شيئ كحديث عبد الله بن فسعود إلى أخر ما قال بل قد روى البيهقى فى الخلافيات حديثا مسلسلاً عن علقمة عن ابن مسعود عن النبى صلى الله عليه وسلم فى رفع اليدين عند الركوع والرفع منه – المنار صـ ٤٩

আল্লামা ইবনুল কাইয়ুম বলেন ঃ রুকূর সময় ও রুকূ হতে উঠার সময় হস্তদ্বয় উত্তোলন না করা সম্পর্কে যত সব হাদীস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বলে রয়েছে তা সকলই বাতিল। এগুলির একটিও সঠিক নয়। যেমন আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদের হাদীস। শেষ দিকে তিনি যা বলেছেন।

বরং ইমাম বায়হাকী খেলাফিয়াতের মধ্যে সনদ সহকারে আলকামা হতে বর্ণনা করেন। তিনি ইবনু মাসউদ হতে, তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে রুকূর সময় এবং রুকু হতে মাথা উঠানোর সময় হস্তদ্বয় উত্তোলন সম্পর্কে বর্ণনা করেন। (মানার ৪৯ পৃষ্ঠা)

٧٤. حدّثنا الحميديُّ حدثنا سفيان عن يزيد بن أبي زياد ههنا عن ابن أبي ليلى عن البراء أنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا كبر قال سفيان : لما كبر الشيخ لقنوه : «ثم لم يعد» [فقال : ثم لم يعد]*

৭৪. আল হুমাইদী..... বারাআ (রাঃ) হতে বর্ণিত; নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাকবীর দিতেন তাঁর দু'হাত উত্তোলন করতেন। সুফিয়ান বলেছেন ঃ যখন শাইখ বয়োবৃদ্ধ হলেন তারা তাকে শিক্ষা দিলেন «ثم لم يعد» অতঃপর পুনরায় করেননি। তারপর তিনি বললেন ঃ অতঃপর পুনরায় করেননি।

٧٥. قال البخاري : وكذلك روى الحفاظ من سمع من يزيد بن ابي زياد قديماً منهم الثوري وشعبة وزهير ليس فيه : «ثم لم يعد» *

৭৫. ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেছেন ঃ এমনিভাবে অনেক (হাদীসের) হাফেয বর্ণনা করেছেন, যারা ইয়াযিদ বিন আবূ যিয়াদ হতে শুনেছেন। তাদের মধ্যে সাওরী, শো'বা ও যুহাইর অন্যতম। তাঁর মধ্যে ثم لم يعد অতঃপর পুনরায় করেননি, কথাটি নেই।

٧٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِيْ زِيَادٍ عَنْ ابْنِ أَبِيْ لَيْلَى عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا كَبَّرَ حَذْوَ أُذُنَيْهِ *

৭৬. মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ..... বারাআ (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাকবীর বলতেন তখন তাঁর দু'হাত কান বরাবর উঠাতেন।

٧٧. قال البخاري : وروى وكيع عن ابن أبي ليلى عن أخيه عيسى والحكم بن عتيبة عَنْ ابْنِ أَبِيْ لَيْلٰى عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا كَبَّرَ ثُمَّ لَمْ يَرْفَعْ *

৭৭. ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন ঃ অকী বর্ণনা করেন..... বারাআ (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে তাঁর হস্তদ্বয় উত্তোলন করতে দেখেছি তিনি তাকবীর বলতেন, অতঃপর তিনি উত্তোলন করেননি।

٧٨. قال البخاري : وإنما روى ابنُ أبي ليلى هذا من حفظه، فأما مَنْ حَدَّثَ عن ابن أبي ليلى من كتابه فإنما حدث عن ابن أبي ليلى عن يزيد، فرجع الحديث إلى تلقين يزيد، والمحفوظ ما روى عنه الثوري وشعبة وابنُ عيينة قديماً *

৭৮. ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন ঃ ইবনু আবূ লায়লা এটা তাঁর মুখস্ত থেকে বর্ণনা করেছেন। আর যিনি আবূ লায়লার কিতাব থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বর্ণনা করেছেন ইবনু আবূ লায়লা হতে, তিনি ইয়াযীদ হতে। আর হাদীস পৌঁছেছে ইয়াযীদের উভয় মিলিত স্থানে এবং সংরক্ষিত হলো যেটা ইয়াযীদ হতে সাওরী, শোবা, ইবনু উয়াইনা, পূর্বে বর্ণনা করেছেন।

٧٩. قَالَ الْبُخَارِيُّ : وَأَمَّا احْتِجَاجُ بَعْضِ مَنْ لَا يَعْلَمُ بِحَدِيْثِ وَكِيْعٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ تَمِيْمِ بْنِ طَرَفَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ : دَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ رَافِعُوْ أَيْدِيْنَا فِيْ

الصَّلَاةِ، فَقَالَ : «مَا لِي أَرَاكُمْ رَافِعِي أَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمُسٍ؟ اسْكُنُوا فِي الصَّلَاةِ» فَإِنَّمَا كَانَ هٰذَا فِيْ التَّشَهُّدِ لَا فِيْ الْقِيَامِ، كَانَ يُسَلِّمُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، فَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَفْعِ الْأَيْدِي فِيْ التَّشَهُّدِ، وَلَا يَحْتَجُّ بِمِثْلِ هٰذَا مَنْ لَهُ حَظٌّ مِنَ الْعِلْمِ، هٰذَا مَعْرُوْفٌ مَشْهُوْرٌ لَا اخْتِلَافَ فِيْهِ *

৭৯. ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেছেন ঃ যারা ওকী'র হাদীস সম্পর্কে জানে না, তাদের কিছু লোকের দলীল আ'মাশ হতে, তিনি মুসাইব বিন রাফে' হতে, তিনি তামীম বিন তুরফা হতে, তিনি জাবের বিন সমুরা হতে, তিনি বলেন ঃ আমাদের নিকট নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসলেন আর আমরা সলাতে হাত উত্তোলন করতে ছিলাম।

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আমার কি হলে! আমি তোমাদেরকে হস্তসমূহকে উত্তোলন করতে দেখছি যেন দেখতে দুষ্ট ঘোড়ার লেজসমূহের ন্যায়? সলাতে স্থিরতা অবলম্বন কর।

আর ইমাম বুখারী বলেন ঃ এ ঘটনা ছিল তাশাহ্হুদের অবস্থায় কিয়ামের অবস্থায় ছিল না। তাঁরা অনেকে অনেককে সলাতের মধ্যে সালাম দিতেন, অতঃপর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশাহ্হুদে হাত উত্তোলন করতে নিষেধ করলেন। আর যাদের সামান্যতম জ্ঞান আছে তাঁরা এ ধরনের হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করেননি। আর এটা সুপরিচিত প্রসিদ্ধ, এর মধ্যে কোন মতভেদ নেই।(১৬)

(১৬) وَقَدْ أَدْخَلَهُ عَامَّةُ الْمُحَدِّثِيْنَ فِي أَبْوَابِ السَّلَامِ وَالتَّشَهُّدِ مِنْهُمْ مُسْلِمٌ وَتَرْجَمَ عَلَيْهِ النَّوَوِيُّ بِبَابِ الْأَمْرِ بِالسُّكُوْنِ فِيْ الصَّلَاةِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْإِشَارَةِ بِالْيَدِ وَرَفْعِهَا عِنْدَ السَّلَامِ وَمِنْهُمُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَبَوَّبَ عَلَيْهِ فِيْ صَحِيْحِهِ (١:٣٦١) (بَابُ الزَّجْرِ عَنِ الْإِشَارَةِ بِالْيَدِ يَمِيْنًا وَشِمَالًا عِنْدَ

السَّلَامِ فِيْ الصَّلَاةِ) وَهٰكَذَا ابْنُ حِبَّانَ وَأَبُوْ عَوَانَةَ وَالْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُمْ وَذَكَرَهُ النَّسَائِيُّ (٤:٣) فِيْ (بَابِ السَّلَامِ بِالْأَيْدِيْ فِيْ الصَّلَاةِ و (٦١:٣) فِيْ «بَابِ مَوْضَعِ الْيَدَيْنِ مِنَ السَّلَامِ» وَقَدْ أَوْرَدَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الشَّيْبَانِيُّ فِيْ كِتَابِ (الْحُجَّةِ) (١٤٣:١) فِيْ «بَابِ التَّشَهُّدِ وَالسَّلَامِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَنَّ الطَّحَاوِيَّ لَمْ يُدْخِلْهُ فِيْ مَسْأَلَةِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ مَعَ شِدَّةِ الْإِحْتِيَاجِ إِلَيْهَا. وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِيْ شَرْحِ مُسْلِمٍ (٤٠٣:٣) وَأَمَّا حَدِيْثُ جَابِرِبْنِ سَمُرَةَ فَاحْتِجَاجِهِمْ مِنْ أَعْجَبِ الْأَشْيَاءِ وَأَقْبَحِ أَنْوَاعِ الْجَهَالَةِ بِالسُّنَّةِ. لِأَنَّ الْحَدِيْثَ لَمْ يَرِدْ فِيْ رَفْعِ الْأَيْدِيْ فِيْ الرُّكُوْعِ وَالرَّفْعِ مِنْهُ. وَلٰكِنَّهُمْ كَانُوْا يَرْفَعُوْنَ أَيْدِيَهُمْ فِيْ حَالَةِ السَّلَامِ مِنَ الصَّلَاةِ وَيُشِيْرُوْنَ بِهَا إِلَى الْجَانِبَيْنِ، يُرِيْدُوْنَ بِذٰلِكَ السَّلَامَ عَلٰى مَنْ عَلَى الْجَانِبَيْنِ وَهٰذَا لَا خِلَافَ فِيْهِ بَيْنَ أَهْلِ الْحَدِيْثِ وَمَنْ لَهُ أَدْنٰى اخْتِلَاطٍ بِالْحَدِيْثِ *

উপরোক্ত হাদীসটি সকল মুহাদ্দিসগণই সালাম ও তাশাহ্হুদ পবিচ্ছেদে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তাঁর মধ্যে ইমাম মুসলিম (রহঃ)। তাঁর উপর তরজমা করেছেন ইমাম নববী (রহঃ) "সলাতে স্থিরতার নির্দেশ দেয়া এবং হাত দ্বারা ইশারা করা হতে নিষেধ এবং সালামের সময় হাত উঁচু করা নিষেধ পরিচ্ছেদে"।

তাঁদের মধ্যে একজন ইবনু খোযায়মা (রহঃ)। তিনি তাঁর সহীহ ইবনু খোযায়মার মধ্যে ১ম খণ্ডের ৩৬১ পৃষ্ঠা পরিচ্ছেদ বেঁধেছেন «بَابُ الزَّجْرِعَنِ الْإِشَارَةِ بِالْيَدِ يَمِيْنًا وَشِمَالًا عِنْدَ السَّلَامِ فِيْ الصَّلَاةِ» সলাতের সময় ডান ও বাম হাত দ্বারা ইশারা হতে তিরস্কারের পরিচ্ছেদ।

এমনিভাবে ইমাম ইবনু হিব্বান (রহঃ), আবূ আওয়ানা (রহঃ), ইমাম বায়হাকী এবং অন্যান্য মুহাদ্দিসগণও পরিচ্ছেদ বেঁধেছেন।

ইমাম নাসাঈ তাঁর গ্রন্থে ৩য় খণ্ড ৪র্থ পৃষ্ঠায় এ হাদীস উল্লেখ করেছেন। «بَابُ السَّلَامِ بِالْأَيْدِيْ فِيْ الصَّلَاةِ» "সলাতে হস্তদ্বয় দ্বারা সালাম পরিচ্ছেদের মধ্যে" এবং ৩য় খণ্ডের ৬১ পৃষ্ঠায় «بَابُ مَوْضَعِ الْيَدَيْنِ مِنَ السَّلَامِ» সালামের সময় দু'হাত রাখার স্থান পরিচ্ছেদের মধ্যে।"

মুহাম্মাদ বিন হাসান আশ শায়বানী তাঁর কিতাবুল হুজ্জার ১ম খণ্ডের ১৪৩ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেন «بَابُ التَّشَهُّدِ وَالسَّلَامِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» পরিচ্ছেদ ঃ তাশাহ্হুদ ও নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর সালাম প্রসঙ্গে।

এমনকি ইমাম তাহাবী (রহঃ) হস্তদ্বয় উত্তোলনের অতীব প্রয়োজনীয়তার কারণে ঐ হাদীসকে রফউল ইয়াদাঈন বা হস্তদ্বয় উত্তোলনের মাসআলার অন্তর্ভুক্ত করেননি।

ইমাম নববী (রহঃ) শরহে-মুসলিমের ৩য় খণ্ডের ৪০৩ পৃষ্ঠায় বলেন ঃ জাবের বিন সামুরার হাদীস দ্বারা তারা অতি আশ্চর্য বস্তুর মত দলীল গ্রহণ করে এবং সুন্নাত দ্বারা অধিক নিন্দনীয় অজ্ঞতাপূর্ণ দলীল গ্রহণ করে। কেননা, রুকুর সময় এবং রুকূ হতে মাথা উঠানোর সময়ে হস্তদ্বয় উত্তোলনের ব্যাপারে ঐ হাদীসটি বর্ণিত হয়নি।

কিন্তু তাঁরা (সাহাবাগণ) সলাতে সালামের অবস্থায় তাঁদের হস্তসমূহ উত্তোলণ করতেন এবং হস্ত দ্বারা তাঁরা তাঁদের দু'দিকে ইশারা করতেন এবং এ সালাম দ্বারা যাঁরা তাঁদের দু'পার্শ্বে রয়েছে তাঁদের উদ্দেশ্য করতেন। এ ব্যাপারে মুহাদ্দিগণের মধ্যে কোন মতভেদ নেই এবং যাদের কিঞ্চিত হাদীসের জ্ঞান রয়েছে তাদেরও মতভেদ নেই।

আলোচ্য বিষয়ে ৭৯ ও ৮০ নং হাদীসে সালামের জন্যে যে হস্ত উঁচু করা নিষেধ করা হয়েছে তাঁর প্রমাণ নিচের বর্ণিত হাদীসও– (অনুবাদক)।

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُنَّا إِذَا سَلَّمْنَا قُلْنَا بِأَيْدِيْنَا اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَنَظَرَ إِلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَاشَأْنُكُمْ تُشِيْرُوْنَ بِأَيْدِيْكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ إِذَا سَلَّمَ أَحَدُكُمْ فَلْيَلْتَفِتْ إِلٰى صَاحِبِهِ وَلَا يُوْمِي بِيَدِهِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ ج١ ص١٨١

জাবের বিন সামুরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে সলাত পড়েছি। আমরা যখন আমাদের হাত দ্বারা (সলাতে) সালাম করতাম তখন বলতাম «السلام عليكم السلام عليكم» আস্সালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের দিকে দেখলেন, অতঃপর বললেন ঃ তোমাদের কি অবস্থা হলো তোমরা হাত দ্বারা ইশারা করছ? যেন দুষ্ট ঘোড়ার লেজের মত। যখন তোমাদের কেউ সালাম ফিরাবে তখন সে যেন তার সাথীর দিকে ফিরে এবং হাত দ্বারা ইশারা না করে। (মুসলিম ১ম খণ্ড, ১৮১ পৃষ্ঠা)

٨٠. ولو كان كما ذهب إليه لكان رفع الأيدي في أول التكبيرة وأيضاً تكبيرات صلاة العيد منهياً عنها، لأنه لم يستثن رفعاً دون رفع، وقد بَيَّنَهُ حديثٌ حدثنا أبو نعيم حدثنا مسعر عن عُبيد الله بن القبطية قال : سمعتُ جابر بن سمرة يقول : كُنَّا إذا صلَّينا خَلْفَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم قلنا : السَّلامُ عليْكُمْ، السَّلامُ عليكم، وأشار مِسْعَرٌ بيديه، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم : «ما بال هؤلاء يومئون بأيديهم كأنها أذنابُ خيلٍ شُمُسٍ؟ إنَّمَا يَكْفِي أَحَدَهُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ ثم يُسَلِّمْ عَلَى أخيه مِنْ عَنْ يَمِينِهِ وَمِنْ عَنْ شماله» *

৮০. আর যদি ব্যাপারটি ঐভাবে হয় বলা হয়েছে তাহলে প্রথমবার হাত উত্তোলন এবং ঈদের সলাতের তাকবীরসমূহে হাত উত্তোলনও নিষেধ হয়ে যাবে। কেননা, উত্তোলন করাকে আলাদা করা হয়নি উত্তোলন করা থেকে।

আর ঐ হাদীসকে সুস্পষ্ট করেছে এ হাদীস আবূ নাঈম..... উবায়দুল্লাহ বিন কিবতিয়া বলেন ঃ আমি জাবের বিন সামুরাকে বলতে শুনেছি আমরা যখন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে সলাত পড়তাম আমরা বলতাম- আসসালামু আলাইকুম, আসসালামু আলাইকুম, মিসয়ার তার দু'হাত দিয়ে ইশারা করে দেখালেন।

অতঃপর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ কি হলো এরা তাদের হাত দ্বারা ইশারা করছে। যেন দুষ্ট ঘোড়ার লেজের ন্যায়? তাদের কারও জন্যে যথেষ্ট যে, ভাইকে সালাম করবে তার হাত তার রানের উপর রাখবে। অতঃপর তার ডান দিকের এবং তার বাম দিকের ভাইকে সালাম করবে।

٨١. قال البخاري : فليحذر امرءٌ أن يتأول أو يتقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم مالم يقل، قال الله عزّ وجلّ : [فَلْيَحْذَرِ] الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (النور : ٦٣)

৮১. ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন ঃ লোকেরা যেন মনগড়া ব্যাখ্যা করা থেকে সর্তক হয় অথবা এমন কথা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি বলা থেকে যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেননি। মহান আল্লাহ বলেন ঃ "অতএব, যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, তাঁরা এ বিষয়ে সর্তক হোক যে, ফিতনা তাদেরকে স্পর্শ করবে অথবা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করবে।" (সুরা ঃ আন-নুর- ৬৩ নং আয়াত)

٨٢. حدّثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ، فقال : هُوَ شَيْءٌ تُزَيِّنُ صَلَاتَكَ *

৮২. মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ..... আব্দুল মালিক হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ আমি সাঈদ বিন জুবাইর (রাঃ)-কে সলাতে হাত উত্তোলন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি। অতঃপর তিনি বলেছেন, সেটা এমন বস্তু যা দ্বারা তুমি তোমার সলাতকে সজ্জিত কর।(১৭)

---

(১৭) عن سعيد بن جبير أنه سُئل عن رفع اليدين فى الصلاة فقال : هو شئ يزين به الرجل صلاته كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون أيديهم فى الإفتتاح وعند الركوع وإذا ورفعوا رؤوسهم. رواه البيهقى ج٢ صـ ٧٥

সাঈদ বিন জুবাইর (রাঃ) বর্ণিত যে, তাঁকে সলাতে হস্তদ্বয় উত্তোলন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো। তিনি বললেন ঃ এটা এমন জিনিস যে, যাদ্বারা মানুষ তাঁর সলাতকে সৌন্দর্য করে তুলে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহাবারা সলাত শুরুর সময় এবং রুকূর সময় এবং যখন তাঁরা রুকূ হতে মাথা উঠাতেন সে সময় তাঁরা হস্তসমূহ উত্তোলন করতেন। (বায়হাকী ২য় খণ্ড ৭৫ পৃষ্ঠা)

٨٣. أَخْبَرَنَا مَحْمُودٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُكَبِّرُ بِيَدَيْهِ حِيْنَ يَسْتَفْتِحُ وَحِيْنَ يَرْكَعُ وَحِيْنَ يَقُوْلُ : سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، وَحِيْنَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ، وَحِيْنَ يَسْتَوِي قَائِماً، قُلْتُ لِنَافِعٍ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَجْعَلُ الْأُوْلٰى أَرْفَعَهُنَّ؟ قَالَ : لَا *

৮৩. মাহ্মূদ..... আব্দুল্লাহ বিন উমার (রাঃ) যখন সলাত শুরু করতেন এবং যখন রুকূ করতেন এবং যখন সামিআল্লাহু হুলিমান হামিদা বলতেন এবং যখন রুকূ হতে মাথা উঠাতেন এবং যখন বরাবর দাঁড়াতেন তখন দু'হাত দ্বারা তাকবীর বলতেন। (রাবী জুরাইজ বলেন) আমি নাফে'কে বললাম ইবনু উমার প্রথমে কি তাকবীরসমূহে উঁচু করতেন? নাফে' বললেন না।

٨٤. قال أبو عبد الله : ولم يثبت عند أهل النظر ممن أدركنا من أهل الحجاز وأهل العراق منهم عبدُ الله بن الزبير وعلي بن عبد الله بن جعفر ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل وأسحاق بن راهويه هؤلاء أهل العلم من أهل زمانهم فلم يثبت عند أحدٍ منهم علمنا في ترك رفع الأيدي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحدٍ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يرفع يديه *

৮৪. আবূ আব্দুল্লাহ ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন ঃ চিন্তাশীলদের নিকট এটা প্রমাণিত হয়নি যাদেরকে হেজাজবাসী ও ইরাকবাসী থেকে পেয়েছি। তাদের মধ্যে আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর, আলী বিন আব্দুল্লাহ বিন জা'ফর, ইয়াহইয়া বিন মু'য়ীন, আহ্মাদ বিন হাম্বল, ইসহাক বিন রাহ্ওয়াই, তাঁদের যুগের এসমস্ত বিদ্বানগণ, আমাদের জানামতে তাদের কারও নিকট নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে রফউল ইয়াদাঈন পরিত্যাগ করার

কথা প্রমাণিত হয়নি এবং নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহাবাদের কারও থেকে বর্ণিত নেই যে, তিনি তাঁর হস্তদ্বয় উত্তোলন করেননি।

٨٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيْرِيْنَ أَنَّهُمَا كَانَا يَقُوْلَانِ : إِذَا كَبَّرَ أَحَدُكُمْ لِلصَّلَاةِ فَلْيَرْفَعْ يَدَيْهِ حِيْنَ يُكَبِّرُ وَحِيْنَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ. وَكَانَ ابْنُ سِيْرِيْنَ يَقُوْلُ : هُوَ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ *

৮৫. মুহাম্মাদ বিন মাকাতিল..... হাসান ও ইবনু সীরীন হতে বর্ণিত; তাঁরা বলতেন ঃ তোমাদের কেউ যখন সলাতের তাকবীর দেয় তখন সে যেন তাকবীর দেয়ার সময় তাঁর উভয় হাত উত্তোলন করে এবং যখন যে রুকূ হতে মাথা উত্তোলন করে তখনও যেন হাত উঁচু করে। ইবনু সীরীন বলতেন ঃ এটা সলাতের পূর্ণতা।(১৮)

٨٦. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَنْبَأَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا افْتَتَحَ التَّكْبِيْرَ فِيْ الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حِيْنَ يُكَبِّرُ حَتّٰى يَجْعَلَهُمَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوْعِ فَعَلَ مِثْلَ ذٰلِكَ، وَ (إِذَا) قَالَ : سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَعَلَ مِثْلَ ذٰلِكَ، وَقَالَ: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، وَلَا يَفْعَلُ ذٰلِكَ حِيْنَ يَسْجُدُ وَلَا حِيْنَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُوْدِ *

---

(১৮) عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ أَنَّهُمَا كَانَا يَرْفَعَانِ أَيْدِيَهُمَا إِذَا كَبَّرَ وَإِذَا رَفَعَ قَالَ مُحَمَّدٌ هُوَ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ. ذكره ابن عبد البر فى التمهيد ج٩ صـ ٢١٨

হাসান বসরী ও মুহাম্মাদ বিন শীরীন হতে বর্ণিত যে, তাঁরা যখন তাকবীর বলতেন এবং যখন রুকূতে মাথা উঠাতে হস্তদ্বয় উত্তোলন করতেন। মুহাম্মাদ বিন শীরীন বলেন ঃ এটা হলো. সলাতের পূর্ণতা। (ইবনু আব্দুল বারের তামহীদ ৯ম খণ্ড ২১৮ পৃষ্ঠা)

৮৬. আবূল ইয়ামান..... আব্দুল্লাহ বিন উমার (রাঃ) বলেন ঃ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সলাত শুরুর তাকবীর দিতেন আমি তখন তাঁর হস্তদ্বয় উত্তোলন করতে দেখেছি, তিনি যখন তাকবীর দিতেন তখন তাঁর হস্তদ্বয় কাঁধ বরাবর করতেন এবং যখন রুকূর তাকবীর দিতেন তখন ঐরূপ করতেন এবং যখন (سمع الله لمن حمده) সামিআল্লাহুলিমান হামিদা বলতেন তখনও ঐরূপ করতেন এবং (ربنا لك الحمد) রব্বানা লাকাল হাম্‌দ বলতেন ঃ যখন সাজদা করতেন এবং সাজদা থেকে মাথা তুলতেন তখন ঐ রকম করতেন না।

٨٧. قال البخاري : وكان ابن المبارك يرفع يديه وهو أكثر أهل زمانه علماً فيمانعرف، فلو لم يكن عند من لايعلم من السلف علمٌ فاقتدى بابن المبارك فيما اتبع الرسول وأصحابه والتابعين لكان أولى به من أن يثبته بقول من لا يعلم، والعجب أن يقول أحدُهم بأن ابن عمر كان صغيراً في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد شهد النبيُّ صلى الله عليه وسلم لابن عمر بالصلاح *

৮৭. ইমাম বুখারী বলেন ঃ ইবনু মুবারক তাঁর হস্তদ্বয় উত্তোলন করতেন এবং তাঁর যুগের অধিকাংশ বিদ্বানগণ যাদেরকে আমরা চিনতাম। যদি ব্যাপারটি এ রকম না হতো যে, সালফদের মধ্যে যাদের জ্ঞান ছিল না তারা ইবনু মুবারকের অনুকরণ করতেন যে ব্যাপারে ইবনু মুবারক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাঁর সাহাবা এবং তাবেয়ীনদের অনুসরণ করেছেন। তাহলে ইবনু মুবারকের অনুসরণ করার উপর দৃঢ় থাকা অধিক উত্তম হতো একথা থেকে যে জানে না, আশ্চর্যের ব্যাপার হলো তাদের কেউ বলে যে, ইবনু উমার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে

ছোট ছিলেন। অথচ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবনু উমরের সৎ হওয়ার উপর সাক্ষ্য দিয়েছেন।

٨٨. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا ابنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ حَفْصَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «إِنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ رَجُلٌ صَالِحٌ *

৮৮. ইয়াহইয়া বিন সুলাইমান..... হাফসা (রাঃ) হতে বর্ণিত; রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "নিশ্চয় আব্দুল্লাহ বিন উমার একজন সৎ লোক।"

٨٩. حدثنا علي بن عبد الله حدّثنا سفيان قال : قالَ عمرو : قال ابن عمر إني لأذكر عمر حين أسلم فقالوا صبأ عمر، صبأ عمر، صبأ عمر. فجاء العاصي بن وائل فقال : صبأ عمر، صبأ عمر، فمه فأنا له جار. فتركوه *

৮৯. আলী বিন আব্দুল্লাহ..... ইবনু উমার (রাঃ) বলেছেন ঃ অবশ্যই আমি উমারের নিকট উল্লেখ করেছি, যখন তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন। অতঃপর তাঁরা (কুরাইশরা) বলল ঃ উমার ধর্মান্তরিত হয়েছে। উমার ধর্মান্তারিত হয়েছে, অতঃপর আসী বিন ওয়েল এসে বললো ঃ উমার ধর্মান্তরিত হয়েছে। উমার ধর্মান্তারিত হয়েছে, অতএব ছেড়ে দাও তাঁকে আমি তাঁর প্রতিবেশী। অতঃপর তারা তাঁকে ছেড়ে দিল।

٩٠. قَالَ الْبُخَارِيُّ : قَالَ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ : لَوْ شَهِدْتُ لِأَحَدٍ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ لَشَهِدْتُ لِابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ *

৯০. ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেছেন ঃ সাঈদ বিন মুসায়্যিব বলেছেন ঃ আমি যদি কারও জন্যে সাক্ষ্য দিতাম যে, সে জান্নাতবাসী তাহলে ইবনু উমার (রাঃ)-এর জন্য সাক্ষ্য দিতাম।

٩١. وَقَالَ جَابِرُبْنُ عَبْدِ اللّٰهِ : لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَلْزَمَ لِطَرِيْقِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَتَّبَعَ مِنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ *

৯১. জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেছেন ঃ কেউ ইবনু উমারের মত দৃঢ়ভাবে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চলার রাস্তাকে আঁকরিয়ে ধরেনি এবং কেউ ইবনু উমারের মত দৃঢ়ভাবে অনুসরণও করেননি।

٩٢. قال البخاريُّ : وطعن مَنْ لا يعلم في وائل ابن حجر أَنَّ وائل بن حجر من أبناء ملوك اليمن، وقدِمَ على النبيِّ صلى الله عليه وسلم فأكرمه وأقطع له أرضا وبعث معه معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه *

৯২. ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ওয়েল বিন হুজর সম্পর্কে জানে না সে দোষারোপ করেছে। ওয়েল বিন হুজর ইয়ামান দেশের সন্তান ছিলেন। তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আসলেন, অতঃপর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে সম্মানিত করলেন এবং তাঁকে একখণ্ড ভূমি দান করলেন এবং তিনি তাঁর সাথে মু'য়াবিয়া বিন আবূ সুফিয়ান (রাঃ)-কে পাঠালেন।

٩٣. ثخبرنا حَفْصُ بنُ عُمَرَ حَدَّثنا جَامِعِ بن مَطَرٍ من علقمة بن وائل عن أبيه أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أَقْطَعَ لَهُ أَرْضاً بحضرموت *

৯৩. হাফস বিন উমার.....আলকামা বিন ওয়েল হতে বর্ণিত; তিনি তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন ঃ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে হাযরামাওতে একখণ্ড ভূমি দান করলেন।

٩٤. قَالَ الْبُخَارِيُّ : وَقِصَّةُ وَائِلٍ مَشْهُوْرَةٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَمَا ذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ أَمْرِهِ وَمَا أَعْطَاهُ مَعْرُوْفٌ بِذَهَابِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ *

৯৪. ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেছেন ঃ ওয়েলের কিস্‌সা আহলে ইল্‌ম বা জ্ঞানীদের নিকট প্রসিদ্ধ এবং নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কাজের ব্যাপারে যা উল্লেখ করেছেন এবং তিনি তাঁকে যা দান করেছেন এবং একের পর এক তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গিয়েছেন তা সুপরিচিত।

٩٥. ولو ثبتَ عن ابن مسعود والبراء وجابر عن النبي صلى الله عليه وسلم شيءٌ لكان في علل هؤلاء (الذين) لا يعلمون أنهم يقولون إذا ثبت الشيءُ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ رؤساءَ نا لم يأخذوا بهذا وليس هذا بمأخوذ، فما يزيدون الحديث إلا تعلّلاً برأيهم *

৯৫. আর যদিও ইবনু মাসউদ ও জাবির (রাঃ)-এর মাধ্যমে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কোন কিছু প্রমাণিত হয় তাহলেও তাদের ব্যাপারে ত্রুটি হলো যারা জানে না তাদেরকে তারা বলে যখন কোন কিছু নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে প্রমাণিত হয় আর আমাদের নেতারা তা গ্রহণ করেনি তাহলে এটা গ্রহণীয় নয়। আর এটা তারা বলে হাদীসের উপর তাদের রায়কে প্রাধান্য দেয়ার কারণে।

٩٦. وَلَقَدْ قَالَ وَكِيْعٌ : مَنْ طَلَبَ الْحَدِيْثَ كَمَا جَاءَ فَهُوَ صَاحِبُ سُنَّةٍ، وَمَنْ طَلَبَ الْحَدِيْثَ لِيُقَوِّيَ هَوَاهُ فَهُوَ صَاحِبُ بدعةٍ *

৯৬। ওকী বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সেভাবে হাদীস অন্বেষণ করে যেভাবে এসেছে সে ব্যক্তি সুন্নাতী। আর যে ব্যক্তি নিজের প্রবৃত্তিকে শক্তিশালী করার জন্যে হাদীস অন্বেষণ করে সে ব্যক্তি বিদ'আতী।

٩٧. يعني أن الإنسان ينبغي أن يُلقيَ رأيه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث ثبت الحديث ولا يعتل بعلل لا تَصِحُّ (ليقويَ هواه) *

৯৭। অর্থাৎ, মানুষের উচিত হবে তার রায় বা মতকে নিক্ষেপ করবে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসের কারণে যখন হাদীস প্রমাণিত হয়। দোষ-ত্রুটি নিয়ে বাড়াবাড়ি করা যাবে না এবং নিজের প্রবৃত্তিকে শক্তিশালী করাও সঠিক হবে না।

٩٨. وقد ذُكِرَ عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم : «لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبعاً لِمَا جِئْتُ بِهِ» *

৯৮. নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে উল্লেখ রয়েছে, তোমাদের কেউ মু'মিন হতে পারবে না যতক্ষণ না আমি যা নিয়ে এসেছি, তা তার প্রবৃত্তি মেনে নেয়।

٩٩. وقال مَعْمَرٌ : أَهْلُ العلم كان الأَوَّلُ فالأَوَّلُ أعلم، وهؤلاء الآخر فالآخر عندهم أعلم *

৯৯. তিনি বলেন ঃ মা'মার বলেছেন ঃ আহলে ইল্‌ম বা বিদ্বানগণ প্রথমে ছিলেন। অতএব প্রথমরা অধিক অবগত। আর এরা হলো শেষের, অতএব তাদের নিকট শেষের লোক বেশী অবগত।

١٠٠. وَلَقَدْ قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ : كُنْتُ أُصَلِّيْ إِلَى جَنْبِ النُّعْمَانَ (ابْنِ ثَابِتٍ) فَرَفَعْتُ يَدَيَّ، فَقَالَ : مَاخَشِيْتَ أن تُطِيْرَ؟ فَقُلْتُ : إِنْ لَمْ أَطِرْ فِيْ الْأُوْلَى لَمْ أَطِرْ فِيْ الثَّانِيَةِ. قَالَ وَكِيْعٌ : رَحْمَةُ اللهِ عَلَى ابْنِ الْمُبَارَك، كَانَ حَاضِرُ الْجَوَابِ. فَتَحيَّر الآخَرُ وَهٰذا أشبهُ مِنَ الَّذِيْنَ يَتَمَادَوْنَ فِيْ غَيِّهِمْ إِذَا لَمْ يبصروا *

১০০. ইবনু মোবারক বলেছেন ঃ আমি নু'মান বিন সাবেত আবূ হানীফার নিকট সলাত পড়তে ছিলাম। আমি আমার হস্তদ্বয় উত্তোলন করলাম। অতঃপর আবূ হানীফা বললেন ঃ তুমি ভয় করছো না যে, তুমি উড়ে যাবে? অতঃপর আমি বললাম আমি যদি প্রথমবারে না উড়ে যাই তাহলে দ্বিতীয় বারে উড়ে যাব না।

ওকী বলেছেন ঃ ইবনু মোবারকের উপর আল্লাহ রহম করুণ! এটা ছিল উপস্থিত উত্তর। অতঃপর অন্যেরা দুঃখিত হলো। আর এটা অধিক সাদৃশ্য যারা তাদের বিভ্রান্তির উপর ভরসা করে যখন তাঁরা দৃষ্টিসম্পন্ন না হয়।(১৯)

---

(১৯) قال وكيع : صليت فى مسجد الكوفة فإذا أبو حنيفة قائم يصلى وابن المبارك إلى جنبه يصلى فإذا عبد الله يرفع يديه كلما ركع وكلما رفع وأبو حنيفة لا يرفع فلما فرغوا من الصلاة قال أبو حنيفة لعبد الله ياأبا عبد الرحمن رأيتُك تكثر رفع اليدين أردت تطير؟ فقال له عبد الله ياأبا حنيفة قد رأيتك ترفع يديك حين افتتحت الصلاة فأردت أن تطيز؟ فسكت أبو حنيفة قال وكيع : فما رأيت أحضر من جواب عبد الله لابى حنيفة البيهقى (٨٢:٢)

ওকী' বলেন ঃ আমি কুফার মাসজিদে সলাত পড়েছি। তখন আবূ হানীফা (রহঃ) দাঁড়িয়ে সলাত পড়ছিলেন, আর আব্দুল্লাহ ইবনু মুবারক তাঁর পার্শ্বে সলাত পড়ছিলেন। আব্দুল্লাহ ইবনু মুবারক প্রত্যেক রুকূতে ও প্রত্যেক রুকূ হতে উঠার সময় হস্তদ্বয় উত্তোলন করছিলেন। আর আবূ হানীফা (রহঃ) হস্ত উত্তোলন করছিলেন না।

যখন তাঁরা সলাত হতে অবসর নিলেন, আবূ হানীফা (রহঃ) আব্দুল্লাহ ইবনু মুবারককে বললেন ঃ হে আবূ আব্দুর রহমান! আমি তোমাকে দেখলাম অধিক হস্তদ্বয় উত্তোলন করছ, তুমি কি পাখী হয়ে উড়ে যেতে চাচ্ছ?

অতঃপর, আব্দুল্লাহ ইবনু মুবারক বললেন ঃ হে আবূ হানীফা তোমাকে দেখলাম যখন তুমি সলাত শুরু করছ হস্তদ্বয় উত্তোলন করছ, অতএব তুমি কি পাখী হয়ে উড়ে যেতে চাচ্ছ? আবূ হানীফা (রহঃ) চুপ হয়ে গেলেন। ওকী বলেন ঃ আবূ হানীফাকে আব্দুল্লাহ ইবনু মুবারকের উপস্থিত উত্তর এর চেয়ে আর অধিক উপস্থিত উত্তর দিতে দেখিনি। (বায়হাকী ২য় খণ্ড, ৮২ পৃষ্ঠা) ==

١٠١. حدَّثنا عَبْدُ الله بنُ صالحٍ حَدَّثني اللَّيْثُ حدَّثني يُونُسُ عَنِ ابن شهابٍ أخبرني سالمُ بنُ عبد الله أنَّ عبد الله – يعني ابن عمر – قال : رأيتُ رسولَ الله إذا قَامَ إلى الصلاة رَفَعَ يَدَيْهِ حتى تَكُونَا حِذْوَ مَنْكِبَيْهِ ثم يُكَبِّرُ ويَفْعَلَ ذلكَ حينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ ويقول : «سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ» ولا يَرْفَعُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ من السجود *

১০১. আব্দুল্লাহ বিন সলেহ..... আব্দুল্লাহ বিন উমার বলেন ঃ আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে দেখেছি যখন তিনি সলাতে দাঁড়ালেন তিনি তাঁর হস্তদ্বয় উত্তোলন করলেন। এমনকি তাঁর দুই হাত কাঁধ বরাবর করলেন; অতঃপর তাকবীর বললেন। আর তিনি এটা করলেন যখন রুকূ হতে মাথা উঠালেন এবং বললেন ঃ سمع الله لمن حمده (সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ)। আর যখন তিনি সাজদা হতে মাথা উঠালেন তখন (হস্ত) উত্তোলন করলেন না।

١٠٢. حَدَّثنا أَبُو النُّعمان حَدَّثنا عَبْد الواحد بنُ زِيادٍ الشَّيْبَانِيُّ حَدَّثنا مُحَارِبُ بن دِثَارٍ وقال : رأيتُ عَبْدَ الله بنَ عُمر إذا افتتح الصلاةَ كَبَّرَ ورَفَعَ يَدَيْهِ، وإذا أراد أن يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ وإذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الركوع *

১০২. আবূ নু'মান..... মাহারেব বিন দিসার বলেন ঃ আব্দুল্লাহ বিন উমারকে দেখেছি যখন সলাত শুরু করতেন তাকবীর দিতেন এবং তাঁর হস্তদ্বয় উঁচু করতেন এবং যখন রুকূ করতে ইচ্ছা করতেন তখন হস্তদ্বয় উঁচু করতেন এবং যখন রুকূ হতে মাথা উঠাতেন হস্তদ্বয় উঁচু করতেন।

١٠٣. حدّثنا العياشُ بن الوليد حدثنا عبدُ الأعلى حدثنا عُبيدُ الله عن نافعٍ عن ابن عمر أنه كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال : سمع الله لمن حمده رفع يديه، ويرفعُ ذلك ابنُ عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم *

১০৩. ইয়াশ বিন ওলীদ.....আব্দুল্লাহ বিন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, তিনি তাকবীর দিয়ে হস্তদ্বয় উঁচু করতেন এবং যখন রুকূ করতেন হস্তদ্বয় উঁচু করতেন এবং যখন (سمع الله لمن حمده) 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদা' বলতেন হস্তদ্বয় উঁচু করতেন এবং ইবনু উমার এ হাদীস নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত মারফূ সূত্রে পৌঁছিয়েছেন।(২০)

١٠٤. حَدَّثنا إِبْرَاهِيمُ بنُ المُنْذِرِ حَدَّثنا مَعْمَرٌ حَدَّثنا إِبْرَاهِيمُ بن طَهْمَانَ عَنِ أَبِي الزُّبَيْرِ قال : رأيتُ ابنَ عُمَرَ حين قَامَ إلى الصَّلَاةِ رفع

= قال أبو حنيفة لإبن المبارك : ترفع يديك فى كل تكبيرة كأنك تريدُ أتطير؟ فقال له ابن المبارك : وإن كنت أنت تطير فى الأولى فإنى أطير فيما سواهاقال وكيع : أجاد ماأجابه ابن المبارك مرة أو مرتين رواه عبد الله بن أحمد بن حنبل فى السنة (١: ٢٧٦)

আবূ হানীফা (রহঃ) ইবনু মুবারককে বললেন ঃ তুমি প্রত্যেক তাকবীরে হস্তদ্বয় উত্তোলন করছ যেন তুমি উড়ে যেতে চাচ্ছ।

ইবনু মুবারক আবূ হানীফাকে বললেনঃ যদি তুমি প্রথমবারে উড়ে যেয়ে থাক তাহলে, আমি প্রথমবার ছাড়াও উড়ে থাকি। ওকী বলছেন ঃ আব্দুল্লাহ ইবনু মুবারক একবার বা দু'বার যে উত্তর দিয়েছেন তা ছিল উত্তম উত্তর। (আস্ সুন্নাহ ১ম খণ্ড ২৭২ পৃষ্ঠা)

(٢٠) عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذٰلِكَ فِي السُّجُوْدِ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ صَلَاتُهُ حَتَّى لَقِيَ اللهَ تَعَالٰى – رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ

ইবনু উমার হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সলাত শুরু করতেন এবং যখন রুকূ করতেন এবং যখন রুকূ হতে মাথা উঠাতেন হস্তদ্বয় উত্তোলন করতেন এবং সিজদায় ঐরূপ করতেন না। আর হস্তদ্বয় উত্তোলন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদা করতেন এমন কি তিনি আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করেছেন অর্থাৎ মৃত্যু পর্যন্ত। (বায়হাকী, নছবুর রায়ত ১ম খণ্ড ৪০৯ পৃষ্ঠা)

يَدَيْهِ حتى تُحاذِي أُذُنَيْهِ، وحِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ واسْتَوى قَائِماً فَعَلَ مِثْلَ ذلِكَ *

১০৪. ইবরাহীম বিন মুনযির..... আবূ যুবাইর হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ আমি ইবনু উমার-কে দেখেছি, যখন তিনি সলাতে দাঁড়াতেন হস্তদ্বয় উত্তোলন করতেন এমন কি দু'কান বরাবর করতেন এবং যখন রুকূ হতে মাথা উঠাতেন বরাবর হয়ে দাঁড়াতেন এবং ঐরূপই করতেন।

١٠٥. حدَّثَنا عَبْدُ الله بنُ صَالِحٍ حَدَّثَنا اللهَيْثُ حَدَّثني نَافِعٌ أَنَّ عَبد الله (بن عمر) كَانَ إِذَا اسْتَقْبَلَ الصَّلاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ وإِذَا رَكَعَ وإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وإِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ كَبَّرَ ورَفَعَ يَدَيْهِ *

১০৫. আব্দুল্লহ বিন সলেহ..... আব্দুল্লাহ বিন উমার যখন সলাতে কিবলামুখী হতেন হস্তদ্বয় উঁচু করতেন এবং যখন রুকূ করতেন এবং যখন রুকূ হতে মাথা উঠাইতেন এবং যখন দু'রাক'আত হতে দাঁড়াতেন তাকবীর বলতেন এবং হস্তদ্বয় উত্তোলন করতেন।

١٠٦. حَدَّثَنا مُوسى بنُ إِسْمَاعيلَ حَدَّثَنا حمَّادُ بنُ سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ، وإِذا رَكَعَ، وإِذا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ *

১০৬. মুসা বিন ইসমাঈল..... আবদুল্লাহ বিন উমার হতে বর্ণিত যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাকবীর দিতেন হস্তদ্বয় উঁচু করতেন এবং যখন রুকূ করতেন এবং যখন রুকূ হতে মাথা উঠাতেন।

١٠٧. حَدَّثنا مُوسى بنُ إِسْمَاعيلَ حَدَّثنا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ عَنْ نَصْرِ بن عَاصِمٍ عَنْ مَالِكِ بنِ الحُوَيْرِثِ أَنَّ النَبيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا دَخَلَ في الصَّلاَةِ رَفَعَ يَدَيْهِ إلى فُروع أُذُنَيْهِ وإذا رَكَعَ، وإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوع فَعَل مثله *

১০৭. মুসা বিন ইসমাঈল..... মালেক বিন হুওয়াইরিস হতে বর্ণিত; নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সলাতে প্রবেশ করতেন হস্তদ্বয় দু'কানের গর্ত পযর্ন্ত উঁচু করতেন, যখন রুকূ করতেন এবং যখন রুকূ হতে মাথা উঠাতেন ঐরূপই করতেন।

١٠٨. حدّثنا محمود (قال : حدّثنا البخاريُّ) قال ابنُ عُلَيَّةَ أخبرنا خَالِدٌ أَنَّ أَبا قِلاَبة كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إذا رَكَعَ وإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، وكَان إذا سَجَدَ بدأ بركبتيه، وكان إذا قام ادعَمَ على يديه. قال : وكان يَطْمَئِنُّ في الرَّكْعَةِ الأولى ثم يقوم، وذكر عن مالك بن الحويرث *

১০৮. মাহ্মুদ..... আবূ কিলাবা হস্তদ্বয় উঁচু করতেন যখন রুকূ করতেন এবং যখন রুকূ হতে মাথা উঠাতেন এবং যখন সাজদা করতেন দু'হাঁটু দ্বারা শুরু করতেন। অতঃপর যখন দাঁড়াতেন দু'হাতের উপর ঠেস দিয়ে দাঁড়াতেন। রাবী বলেন ঃ তিনি প্রথম রাক'আতে স্থিরতা অবলম্বন করতেন, অতঃপর দাঁড়াতেন। রাবী আবূ কিলাবা মালিক বিন হুওয়াইরিস হতে বর্ণনা করেন।(২১).

---

(২১) عن أبى قلابة أنه رأى مالك بن الحويرث إذا صلى كبر ورفع يديه وإذا أراد أن يركع رفع يديه وأذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى هكذا رواه الخطيب البغدادى فى الموضح ج١ صـ ٤٢٤ صحيح ابن خزيمة ٥٨٥ ==

١٠٩. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثنا إِبْرَاهِيمُ بنُ طَهْمانَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عن طَاوُسَ أَنَّ ابنَ عَبَّاسٍ كَانَ إِذَا قامَ إلى الصَّلاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حتى تُحَاذِيَ أُذنيه، وإذا رَفَعَ رأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ واستوى قائماً فعل مثل ذلك *

১০৯. আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ..... তউস হতে বর্ণিত; ইবনু আব্বাস যখন সলাতে দাঁড়াতেন দু'কান বরাবর হস্তদ্বয় উত্তোলন করতেন এবং যখন রুকূ হতে মাথা উঠাতেন বরাবর দাঁড়িয়ে ঐরূপ করতেন।

١١٠. حدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ مقاتلٍ أخبرنا عبدُ الله أخبرنا إسماعيلُ حدثني صالحُ بن كَيْسَانَ عن عَبْدِ الرحْمن الأَعْرَجِ عن أبي هريرة قال : كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَرْفَعُ يَدَيْهِ حِذْوَ مَنْكِبَيْهِ حين يُكَبِّرُ يَفْتَتِحِ الصَّلاةَ وحين يركع *

১১০. মুহাম্মদ বিন মাকাতিল..... আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাঁধ বরাবর হস্তদ্বয় উত্তোলন করতেন যখন সলাত শুরু করে তাকবীর দিতেন এবং যখন রুকূ করতেন।

== আবূ কিলাবা হতে বর্ণিত; তিনি মালেক বিন হুয়াইরিসকে দেখলেন যখন তিনি সলাত পড়ছেন তাকবীর দিয়ে হস্তদ্বয় উত্তোলন করছেন এবং যখন রুকূ করার ইচ্ছা করছেন হস্তদ্বয় উত্তোলন করছেন এবং যখন রুকূ হতে মাথা উঠালেন হস্তদ্বয় উত্তোলন করছেন এবং তিনি হাদীস বর্ণনা করছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে সলাত পড়তেন। (খতীব বাগদাদীর মাওয়াহ ১ম খণ্ড ৪২৪ পৃষ্ঠা, সহীহ ইবনু খুযায়মাহ ৫৮৫)

١١١. حدّثنا إسماعيل حدّثنا صَالِحُ عن نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ الله ابنَ عُمَرَ كَانَ إذا افْتَتَحَ الصلاة رفع يديه حِذْوَ مَنْكِبَيْهِ وإذا رفعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ *

১১১. ইসমাঈল..... না'ফে হতে বর্ণিত; আব্দুল্লাহ বিন উমার যখন সলাত শুরু করতেন হস্তদ্বয়কে কাঁধ বরাবর উঁচু করতেন এবং যখন রুকূ হতে মাথা উঠাইতেন।(২২)

١١٢. حَدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنا عَبْدُ الله أَخْبَرَنا ابنُ عَجْلاَنَ قال : سمعت النُّعْمانَ بنَ أَبي عَيَّاشٍ يَقُول : لِكُلِّ شَيْءٍ زِينَةٌ، وزِينَةُ الصلاة أن تَرْفَعَ يَدَيْكَ إذَا كَبَّرْتَ، وإذا رَكَعْتَ، وإذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنَ الرُّكُوعِ *

১১২. মুহাম্মাদ বিন মাকাতিল..... ইবনু আ'জলান বলেন ঃ আমি নু'মান বিন আবূ আয়্যাশকে বলতে শুনেছি– প্রত্যেক বস্তুর সৌন্দর্য রয়েছে, আর সলাতের সৌন্দর্য হলো যখন তাকবীর দিবে তখন তোমার হস্তদ্বয় উঁচু করবে এবং যখন রুকূ করবে এবং যখন তোমার মাথা রুকূ হতে উঠাবে।

---

(২২) عن أبى هريرة قال : لأصلين بكم صلاة رسول الله صلي الله عليه وسلم إذا استطعت لم أزد ولم أنقص فكبر فشهر بيديه فركع فلم يطل ولم يقصر ثم رفع رأسه فشهريديه ثم كبر فسجد. رواه الطبرانى فى مسند الشاميين (ق ١٧٢) وابن حبان فى ثقات التابعين (٦٠٩:٧) وابن خزيمة جـ صـ ٣٤٤

আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ আমি অবশ্যই তোমাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সলাত পড়াব। যখন এটা করব বেশীও করব না, কমও করব না। অতঃপর তিনি তাকবীর দিলেন এবং তার হস্তদ্বয় প্রসারিত করলেন। অতঃপর রুকূ করলেন দীর্ঘও করলেন, না কমও করলেন না। অতঃপর মাথা উঠালেন এবং হস্তদ্বয় প্রসারিত করলেন। অতঃপর তাকবীর দিলেন ও সাজদা করলেন। (তাবারানীর মুসনাদে শামীয়ীন কাফ ১৭২। ইবনু হিব্বান সিকাতুত তাবেয়ীন ৭ম খণ্ড ৬০৭ পৃষ্ঠা। ইবনু খুযায়মা ১ম খণ্ড ৩৪৪ পৃষ্ঠা।)

١١٣. حدّثنا مُحَمَّدُ بنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنا عَبْدُ الله أَخْبَرَنا الأَوْزاعِيُّ حَدَّثني حسَّانُ بنُ عطِيَّةَ عن القاسِمِ بن مُخَيْمَرَة قال : رَفْعُ الأيْدي للتَّكْبِيرَةِ قَالَ : وأَراهُ حين يَنْحني *

১১৩. মুহাম্মদ বিন মাকতিল..... কাসেম বিন মুখাইমারা বলেন ঃ তাকবীরের জন্যে হলো হস্ত উত্তোলন। রাবী বলেন ঃ যখন আমরা মাথা ঝুকাতাম তখন আমি তাঁকে দেখেছি।

١١٤. حدّثيا مُحَمَّدُ بنُ مقَاتِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّهِ أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ عَنْ لَيْثٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : رَأَيْتُ جَابِرَ بنَ عَبْد الله وأَبا سَعِيدِ الخُدْرِيَّ وابنَ عَبَّاسٍ وابنَ الزُّبَيْرِ يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ حينَ يفتَتِحُوا الصلاة وإذا ركعوا وإذا رفعوا رؤوسهم من الركوع *

১১৪. মুহাম্মাদ বিন মাকাতিল..... আতা হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ আমি জাবের বিন আব্দুল্লাহ, আবূ সাঈদ খুদরী, ইবনু আব্বাস, ইবনু যুবাইর তাঁদেরকে হস্তসমূহকে উত্তোলন করতে দেখেছি; যখন তাঁরা সলাত শুরু করতেন এবং যখন রুকূ করতেন এবং যখন তাঁরা রুকূ হতে মাথা উঠাতেন।

١١٥. حَدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله أَخْبَرَنا عِكْرِمَةُ بنُ عَمَّارٍ قال : رأيتُ سَالِمَ بنَ عبد الله والقاسمَ بنَ مُحمَّدٍ وَعَطاء ومكحولاً يَرْفَعُون أَيْدِيَهُمْ في الصَّلاةِ إذا رَكَعُوا وإذا رفَعُوا *

১১৫. মুহাম্মাদ বিন মাকাতিল..... ইকরিমা বিন আম্মার বলেন ঃ আমি সালেম বিন আব্দুল্লাহ, কাসেম বিন মুহাম্মদ, আতা ও মাকহুলকে

দেখেছি সলাতে তাঁরা তাঁদের হস্তসমূহ উত্তোলন করেছেন এবং যখন তাঁরা রুকূ করেছেন এবং যখন তাঁরা রুকূ হতে মাথা উঠাতেন।

١١٦. وقال جريرٌ عن لَيْثٍ عن عطاءٍ ومجاهدٍ أَنَّهُما كَانَا يَرْفَعَان أَيْدِيَهُمَا في الصَّلاةِ، وكانا نافع وطاوس يفعلانه *

১১৬. জুরাইজ বলেন ঃ তিনি লাইস হতে, তিনি আতা ও মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেন তাঁরা উভয়ে সলাতে হস্ত উত্তোলন করতেন এবং না'ফে ও তউস সলাতে হস্তদ্বয় উত্তোলন করতেন।

١١٧. وعن لَيثٍ عن ابن عُمَرَ وسَعيدِ بنِ جُبَيرٍ وطَاوس وأصحابه أنهم كانوا يَرْفَعونَ أيديهم إذا ركعوا *

১১৭. লাইস হতে বর্ণিত; তিনি ইবনু উমার, সাঈদ বিন জুবাইর, তউস ও তাঁর ছাত্র হতে বর্ণনা করেন। তাঁরা সকলে যখন রুকূ করতেন হস্তসমূহ উত্তোলন করতেন।

١١٨. حدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ حدَّثنا عَبْدُ الواحد (بنُ زِيَادٍ) حَدَّثنا عَاصِمٌ قال : رَأَيْتُ أنسَ بنَ مَالِكٍ إذا افْتَتَحَ الصَّلاةَ كَبَّرَ ورَفَعَ يَدَيْهِ كُلَّما رَكَعَ ورَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ *

১১৮. মুসা বিন ইসমাঈল..... আছেম বলেন ঃ আমি আনাস বিন মালিককে দেখেছি যখন সলাত শুরু করতেন তাকবীর দিয়ে হস্তদ্বয় উত্তোলন করতেন এবং যখন রুকূ করতেন এবং রুকূ হতে মাথা উঠাতেন হস্তদ্বয় উত্তোলন করতেন।

١١٩. حدّثنا خليفةُ بنُ خَيَّاطٍ حدَّثنا يزيدُ بن زُرَيْعٍ حَدَّثنا سَعيدٌ عن قَتَادةَ أَنَّ نَصْرَ بنَ عَاصِمٍ حَدَّثَهُم عَنْ مَالِكِ بنِ الحُوَيْرِثِ قَالَ : رَأَيْتُ النَّبيَّ

صلى الله عليه وسلم يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا رَكَعَ وإذا رَفَع رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ حتى يُحاذِي بهما فروع أذنيه *

১১৯. খলীফা বিন খায়্যাত..... মালেক বিন হুওয়াইরিস হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে হস্তদ্বয় উঁচু করতে দেখেছি যখন রুকূ করেছেন এবং যখন রুকূ হতে মাথা উঁচু করেছেন: এমন কি দু'হাত কানের লতি বরাবর করেছেন।

١٢٠. وقال عَبْدُ الرَّحْمنِ بنُ مَهْدِيٍّ عَنِ الرَّبِيعِ بن صَبِيْحٍ قال : رَأَيْتُ مُحَمَّداً والحَسَنَ وأَبا نَضْرَةَ والقاسِمَ بنَ مُحَمَّدٍ وعَطَاءً وطَاوُساً ومُجَاهِداً والحَسَنَ بنَ مُسْلِمٍ ونَافِعاً وابنَ أَبي نَجيحٍ إذا افْتَتَحُوا الصلاة رفعوا أيديهم وإذا ركعوا وإذا رفعوا رؤوسهم من الركوع *

১২০. আব্দুর রহমান বিন মাহ্দী বলেন ঃ তিনি রবী বিন সবীহ হতে বর্ণনা করেন; তিনি বলেন ঃ আমি মুহাম্মদ, হাসান, আবূ নাযরা, কাসেম বিন মুহাম্মদ, আতা, তাউস, মুজাহিদ, হাসান বিন মুসলিম, নাফে ও ইবনু আবূ নাজীহকে দেখেছি, যখন তাঁরা সলাত শুরু করতেন তাঁরা হস্তসমূহকে উঁচু করতেন এবং যখন তাঁরা রুকূ করতেন এবং যখন তাঁরা রুকূ হতে মাথা উঠাতেন।

١٢١. قال البخاريُّ : وهؤلاء أهلُ مَكَّةَ وأَهْلُ المدينةِ وأَهْلُ اليَمَنِ وأَهْلُ العِرَاقِ وقد تَواطَئوا على رفْعِ الأيدي *

১২১. ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেছেন ঃ এসব মক্কাবাসী, মদীনাবাসী, ইয়ামানবাসী, ও ইরাকবাসী। তাঁরা সকলেই হস্ত উত্তোলনের ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করেছিলেন।

١٢٢. وقَالَ وَكِيعٌ عن الربيع قال : رَأَيْتُ الحَسَنَ ومُجَاهِداً وعَطاءً وطاوساً وقيسَ بنَ سعدٍ والحسنَ بن مسلمٍ يرفعون أيديهم إذا ركعوا وإذا سَجَدوا *

১২২. ওকী বলেছেন, তিনি রবী হতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন ঃ আমি হাসান, মুজাহিদ, আতা, তাউস, কইস বিন সা'দ ও হাসান বিন মুসলিমকে দেখেছি যখন তাঁরা রুকূ করতেন এবং যখন তাঁরা সাজ্দা করতেন তাঁরা তখন হস্তসমূহ উত্তোলন করতেন।

١٢٣. وقال عَبْدُ الرَّحْمن بنُ مَهْدِيٍّ : هذا مِنَ السُّنَّة *

১২৩. আবদুর রাহমান বিন মাহ্দী বলেছেন ঃ এটা (হস্ত উত্তোলন) সুন্নাত।

١٢٤. وقال عمرُ بنُ يُونُسَ : حَدَّثنا عِكْرِمَةُ بنُ عَمَّارٍ قال : رأيتُ القاسِمَ وطاوسَ ومكحولاً وعبدَ الله بنَ دينار وسالماً يرفعون أيديهم إذا استقبل أحدُهُمُ الصَّلاةَ وعند الركوع والسجود *

১২৪. উমার বিন ইউনুস বলেছেন ঃ আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন ইকরিমা বিন আম্মার, তিনি বলেছেন ঃ আমি কাসেম ও সালিম-কে দেখেছি, তাঁরা হস্তসমূহকে উত্তোলন করেছেন যখন তাঁদের কেউ সলাতে কিবলামুখী হয়েছেন এবং রুকূর সময়ে এবং সাজদার সময়।

١٢٥. قَالَ وكيعٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ ذُكِرَ لَهُ حديثُ وائلِ بن حُجْرٍ أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديْهِ إذا رَكَعَ وإذا سَجَدَ. قال إبراهيم : لعله كان فعله مرة *

১২৫. ওকী' বলেছেন, তিনি আ'মাশ হতে, তিনি ইব্‌রাহীম হতে, তাঁর নিকট ওয়েল বিন হুজরের হাদীস উল্লেখ করা হলো যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন রুকূ করতেন এবং যখন সাজদা করতেন উভয় হাত উঁচু করতেন; ইব্‌রাহীম বললেন ঃ তিনি সম্ভবত একবার করেছেন।

١٢٦. وهذا ظنٌّ منه لقوله : «فعله مرة» مع أن وائلا قد ذكر أنه رأى النبيَّ صلى الله عليه وسلم وأصحابه غير مرة يرفعون أيديهم، ولا يحتاج وائلٌ إلى الظنون لأن معاينَتَه أكثرُ من حسبان غيره *

১২৬. এটা তাঁর ধারণা হতে তাঁর একথা থেকে فعله مرة ওটা একবার করেছেন।

এ কথাও আছে যে, ওয়েল উল্লেখ করেছেন যে তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবাদেরকে একাধিকবার দেখেছেন তাঁরা তাঁদের হস্তসমূহ উত্তোলন করেছেন।

ওয়েল ধারণার মুখাপেক্ষী ছিলেন না। কেননা, তাঁর দেখাটা অন্যের ধারণা থেকে অধিক ছিল।

١٢٦. قال البخاريُّ : وقد بَيَّنَهُ زائدةُ فقال : حدّثنا عَاصِمٌ حدّثنا أبي أنَّ وائلَ بنَ حُجْرٍ أخبره قال : قلتُ : لأَنْظُرَنَّ إلى صلاة رسولِ الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي. فَكَبَّرَ ورَفَعَ يَدَيْهِ (فلما ركع رفع يديه) فلما رفع رأسه رفَع يديه مثلها، ثم أتيتُهم من بعْدِ ذلك في زمانٍ فيه برد فرأيتُ الناس عليهم جُل الثياب تحرك أيديهم من تحت الثياب *

১২৬. ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেছেন, যায়েদা বর্ণনা করে বলেন ঃ আমাদেরকে হাদীস বণর্না করেছেন আছেম, তিনি বলেন আমাদেরকে আমার পিতা হাদীস বণর্না করেছেন যে, ওয়েল বিন হুজর তাঁকে সংবাদ দিয়ে বলেন ঃ আমি বললাম অবশ্যই আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সলাত দেখেছি কিভাবে সলাত পড়েছেন।

অতঃপর তাকবীর দিয়ে হস্তদ্বয় উত্তোলন করলেন এবং যখন রুকু করলেন হস্তদ্বয় উত্তোলন করলেন, অতঃপর এ ঘটনার পর শীতের সময়ে যখন মাথা উঠালেন অনুরূপ হস্ত উত্তোলন করলেন। অতঃপর আমি তাদের নিকট আসলাম আমি লোকদেরকে দেখলাম তাঁদের উপর শীতের পোষাক, তাঁদের হাত নড়া চড়া করছেন কাপড়ের নীচ থেকে।

١٢٧. فهذا وائل بَيَّنَ (في) حديثه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يرفعون أيديهم مرةٍ (بعد) مرة *

১২৭. আর এটা ওয়েল তাঁর হাদীসে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবাদেরকে দেখেছেন তাঁরা তাঁদের হস্ত উঁচু করেছেন একবারের (পর) একবার।

١٢٨. حَدَّثنا عَبْدُ الله بنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثنا ابنُ إدْرِيسَ قَالَ : سَمِعْتُ عَاصِمَ بنَ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَهُ يقول : سمعتُ وائلَ بنَ حُجْرٍ يقول : قَدِمْتُ المدينةَ قلت لأَنْظُرَنَّ إلى صلاةِ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فافتتح الصلاةَ فكبَّرَ ورفع يديه، فلما رفع رأسه رفع يديه *

১২৮. আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ..... ওয়েল বিন হুজর বলেছেন ঃ আমি মদীনায় আসলাম, আমি বললাম, অবশ্যই আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সলাত প্রত্যক্ষ করেছি। তিনি সলাত শুরু করে

তাকবীর দিলেন এবং তাঁর দু'হাত উঁচু করলেন, অতঃপর যখন তাঁর মাথা (রুকূ হতে) উঠালেন দু'হাত উঁচু করলেন।

١٢٩. حَدَّثنا إِسْمَاعِيلُ بنُ أبي أُوَيْسٍ حَدَّثنا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ أن عَبْدَ الله بن عُمَرَ كان إذا افتتحَ الصَّلاةَ رفع يديه وإذا رفع رأسه من الركوع *

১২৯. ইসমাঈল বিন আবূ উওয়াইস..... নাফে হতে বর্ণিত; আব্দুল্লাহ বিন উমর যখন সলাত শুরু করতেন, তাঁর দু'হাত উঁচু করতেন এবং যখন রুকূ হতে মাথা উঠাতেন।

١٣٠. حَدَّثنا عَيَّاشٌ حَدَّثنا عبْدُ الأعلى حَدَّثنا حُمَيْد عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ الرُّكُوعِ *

১৩০. আয়্যাশ..... আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি রুকূর সময় তাঁর দু'হাত উচুঁ করতেন।(২৩)

١٣١. حَدَّثنا آدَمُ حَدَّثنا شُعْبَةُ حَدَّثنا الحَكَمُ بنُ عُتَيْبَةَ قال : رَأَيْتُ طَاوساً يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا كَبَّر وإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ من الركوع *

১৩১. আদাম..... হাকাম বিন উতাইবা বলেছেন ঃ আমি তাউসকে দেখেছি তিনি তাঁর দু'হাত উত্তোলন করতেন যখন তাকবীর দিতেন এবং যখন রুকূ হতে মাথা উঠাতেন।

---

(২৩) عن أنس أنه كان يرفع يديه إذا دخل فى الصلاة وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع - رواه ابن أشيبة جـ بى صـ ١٣٣

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, তিনি যখন সলাতে প্রবেশ করতেন হস্তদ্বয় উত্তোলন করতেন এবং যখন রুকূ করতেন এবং যখন রুকূ হতে মাথা উঠাতেন। (ইবনু আবী শাইবা ১ম খণ্ড ১৩৩ পৃষ্ঠা)

١٣٢. قال البخاريُّ : مَنْ زَعَمَ أَنَّ رفْعَ الأَيْدِي بِدْعَةٌ فَقَدْ طَعَنَ في أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم والسَّلَفِ ومَنْ بَعْدهم وأَهْلِ الحِجَازِ وأَهْلِ المَدِينَةِ وأَهْلِ مَكَّةَ وعِدَّةٍ مِنْ أَهْلِ العِرَاقِ وأَهْلِ الشَّامِ وأهل اليمن وعلماء أهل خراسان منهم ابن المبارك حتى شيوخنا عيسى بن موسى أبو أحمد، وكعب بن سعيد، والحسن بن جعفر، ومحمد بن سلام، إلا أهل الرأي منهم، وعلي بن الحسن، وعبد الله بن عثمان، ويحيى بن يحيى، وصدقة، وإسحاق، وعامة أصحاب ابن المبارك *

১৩২. ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি ধারণা করবে যে, হস্ত উত্তোলন করা বিদ'আত। সে যেন দোষারোপ করল নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবাদের, সালাফদের এবং তাঁদের পরবর্তীদের, হেজাযবাসীদের, মদীনাবাসীদের, মক্কাবাসীদের, অনেক ইরাকবাসীদের, শামবাসীদের, ইয়ামানবাসীদের এবং খোরাসানের আলেমদের, তাঁদের মধ্যে ইবনু মোবারক, এমনকি আমাদের উস্তাদ ঈসা বিন মুসা, আবূ আহমাদ, কা'ব বিন সাঈদ, হাসান বিন জাফর, মাহাম্মাদ বিন সালাম, কিন্তু রায়পন্থী ব্যতীত, তাদের মধ্যে আলী বিন হাসান, আব্দুল্লাহ বিন উসমান, ইয়াহ্ইয়া বিন ইয়াহ্ইয়া, সাদাকা, ইসহাক এবং ইবনু মোবারকের সকল ছাত্র।

١٣٣. وكان الثوريُّ ووكيعٌ وبعض الكوفيين لايرفعون أيديهم *

১৩৩. সাওরী, ওকী এবং কুফার কিছু সংখ্যক, তাঁরা তাঁদের হাত উত্তোলন করতেন না।

١٣٤. وقد رووا في ذلك أحاديثَ كثيرة ولم يُعَنِّفُوا على مَنْ رفع (يديه) ولولا أنها حَقٌّ ما رووا تلك الأحاديث لأنه ليس لأحدٍ أن يقول على

رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل وما لم يفعل لقول النبيِّ صلى الله عليه وسلم «مَنْ تَقَوَّلَ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» *

১৩৪. আর তাঁরা এ ব্যাপারে অনেক হাদীস বর্ণনা করেছেন। যারা হস্ত উত্তোলন করে তাঁদের প্রতি তাঁরা বলপ্রয়োগ করেননি, যদিও তাঁদের বর্ণিত হাদীস সঠিক নয়, যে সমস্ত হাদীস এ ব্যাপারে বর্ণনা করেছেন। কেননা, কারও জন্যে ঠিক নয়, সে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি বলে যা তিনি বলেননি এবং যা তিনি করেননি। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী– "যে ব্যক্তি আমার উপর বানিয়ে কথা বলে ঐ কথা যা আমি বলিনি– সে যেন তাঁর স্থান জাহান্নামে বানিয়ে নিল।"

١٣٥. ولم يَثْبُتْ عن أحدٍ مِنْ أصحاب النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه لا يَرْفَعُ يَدَيْهِ، وليس أسانيده أَصَحُّ من رفع الأيدي *

১৩৫. নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবাদের কারও থেকে প্রমাণিত হয়নি যে, তিনি তাঁর হস্তদ্বয় উঁচু করেননি। আর এর সনদসমূহ রফউল ইয়াদাঈন হতে সহীহ নয়।

١٣٦. حدّثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدّثنا مُعْتَمِرٌ عن عُبيد اللّهِ بنِ عُمَرَ عن ابن شِهَابٍ عن سالمِ بنِ عبدِ الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يَدَيْهِ إذا دَخَلَ فى الصَّلاةِ وإذا أراد أن يركع يرفع رأسه، وإذا قام من الركعتين يرفع يديه في ذلك كله، وكان عبد الله يفعله *

১৩৬. মুহাম্মাদ বিন আবূ বাকার আল মাকদামী..... সালেম বিন আব্দুল্লাহ হতে বর্ণিত; তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে

বর্ণনা করেন যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সলাতে প্রবেশ করতেন– হস্তদ্বয় উত্তোলন করতেন, যখন রুকূ করার ইচ্ছা করতেন ও মাথা উঠাতেন এবং যখন দু'রাক'আত থেকে দাঁড়াতেন এর প্রত্যেকবারই তাঁর হস্তদ্বয় উঁচু করতেন। আব্দুল্লাহ বিন উমারও এরূপ করতেন।

١٣٧. حَدَّثنا قُتَيْبَةُ حَدَّثنا هُشَيْمٌ عن الزُّهْرِيِّ عن سالمٍ عن أبيه قال : كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يرفع يَدَيْهِ إذا افْتَتَحَ الصَّلاةَ، وإذا ركع يرفع يديه، وإذا رفع رأسه من الركوع *

১৩৭. কুতাইবা..... সালেম হতে বর্ণিত; তিনি তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন ঃ যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সলাত শুরু করতেন হস্তদ্বয় উত্তোলন করতেন এবং যখন রুকূ করতেন হস্তদ্বয় উঁচু করতেন আর যখন রুকূ হতে মাথা উঠাতেন।

١٣٨. حدّثنا عَبْدُ الله بنُ صَالِحٍ حَدَّثني اللَّيْثُ حَدَّثنا عَقِيلٌ عَنِ ابنِ شِهَابٍ قال : أخبرني سالمُ بنُ عبْدِ الله أَنَّ عَبْدَ الله بنَ عُمَرَ قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افْتَتَحَ الصَّلاة يَرْفَعُ يَدَيْهِ حتى يُحَاذِي بهما منْكَبَيْهِ، وإذا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ، وبَعْدَ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ من الركوع *

১৩৮. আব্দুল্লাহ বিন সলেহ..... আব্দুল্লাহ বিন উমার বলেছেন ঃ যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সলাত শুরু করতেন তাঁর হাত উচুঁ করতেন, এমন কি তাঁর দু'হাত কাঁধ বরাবর করতেন এবং যখন তিনি রুকূ করার ইচ্ছা করতেন। এরপর যে তিনি রুকূ হতে মাথা উঠাতেন তখনও।

١٣٩. حدّثنا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الله بنِ حَوْشَبَ حَدَّثنا عَبْدُ الوَهَّابِ حَدَّثنا عُبَيْدُ اللّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ أنه كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إذَا دخل في الصَّلاة وإذا ركَعَ وإذا قال : سَمِعَ (الله) لِمَنْ حَمِدَهُ، وَإذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ يَرْفَعُهُمَا. وعَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ الله بنِ عُمَرَ عَنْ النبيِّ صلى الله عليه وسلم مثله *

১৩৯. মাহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ বিন হাওশাব..... ইবনু উমার হতে বর্ণিত; তিনি যখন সলাতে প্রবেশ করতেন হস্তদ্বয় উত্তোলন করতেন, আর যখন রুকূ করতেন এবং যখন سمع الله لمن حمده 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদা' বলতেন। অতঃপর যখন দ্বিতীয় রাক'আত হতে দাঁড়াতেন দু'হাত উত্তোলন করতেন।

যুহুরী হতে বর্ণিত; তিনি সালেম হতে, তিনি আব্দুল্লাহ বিন উমার হতে, তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে– অনুরূপই বণর্না করেন।(২৪)

---

(২৪) عن سالم عن أبيه قال كان ابن عمر إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو منكبيه وإذا ركع رفعهما فإذا رفع رأسه من الركعة رفعهما وإذا قام من مثنى رفعهما ولا يفعل ذلك فى السجود قال : ثم يخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله - رواه عبدالرزاق ج٢ صـ ٦٧

সালেম হতে বর্ণিত; তিনি তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ ইবনু উমার যখন সলাতে দাঁড়াতেন হস্তদ্বয়কে কাঁধ বরাবর উঁচু করতেন এবং যখন রুকূ করতেন হস্তদ্বয় উঁচু করতেন এবং যখন রুকূ হতে মাথা উঠাতেন হস্তদ্বয় উত্তোলন করতেন এবং যখন দ্বিতীয় রাক'আত হতে দাঁড়াতেন হস্তদ্বয় উত্তোলন করতেন। আর সাজদার মধ্যে এরূপ করতেন না। সালেম বলেন ঃ অতঃপর ইবনু উমার তাঁদেরকে সংবাদ দিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-ও এরূপ করতেন। (মুসান্নাফে আব্দুর রায্যাক ২য় খণ্ড ৬৭ পৃষ্ঠা)

١٤٠. وزاد وكيعٌ عن العُمَرِيِّ عن نافعٍ عنِ ابنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ إذَا رَكَعَ وإذا سَجَدَ *

১৪০. ওকী বৃদ্ধি করেছেন, তিনি উমারী হতে, তিনি না'ফে হতে, তিনি ইবনু উমার হতে, তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বণর্না করেন যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন রুকূ করতেন এবং যখন সাজদা করতেন উত্তোলন করতেন।

١٤١. قال البخاريُّ : والمحفوظُ ما روى عُبيد الله وأيوبُ ومالكٌ وابنُ جُريجٍ واللَّيْثُ وعِدَّةٌ من أهل الحجاز وأهل العراق عن نافع عن ابن عمر في رفع الأيدي عند الركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع *

১৪১. ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন ঃ সংরক্ষিত হলো যা বণর্না করেছেন উবায়দুল্লাহ, আইয়ূব, মালিক ইবনু জুরাইজ, লাইস, হেজাজের অনেক সংখ্যক লোক এবং ইরাকবাসী নাফে' হতে, তিনি ইবনু উমার হতে রুকূর সময় হস্ত উত্তোলন করা এবং যখন রুকূ হতে মাথা উঠানো হয়।

١٤٢. ولو صَحَّ حدثهُ العمريِّ عن نافعٍ عن ابن عمر لم يكن مخالفاً للأول، لان أولئك قالوا : إذا رفع رَأْسَهُ من الركوع، فلو ثبت استعملنا كليهما، وليس هذا من الخلافِ الذي يُخالفُ بعضُهم بعضاً، لأن هذهِ زيادةٌ في الفِعل، والزيادةُ مقبولة إذا ثبتت *

১৪২. যদি উমারীর হাদীস সহীহ হয়– নাফে' হতে, তিনি ইবনু উমার হতে, তাহলে প্রথমের বিপরীত হবে না। কেননা, এরা সকলেই বলেছেন ঃ যখন রুকূ হতে মাথা উঠানো হয়। যদি প্রমাণিত হয়, তাহলে

আমরা উভয়ের উপর আমল করব। আর এটা বিপরীত নয় ঐ রকম যা কতক-কতকের সাথে মতভেদ করে। কেননা, এটা কর্মে অতিরিক্ত। আর অতিরিক্ত গ্রহণীয় যখন প্রমাণিত হয়।

١٤٣. وقال وكيعٌ عن ابن أبي ليلى عن نافعٍ عن ابنِ عمر وعن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مُقْسِمٍ عنِ ابن عباس عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال : «لا تُرفَعُ الأيدي إلا في سَبْعَةِ مَواطِنَ : في افتتاح الصلاة، واستقبال الكعبة، وعلى الصفا والمروة، وبعرفات، وبجمع، وفي المقامين، وعند الجمرتين *

১৪৩. ওকী বলছেন ঃ তিনি ইবনু আবূ লায়লা হতে, তিনি নাফে' হতে, তিনি ইবনু উমার হতে এবং ইবনু আবূ লায়লা হতে বর্ণিত; তিনি হাকাম হতে, তিনি মুকসিম হতে, তিনি ইবনু আব্বাস হতে, তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "সাত স্থান ব্যতীত হস্ত উত্তোলন করা যাবে না। সলাত শুরুর সময়, কা'বা দর্শনের সময়, সাফা ও মারওয়ার পর্বতে চড়ে, আরাফার ময়দানে, মুজদালিফায়, দু'মাকামে, পাথর নিক্ষেপের স্থানদ্বয়ে।

١٤٤. قال علي بن مسهر والمحاربي عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم *

১৪৪. আলী বিন মিসহার ও মাহারেবী বলেন ঃ তিনি ইবনু আবূ লায়লা হতে, তিনি হাকাম হতে, তিনি মিকসাম হতে, তিনি ইবনু আব্বাস হতে, তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে।

١٤٥. وقال شعبة : إن الحكمَ لم يَسْمَعْ من مقسم إلا أربعة أحاديث ليس فيها هذا الحديث *

১৪৫. শোবা বলেছেন ঃ হাকাম চারটি হাদীস ব্যতীত মিকসাম হতে অন্য কোন হাদীস শুনেননি। এ হাদীস সে চার হাদীসের অন্তর্ভুক্ত নয়।

١٤٦. وليس هذا من المحفوظ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، لأنَّ أصحاب نافع خالفوا، وحديثُ الحكم عن مقسم مرسل *

১৪৬. আর এটা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে সংরক্ষিত নয়, কেননা, নাফের ছাত্ররা মতভেদ করেছেন। 'মিকসাম হতে হাকামের হাদীস মুরসাল'।(২৫)

---

(২৫) ذكر له خمسة وجوه أوردها الزيلعي في «نصب الراية» (١:٣٩١) نقلاً عن الإمام ابن دقيق العيد قال : واعتُرض على هذا بوجوهٍ، أحدها : تفردُ ابن أبي ليلى وترك الاحتجاج به. وثانيها : روايةُ وكيعٍ عنه بالوقف على ابن عباس وابن عمر. قال الحاكم : ووكيع أثبتُ مِنْ كُلِّ مَنْ روى هذا الحديث عن ابن أبي ليلى. وثالثها : روايةُ جماعة من التابعين بالأسانيد الصحيحة المأثورة عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس أنهما كانا يرفعان أيديهما عند الركوع وبعد رفع الرأس من الركوع وقد أسنداه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ورابعها : أنَّ شعبة قال : لم يسمع الحكم من مقسم إلا أربعة أحاديث وليس هذا الحديث منها. وخامسها : عن الحكم، قال : إن في جميع الروايات ترفع الأيدي في سبعة مواطن وليس في شيءٍ منها : لاتُرفع الأيدي إلا فيها، ويستحيل أن يكون : لاترفع الأيدي إلا في سبعة مواطن صحيحاً وقد تواترت الأخبارُ بالرفع في غيرها كثيرا، منها : الاستسقاء، ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ورفعه علي السلام يديه في الدعاء في الصلوات، وأمره به، ورفع اليدين في القنوت في صلاة الصبح والوتر» انتهى *

ইমাম যায়লায়ী নাসবুর রায়ার মধ্যে এ হাদীস সম্পর্কে পাঁচটি পদ্ধতি উল্লেখ করেছেন। এ পদ্ধতি ইমাম ইবনু দাকীকুল ঈদ থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন ঃ এ পদ্ধতিগুলো নিম্নোক্তভাবে পেশ করা হয়েছে।

১ম ঃ ইবনু আবী লায়লা সনদে একক হয়েছে এবং এহাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ পরিত্যাগ করা হয়েছে। ==

١٤٧. وقد روى طاوس وأبو جمرة وعطاءُ أنهم رَأَوْا ابنَ عَبَّاسٍ يرفعُ يديه عند الركوع وإذا رَفَعَ رَأْسَهُ من الركوع، مع أن حديث ابن أبي ليلى لو صَحَّ قوله : «تُرفع الأيدي في سبعة مواطن» لم يقل في حديث وكيع : «لا تُرفع إلا في هذه المواطن» *

== ২য় ঃ ইবনু আবূ লায়লা হতে ওকীর বর্ণনা ইবনু আব্বাস ও ইবনু উমার পর্যন্ত এসে সনদ থেমে গেছে, অর্থাৎ শেষ হয়েছে। আর হাকাম বলেছেন ঃ লায়লা হতে এ হাদীস যারা বর্ণনা করেছেন তাদের থেকে ওকী' অধিক প্রমাণিত।

৩য় ঃ তাবেয়ীদের এক জামাআত হতে বিশুদ্ধ সনদে আব্দুল্লাহ ইবনু উমার ও আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস হতে বর্ণনা আছে যে, তাঁরা হস্তদ্বয় উত্তোলন করতেন রুকূর সময় এবং রুকূ হতে মাথা উঠানোর সময় এবং তাঁরা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত সনদ পৌঁছিয়েছেন।

৪র্থ ঃ শো'বা বলেছেন ঃ হাকাম মিকসাম হতে চারটি হাদীস ব্যতীত হাদীস শুনেননি। আর এ হাদীস সে চারটির অন্তর্ভুক্ত নয়।

৫ম ঃ হাকাম হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ সাত স্থানে হস্ত উত্তোলনের সমস্ত বর্ণনার মধ্যে এমন কিছুই নেই যে, ঐ স্থান ব্যতীত হস্ত উত্তোলন করা যাবে না এবং এটাও বৈধ প্রমাণিত যে, সাত স্থানে হস্ত উত্তোলন করা সঠিক। এ সাত স্থান ব্যতীত আরও অনেক স্থানে হস্ত উত্তোলন করা যাবে, যা মুতাওয়াতের সূত্রে বর্ণিত।

তার মধ্যে বৃষ্টির জন্যে হস্ত উত্তোলন এবং নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাঁচ ওয়াক্ত সলাতে দু'আর মধ্যে মধ্যে হস্তদ্বয় উত্তোলন করেছেন ও নির্দেশ দিয়েছেন এবং নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজর ও বিতরের কুনূতে হস্তদ্বয় উত্তোলন করেছেন। (নসবুর রায়া ১ম খণ্ড ৩৯১ পৃষ্ঠা, জুযউল রফউল ইয়াদাঈন ১৩৫-১৩৬ পৃষ্ঠা)

[এছাড়া ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার সলাতের অতিরিক্ত তাকবীর সমূহে এবং জানাযার তাকবীর সমূহে হস্ত উত্তোলনের প্রমাণ রয়েছে যা সাত স্থানের বাহিরে।] (অনুবাদক)

১৪৭. আর তউস, আবূ জামরা ও আতা বর্ণনা করেছেন যে, তাঁরা বর্ণনা করেছেন যে, ইবনে আব্বাস (রাঃ) তাঁর হস্তদ্বয় উত্তোলন করেছেন রুকূর সময় এবং যখন রুকূ হতে মাথা উত্তোলন করেছেন। এ কথাসহ যে, ইবনু আবূ লায়লার হাদীস যদি সহীহ হয়, তাঁর কথা "সাত স্থানে হস্ত উত্তোলন" তিনি ওকী হাদীসে বলেননি "এ স্থানসমূহ ব্যতীত উঁচু করা যাবে না"।

١٤٨. فتُرفع في هذه المواطن وعند الركوع وإذا رفع رأسه حتى تستعملَ هذه الأحاديثُ كلها وهذا ليس من التضاد، وقد قال هؤلاء أن الأيديَ تُرْفَعُ في تكبيرات (العيدين) الفطر والأضحى هن أربع عشرة تكبيرة في قولهم، وليس هذا في حديث ابن أبي ليلى *

১৪৮. এ সমস্ত স্থানে হস্ত উত্তোলন করা হবে। রুকূর সময়ে এবং যখন রুকূ হতে মাথা উঠানো হবে, এমন কি এ সমস্ত সকল হাদীসের উপর আমল করা হবে। এর মধ্যে বৈপরীত্য নেই।

আর এরা সকলে বলেন, ঈদুল ফিতর ও আযহার সলাতের তাকবীরসমূহে হস্ত উত্তোলন করা হবে। তাতে ১৪ তাকবীর তাদের কথা অনুযায়ী, আর এটা ইবনু আবূ লায়লার হাদীস মোতাবেক নয়।

١٤٩. وهذا يَدُلُّ أنهم لم يعتمدوا على حديث ابن أبي ليلى قال بعض الكوفيين : يرفع يديه في تكبيرة وهي الجنازة أربع تكبيرات، وهذه كلها زيادةٌ على ابن أبي ليلى *

১৪৯. আর এটা প্রমাণ করে যে, তাঁরা ইবনু আবূ লায়লার হাদীসের উপর ভরসা করেননি। কুফার কতকে বলেছেন ঃ জানাযার সলাতের তাকবীরে হস্তদ্বয় উত্তোলন করতে হবে। আর তা হলো চার তাকবীর। আর এগুলো সব ইবনু আবূ লায়লার হাদীসের অতিরিক্ত।

١٥٠. وقد رُوِيَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم من غير وجهٍ أنه كان يرفع يديه (في) سوى هذه السبعة *

১৫০. আর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে একাধিক সূত্রে বর্ণিত আছে যে, তিনি এ সাত স্থান ব্যতীত হস্তদ্বয় উত্তোলন করেছেন।

١٥١. حَدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ حَدَّثنا حَمَّادُ بن سَلَمَةَ عن ثابتٍ عن أنسٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كان يَرْفَعُ يَدَيْهِ في الاستِسْقَاء *

১৫১. মুসা বিন ইবরাহীম..... আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইস্তিস্কা (বৃষ্টির) সলাতে হস্তদ্বয় উত্তোলন করেছেন।

١٥٢. حَدَّثنا مُسَدَّدٌ حَدَّثنا أَبُو عَوَانَةَ عن سِمَاكِ بنِ حَرْبٍ عن عِكْرِمَةَ عَنْ عَائِشَةَ زَعَمَ أَنَّهُ سَمِعَ مِنْهَا، أَنَّهَا رَأَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَدْعُو رَافِعاً يَدَيْهِ يَقُول : «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ فَلاَتُعَاقِبْنِي، أَيُّمَا رَجُلٍ مِنَ المؤْمِنِينَ آذَيْتُه أو شَتَمْتُه فلا تُعَاقِبْنِي فيه» *

১৫২. মুসাদ্দাদ..... ইকরিমা হতে বর্ণিত; তিনি মা আ'য়শা হতে বর্ণনা করেন ঃ ইকরিমা বলেন যে, তিনি আয়িশা (রাঃ) হতে শুনেছেন। আ'য়িশা (রাঃ) নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছেন তিনি তাঁর হস্তদ্বয় উত্তোলন করে দু'আ করে বলেছেন ঃ আমি একজন মানুষ, তুমি আমাকে শাস্তি দিওনা। মু'মিনদের কোন ব্যক্তি যাকে আমি কষ্ট দেই অথবা তাঁকে গালী দেই সে ব্যপারে আমাকে শাস্তি দিওনা।

١٥٣. حدّثنا عَلِيٌّ حدثنا سُفْيَانُ عن أبي الزِّنَادِ عنِ الأَعْرَجِ عن أبي هريرة قال : اسْتَقْبَلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم القِبْلَةَ وَتَهَيَّأَ ورَفَعَ يَدَيْهِ وقال : «اللهم اهْدِ دَوْساً وائْتِ بِهِمْ» *

১৫৩. আলী..... আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিবলামুখী হলেন এবং প্রস্তুতি নিলেন এবং তাঁর হস্তদ্বয় উত্তোলন করে বললেন ঃ "হে আল্লাহ! দাউস কবিলাকে হেদায়াত দান কর এবং তাঁদের প্রতি রহম কর।"

١٥٤. حَدَّثنا أبو النُعمان حَدَّثنا حمَّادُ بنُ زَيْدٍ حَدَّثنا حَجَّاجٌ الصَّوافُ عَنْ أَبِي الزُبَيْر عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللّهِ أَنَّ الطُّفَيلَ بنَ عَمْروٍ قَالَ للنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : هَلْ لَكَ في حصنٍ ومَنَعةٍ حِصْنِ دَوْسٍ؟ فأبى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لما ذَخَرَ اللّهُ للأَنْصارِ. وَهَاجَرَ الطُّفَيْلُ وهَاجَرَ مَعَهُ رَجُلٌ مِنْ قَومِهِ، فَمَرِضَ الرَّجُلُ، فَجَاءَ إلى قَرْنٍ فَأَخَذَ مِشْقَصاً فَقَطَعَ وَدْجَيْهِ فَمَاتَ، فَرَآهُ الطُّفَيْلُ في المَنَامِ فَقَال : ما فَعَلَ اللّهُ بِكَ؟ قال : غَفَرَ لي بِهِجْرَتِي إلى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. فقال : ما شَأْنُ يَدَيْكَ؟ قَالَ : قِيل إِنَّا لَنْ نُصْلِحَ مِنْكَ ما أَفْسَدْتَ مِنْ نَفْسِكَ. فَقَصَّهَا الطُّفَيْلُ على النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَال : «اللَّهُمَّ وَلِيَدَيْهِ فَاغْفِرْ» فَرَفَعَ يديه *

১৫৪. আবূ নু'মান..... জাবির বিন আব্দুল্লাহ হতে বর্ণিত; তুফাইল বিন আমর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন ঃ আপনার কি এবং দাউস গোত্রের প্রতিরক্ষা দূর্গের ন্যায় দূর্গ প্রয়োজন আছে? অতঃপর

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অস্বীকার করলেন যখন পর্যন্ত না আল্লাহ আনসারদেরকে সম্পদ দান করলেন, তুফাইল হিজরত করলেন, তাঁর সাথে তাঁর গোত্রের একজন লোকও হিজরত করলেন। লোকটি অসুস্থ হয়ে পড়ল। অতঃপর তিনি গোত্রের নিকট আসলেন। অতঃপর ছুরি নিলেন এবং তার দু'হাত কেটে ফেললেন, অতঃপর তিনি মারা গেলেন। তুফাইল তাঁকে স্বপ্নে দেখলেন। অতঃপর বললেন ঃ আল্লাহ আপনার সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছেন? তিনি বললেন ঃ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট হিজরত করার কারণে আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।

অতঃপর তুফাইল বললেন ঃ তোমার দু'হাতের অবস্থা কি? তিনি বললেন ঃ বলা হলো যা তুমি স্বেচ্ছায় নষ্ট করেছ তা তোমাকে কখনই ঠিক করে দেব না। অতঃপর তুফাইল নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট উক্ত ঘটনা বর্ণনা করলেন। অতঃপর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ হে আল্লাহ! তাঁর দু'হাত ঠিক করে দাও,অতঃপর ক্ষমা কর। অতঃপর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হস্তদ্বয় উত্তোলন করলেন।

١٥٥. حدّثنا قُتَيْبَةُ حَدَّثنا عَبْدُ العزيز بنُ مُحمَّدٍ عَنْ علقمة (بن أبي علقمة) عَنْ أُمّه عن عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : خَرَجَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم ذاتَ ليلةٍ، فـأَرْسَلتُ بَرِيرَةَ في أَثَرِهِ لتَنْظُرَ أَيْن يَذْهَبُ، فَسلَكَ نَحْوَ بَقِيعَ الغَرْقَدِ فَوَقَفَ في أدنى البَقِيع ثم رَفَعَ يَدَيْهِ ثم انْصَرَفَ، فَرَجَعَتْ بَرِيرةُ فَأَخْبَرَتْنِي، فَلَمّا أَصْبَحْتُ سَأَلْتُهُ فَقُلْتُ : يا رَسُول (الله) أَيْنَ خَرَجْتَ اللَّيْلَةَ؟ قال : «بُعِثْتُ إلى أَهْل البَقِيعِ لأُصَلِّيَ عَلَيْهِمْ» *

১৫৫. কুতাইবা..... আ'য়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন এক রাত্রে বের হলেন। অতঃপর আমি বারীরাকে তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করার জন্যে পাঠালাম যেন বারীরা দেখে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোথায় যাচ্ছেন।

অতঃপর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাকী গারকাদ নামক স্থানে চললেন এবং বাকীর নিকটে দাঁড়ালেন। অতঃপর হস্তদ্বয় উত্তোলন করলেন, অতঃপর ফিরে আসলেন। বারীরাও ফিরে আসল এবং আমাকে সংবাদ দিল। অতঃপর যখন আমি সকালে উপনীত হলাম, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল! রাত্রে আপনী কোথায় বের হয়ে ছিলেন? তিনি বললেন ঃ "বাকীদের জন্যে প্রেরিত হয়েছিলাম যেন তাঁদের উপর অনুগ্রহ কামনা করি।"

١٥٦. حَدَّثنا مُسْلِمٌ حَدَّثنا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ رَبِّه بنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ بنِ إبْرَاهِيمَ التَّيمِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ رأى النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم يَدْعُو عِنْدَ أَحْجَارِ الزَّيْتِ باسِطاً كَفَّيه *

১৫৬. মুসলিম..... মুহাম্মদ বিন ইবরাহীম আত্-তাইমী হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ আমাকে সংবাদ দিয়েছেন যিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছেন আহজারে ঝাইতের নিকট, তিনি তাঁর দুহাত প্রশ্বস্ত করে দু'আ করেছেন।

١٥٧. حَدَّثنا يَحيى بنُ موسى حدَّثنا عَبْدُ الحميدِ حَدَّثنا إسْمَاعِيلُ – هو ابنُ عَبْدِ المَلِكِ – عَنِ ابنِ أَبِي مُلَيكة عن عائشة قالت : رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم رافعاً يَدَيْهِ حتى بدا ضَبْعَيهِ يَدْعُو بهن لعثمان رضي الله عنه *

১৫৭. ইয়াহ্ইয়া বিন মুসা........ আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে হস্তদ্বয় উত্তোলন করতে দেখেছি, এমন কি তাঁর দু'হাত প্রকাশ করে হাত উঠিয়ে উসমান (রাঃ)-এর জন্যে দু'আ করলেন। (২৬)

١٥٨ . حَدَّثنا أَبُو نُعَيْم حَدَّثنا الفُضَيْلُ بنُ مَرْزُوق عَنْ عَدَيٍّ بنِ ثَابِتِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَال : ذَكَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إلى الله عَزّ وجَلّ : يا رَبِّ يا رَبِّ، مَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، ومَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وغُذِّيَ بالحَرَامِ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لذلك *

১৫৮. আবূ নুয়াঈম........ আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ এক ব্যক্তির কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উল্লেখ করলেন। সে ব্যক্তি দীর্ঘ সময় সফর করেছে, উস্ক খুস্ক চুল ধূলি-ধুসরিত শরীর। সে ব্যক্তি তাঁর দু'হাতকে মহান আল্লাহর দিকে প্রসারিত করে বলে ঃ হে আমার প্রভু! হে আমার প্রভূ! তার খাদ্য হলো হারাম, তার পানীয়

---

(২৬) عن عائشة قالت : دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى لحما فقال : «من بعث هذا؟» قلت عثمان. قالت : فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رافعا يديه يدعو لعثمان . رواه البزارفى مسنده (٢٥٠٨) مجمع الزوائد (٨٥:٩)

আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে প্রবেশ করে গোশ্ত দেখতে পেলেন, তিনি বললেন ঃ কে গোশ্ত পাঠিয়েছে?

আমি বললাম উসমান। আয়িশা বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে দেখলাম হস্তদ্বয় উত্তোলন করে উসমানের জন্যে দু'আ করছেন। (মুসনাদে বায্যার ২৫০৮ পৃষ্ঠা, মাজমাউয যাওয়ায়েদ ৯ম খণ্ড ৮৫ পৃষ্ঠা)

হলো হারাম, তার পোষাক হলো হারাম এবং প্রতিপালিত হয়েছে হারাম দ্বারা। অতএব, তার দু'আ কিভাবে গ্রহণ করা হবে।

١٥٩ . أَخْبَرَنا مُسْلِمُ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الله بنُ دَاوُدَ عن نُعَيْمِ بنِ حَكِيمٍ عَن أَبِي مَرْيَمَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ : رَأَيْتُ امْرَأَةَ الوَلِيدِ جَاءَتْ إلى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تَشْكُو إِلَيْهِ زَوْجَهَا أَنَّهُ يَضْرِبُهَا، فَقَالَ لَهَا : «اذهَبِي فَقُولِي لَهُ : كَيْتَ وكَيْتَ» فَذَهَبَتْ ثُمَّ رَجَعَت فقَالَتْ : إِنّه عَاد يَضْرِبُنِي، فَقَال : لها : «اذْهَبِي فَقُولِي لَهُ إنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولَ لَكَ»، فَذَهَبَتْ ثم عَادَتْ فَقَالت : إنَّهُ يَضْرِبُنِي، فَقَالَ : «اذهبي فقولي له : كيت وكيت»، فقالت له : إِنَّهُ يَضْرِبَنِيْ. فَرَفَعَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ وَقَالَ : «الَّهُمَّ عَلَيْكَ بِالْوَلِيدِ» *

১৫৯. মুসলিম........ আলী (রাঃ) বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ আমি ওয়ালীদের স্ত্রীকে দেখলাম, তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলেন। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট তাঁর স্বামী সম্পর্কে অভিযোগ করলেন যে, সে তাঁকে প্রহার করে। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন ঃ তুমি যাও, অতঃপর তাঁকে এগুলো এগুলো বলো। অতঃপর সে চলে গেল এবং ফিরে আসল। অতঃপর বলল, সে আমাকে পুনরায় মেরেছে। অতঃপর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহিলাকে বললেন ঃ তুমি ফিরে গিয়ে তাঁকে বলো, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাকে বলেছে। অতঃপর সে চলে গেল, অতঃপর ফিরে এসে বললো, সে আমাকে মেরেছে। অতঃপর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তুমি চলে যাও এবং তাকে এগুলো-এগুলো বলো। মহিলাটি বললো ঃ সে আমাকে মারবে। অতঃপর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে তাঁর হস্ত উত্তোলন করলেন এবং বললেন ঃ হে আল্লাহ! ওয়ালীদের প্রতি শাস্তি অপরিহার্য করে দাও।

١٦٠. حَدَّثنا مُحمَّد بنُ سَلاَمٍ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ جَعْفَر عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَحَطَ المَطَرُ عَاماً، فَقَامَ بَعَضُ المُسْلِمِينَ إلى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ جُمُعة فَقَالَ : يَارَسُولَ الله، قَحَطَ المَطَرُ، وَأَجْدَبَتِ الأَرْضُ، وَهَلَكَ المَالُ. فَرفَعَ يَدَيْهِ ومَا تَرى في السَّمَاء سَحَابةً، فَمَدَّ يَدَيْهِ حتى رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ يَسْتَسْقِي اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ، فَمَا صَلَّيْنَا الجُمُعَةَ حَتى أَهَمَّ الشَّابَّ القريبَ الدَّارِ الرُّجوعُ إلى أَهْلِهِ فَدَامَتْ جُمُعَةً حَتّى كَانَتِ الجُمُعَةُ التي تَلِيها. قال : يا رَسُولَ الله، تَهَدَّمَتِ البُيُوتُ وحُبِسَ الرُّكْبَانُ، فَتَبَسَّمَ لسُرْعَةِ مِلاَلَةِ ابنِ آدَمَ، وقَالَ بِيَدِهِ : «اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا» فَتَكَشَّطَتْ عَنِ الْمَدِيْنَةِ.

১৬০ মুহাম্মাদ বিন সালাম..... আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ এক বছর অনাবৃষ্টি হলো। জুমু'আর দিন মুসলিমদের কতক নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট দাঁড়িয়ে বললো ঃ হে আল্লাহর রাসূল! অনাবৃষ্টি হয়েছে এবং জমিন অনুর্বর হয়ে গেছে। মাল-সম্পদ ধ্বংস হয়ে গেছে। অতঃপর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হস্তদ্বয় উত্তোলন করলেন সে সময়ে আকাশে কোন আব্ব বা মেঘ দেখা গেল না। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হস্তদ্বয়[উত্তোলন]প্রসারিত করলেন, এমনকি আমি তাঁর দু'বগলের শুভ্রতা দেখতে পেলাম। তিনি মহান সম্মানিত আল্লাহর নিকট বৃষ্টি চাইলেন। অতঃপর আমরা জুমু'আর সলাত আদায় করলাম। এমনকি নব যুবককে তার বাড়িতে পরিবারের নিকট ফিরে যাওয়ার চিন্তায় ফেলে দিল। বৃষ্টি এক জুমু'আ অর্থাৎ এ সপ্তাহ স্থায়ী হলো এমনকি পরবর্তী জুমু'আ এসে গেল। কেউ দাঁড়িয়ে বলল ঃ হে আল্লাহর রাসূল! বাড়ীসমূহ ধ্বংস হযে যাচ্ছে। আরোহণকারীরা অর্থাৎ লোকেরা আবদ্ধ হয়ে গেছে (অর্থাৎ আটকা পড়ে গেছে)।

অতঃপর আদম সন্তান দ্রুত পরিতৃপ্ত হয়ে যাওয়ায় নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুচকী হাসলেন। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাত দ্বারা অর্থাৎ হাত তুলে বললেন হে আল্লাহ! আমাদের পার্শ্ববর্তী এলাকাতে (বৃষ্টি) দাও। আমাদের উপর দিওনা। অতঃপর মদীনা হতে বৃষ্টি দূরীভূত হয়ে গেল।

١٦١. حَدَّثنا مُسَدَّدٌ حَدَّثنا يَحْيى بنُ سَعِيدٍ عَنْ جَعْفَرَ حَدَّثني أبو عُثْمَانَ قَالَ : كنا نَجِيءُ وعُمَرُ يَومُ النَّاسَ ثم يَقْنُتُ بِنَا بَعْدَ الرُّكُوعِ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حتى تَبْدُو كَفَّاهُ ويَخْرُجُ ضُبْعَاه *

১৬১. মুসাদ্দাদ ..... আবূ উসমান (রাঃ) বলেন ঃ উমার লোকদেরকে ইমামতি করা অবস্থায় আমরা আসছিলাম। অতঃপর উমার রুকূর পরে আমাদেরকে নিয়ে কুনূত পাঠ করলেন এবং তাঁর দু'হস্ত উত্তোলন করলেন এমন কি তার হাতের তালু প্রকাশিত হলো এবং তাঁর দু'হাত প্রসারিত কর বদদু'আ করলেন।(২৭)

١٦٢. حَدَّثنا قُبَيْصَةُ حَدَّثنا سُفْيَانُ عَن أَبي عَلِيٍّ – هُوَ جَعْفَرُ بْنُ

---

(২৭) عن أبى عثمان قال : صليت خلف عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقرأ تهانين آية من البقرة وقنت بعد الركوع ورفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه ورفع صوته بالدعاء حتى سُمع من وراء الحائط . رواه البيهقى فى المعرفة ج٣ صـ ١٣٢

আবূ উসমান হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি উমার বিন খাত্তাবের পিছনে সলাত পড়েছি, তিনি সূরা আল-বাকারার আশি আয়াত পাঠ করলেন এবং রুকূর পর দু'আ কুনুত পাঠ করলেন এবং হস্তদ্বয় এমনভাবে উঁচু করে রাখলেন যে, তাঁর বগলের সাদা অংশ দেখতে পেলাম এবং দু'আ উচ্চৈঃস্বরে করলেন যা প্রাচীরের পিছন থেকে শুনা গেল। (বায়হাকীর মারেফা ৩য় খণ্ড ১৩২ পৃষ্ঠা, সুনান ২য় খণ্ড ২১২ পৃষ্ঠা)

مَيْمُوْنَ بَيَّاعُ الْأَنْمَاطِ قَالَ : سَمِعْتُ أبا عُثْمَان قال : كَان عُمَرُ يَرْفَعُ يَدَيْهِ في القُنوت *

১৬২. কুবাইসা..... আবূ আলী তিনি জাফর বিন মায়মূন চাদর ব্যবসায়ী, তিনি বলেন ঃ আমি আবূ উসমান এর নিকট শুনেছি তিনি বলেন ঃ উমার (রাঃ) কুনূতে তাঁর হস্তদ্বয় উত্তোলন করতেন।

١٦٣. حَدَّثنا عَبْدُ الرَّحِيمِ المُحَارِبِيُّ حَدَّثنا زَائِدَةُ عن ليثٍ عن عبد الرحمن بن الأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ عَن عَبْدِ الله أنه كان يَقْرَأُ في آخر ركعةٍ من الوتر { **قُل هُوَ اللهُ أَحَدٌ** } ثم يرفع يديه ويقنت قبل الركعة *

১৬৩. আবদুর রহীম মুহারেবী..... আব্দুল্লাহ হতে বর্ণিত; তিনি বিত্‌রের শেষ রাক'আতে কুলহুআল্লাহু আহাদ পাঠ করতেন। অতঃপর তিনি তাঁর দু'হাত উত্তোলন করতেন এবং রুকূর পূর্বে কুনূত পড়লেন।

١٦٤. قال البخاري : هذه الأحاديث كلها صحيحةٌ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يُخَالِفُ بَعْضُهَا بَعْضاً وَلَيْسَ فِيْهَا تَضَادٌّ لِأَنَّهَا فِيْ مواطن مختلفة *

১৬৪. ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন ঃ এ সমস্ত হাদীস সকলই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে সহীহ। এ হাদীসের ব্যাপারে কেউ কারও বিপরীত করেননি এবং এর মধ্যে বৈপরিত্যও নেই। কেননা, এ হাদীসসমূহ বিভিন্ন স্থানের।

١٦٥. قَالَ ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ : مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَرْفَعُ يَدَيْهِ في الدعاءِ إِلاَّ فِيْ الْإِسْتِسْقَاءِ *

১৬৫. সাবেত বলেন, আনাস হতে বর্ণিত; আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বৃষ্টির দু'আ ব্যতীত দু'আয় হস্তদ্বয় উত্তোলন করতে দেখিনি।

١٦٦. فَأَخْبَرَ أَنَسٌ بِمَا كَانَ عِنْدَهُ وما رأى مِنَ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم، ولَيْسَ هذا بِمخَالِفٍ لِرَفْعِ الأَيْدِي في أَوَّلِ التَّكْبِيرَةِ *

১৬৬. অতঃপর আনাস সংবাদ দিয়েছেন যা তাঁর নিকট ছিল এবং যা তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে দেখেছেন। আর এটা প্রথম তাকবীরে হাত উত্তোলনের বিপরীত নয়।

١٦٧. وقد ذَكَرَ أيضاً أَنَسٌ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إذا كبَّرَ وإذَا رَكَعَ، وقوله «في الدعاء» سوى الصلاة وسوى رفْعِ الأيدي في القنوت *

১৬৭. আর আনাস (রাঃ) এটাও উল্লেখ করেছেন যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাকবীর দিতেন এবং রুকূ করতেন, তাঁর হস্তদ্বয় উত্তোলন করতেন এবং আনাস (রাঃ)-এর কথা "দু'আর মধ্যে"। এটা সলাত ব্যতীত এবং কুনূতে হস্ত উত্তোলন ব্যতীত।(২৮)

١٦٨. حَدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ عَنْ يحيى بنِ سَعيدٍ عن حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ الركوع *

---

(২৮) عن أنس قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى صلاة الغداة رفع يديه فدعا عليهم ..... رواه احمد فى مسنده ج ٣ صـ ١٣٧

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি ফজরের সলাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে দেখেছি তিনি দু'হস্ত উত্তোলন করেছেন এবং তাদের উপর দু'আ করেছেন। (মুসনাদে আহমাদ ৩য় খণ্ড ১৩৭ পৃষ্ঠা)

১৬৮. মুহাম্মাদ বিন বাশ্‌শার..... আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, তিনি রুকূর সময় তাঁর হস্তদ্বয় উত্তোলন করতেন।

١٦٩. حَدَّثنا آدمُ بنُ أبي إياسٍ حَدَّثنا شُعْبَةُ حَدَّثنا قَتَادَةُ عَنْ نَصْرِ بن عَاصِمٍ عَنْ مَالِكِ بنِ الحُوَيْرِثِ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا كَبَّرَ (وإذا ركَعَ) وإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ حذاء أذنيه *

১৬৯. আদাম বিন আবূ ইয়াস..... মালেক বিন হুওয়াইরিস হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর হস্তদ্বয় উঁচু করতেন যখন তাকবীর দিতেন এবং যখন রুকূ করতেন এবং যখন রুকূ হতে মাথা উঠাতেন ঃ হাত তাঁর কর্ণ বরাবর করতেন।

١٧٠. قال البخاريُّ : والذي يقول كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند الركوع وإذا رفع رأسه من الركوع وما زاد على، وأبو حميد في عشرةٍ من أصحابه أَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا قام من السجدتين كله صحيح لأنه لم يحكوا صلاةً واحدةً فيختلفوا في تلك الصلاة بعينها، مع أنه لا اختلافَ في ذلك، إنما زاد بعضهم على بعض، والزيادة مقبولة من أهل العلم *

১৭০. ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন ঃ যিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকূর সময় তাঁর দু'হাত উচুঁ করতেন এবং যখন রুকূ হতে মাথা উঠাতেন এবং আবূ হুমাইদ দশজন সাহাবার মধ্যে অতিরিক্ত বর্ণনা করেন যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাত উঁচু করতেন যখন দু রাক'আত থেকে দাঁড়াতেন। সকল হাদীসই সহীহ। কেননা, তাঁরা

একই সলাতের কথা বর্ণনা করেননি। অতএব, তাঁরা মতভেদ করেছেন ঐ সলাতের হুবহু বর্ণনা করার ব্যাপারে, এটা সহ যে, ঐ ব্যাপারে মতভেদ নেই। বরং তাঁদের কতকে কতকের উপর বর্ণনা করা ব্যাপারে অতিরিক্ত করেছেন। আর অতিরিক্ত বর্ণনা করা বিদ্বানদের নিকট গ্রহণযোগ্য।

١٧١. والذي قال أبوبكر بن عَيَّاشٍ عن حُصَيْنٍ عن مُجَاهِدٍ (قال) : ما رأيتُ ابنَ عُمَرَ يرفع يديه في شيءٍ من الصلاة إلا في التكبيرة الأولى، فقد خُولف في ذلك عن مجاهد، قال وكيع : عن الربيع بن صبيح قال : رأيتُ مجاهداً يرفع يديه *

১৭১. যেটা আবূ বকর বিন আয়্যাশ বলেছেন ঃ তিনি হুসাইন হতে, তিনি মুজাহিদ হতে, তিনি বলেন, আমি ইবনু উমার (রাঃ)-কে প্রথম তাকবীর ব্যতীত সলাতে হস্তদ্বয় উত্তোলন করতে দেখেনি বরং এ ব্যাপারে মুজাহিদ হতে বিপরীত বর্ণিত হয়েছে। ওকী বলেন, তিনি রবী' বিন সুবাইহ হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন ঃ আমি মুজাহিদকে তাঁর দু'হস্ত উত্তোলন করতে দেখেছি।

١٧٢. (وقال عبد الرحمن بن مهدي عن الربيع : رأيتُ مجاهداً يرفع يديه) إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع *

১৭২. আব্দুর রহমান বিন মাহদী বলেন, তিনি রবী' হতে, আমি মুজাহিদকে তাঁর হস্তদ্বয় উত্তোলন করতে দেখেছি। যখন রুকূ করতেন এবং যখন তিনি রুকূ হতে মাথা উঠাতেন।

١٧٣. وقال جريرٌ عن ليثٍ عن مجاهد أنه كان يرفع يديه، وهذا أحفظ عند أهل العلم *

১৭৩. জারীর বলেন, তিনি লাইস হতে, মুজাহিদ হতে বর্ণিত যে, তিনি তাঁর হস্তদ্বয় উঁচু করতেন। এটা বিদ্বানদের নিকট অধিক সংরক্ষিত।

١٧٤. قال صدقةُ : إنَّ الذي روى حديث مجاهد عن ابن عمر أنه لم يرفع يديه إلا في أول التكبيرة كان صاحبه قد تغير بأخرة. والذي رواه الربيع والليث أولى مع أن طاوساً وسالماً ونافعاً وأبا الزبير ومحارب بن دثار وغيرهم قالوا : رأينا ابنَ عُمَرَ يرفع يديه إذا كبر وإذا ركع *

১৭৪. সাদাকা বলেন, মুজাহিদের যে হাদীস বর্ণিত, ইবনু উমার হতে যে, তিনি প্রথম তাকবীর ব্যতীত হস্তদ্বয় উত্তোলন করেননি, তার ছাত্র শেষের দিক পরিবর্তন করে দিয়েছে। আর যে হাদীস রবী' ও লাইস বর্ণনা করেছেন অধিক উত্তম এ যে, তউস, সালেম, নাফে', আবূ যুবাইর মুহারেব বিন দিসার এবং তাঁদের ছাড়া অনেকে বলেন ঃ আমরা ইবনু উমার (রাঃ)-কে তাঁর হস্তদ্বয় উত্তোলন করতে দেখেছি যখন তিনি তাকবীর বলতেন এবং যখন রুকূ করতেন।

١٧٥. قال مُبَشِّرُ بنُ إسْمَاعيلَ حدّثنا تَمَّامُ بنُ نَجيحٍ قال : نزل عمرُ بنُ عَبْدِالعزيزِ على بابِ حلب فقالوا : انطلقوا بها نَشْهَدُ الصَّلاةَ مع أمير المؤمنين، فصلى بنا الظهر والعصر ورأيتُه يرفع يديه حين يركع *

১৭৫. মুবাশ্শির বিন ইসমাঈল বলে ঃ আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন তাম্মাম বিন নাজীহ। তিনি বলেন, উমার বিন আব্দুল আযীয হাল্‌ব (আলেপ্পো নগরী) শহরে অবতরণ করলেন । অতঃপর নগরবাসী বললেন তোমরা আমাদেরকে নিয়ে চলো আমরা আমীরুল মু'মিনীন এর সাথে সলাতে উপস্থিত থাকব। অতঃপর উমার বিন আব্দুল আযীয আমাদেরকে যহুর ও আসরের সলাত পড়ালেন। আমি তাঁকে দেখেছি যখন তিনি রুকূ করেছেন হস্তদ্বয় উত্তোলন করেছেন।

١٧٦. حَدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ مُقَاتلٍ أَنْبأَنا عبدُ الله أَنْبأَنا يُونُس عن الزُّهريِّ عن سالمٍ عن عبدِ اللّهِ بنِ عُمَرَ قال : رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة يرفع يَدَيْهِ حتى يكونا حذْوَ مَنْكَبَيْهِ وكان يفعل ذلك حين يُكَبِّرُ للرُّكوع، ويفعل ذلك إذا رَفَع رأسه من الركوع، ويقول : «سمع الله لمن حمده» ولا يفعل ذلك في السجود *

১৭৬. মুহাম্মাদ বিন মুকাতিল..... আব্দুল্লাহ বিন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে দেখেছি যখন তিনি সলাতে দাঁড়াতেন তাঁর হস্তদ্বয় উঁচু করতেন, এমন কি তাঁর দু'হাত কাঁধ বরাবর হয়ে যেত এবং যখন তিনি রুকূর তাকবীর দিতেন হস্তদ্বয় উঁচু করতেন এবং যখন রুকূ হতে মাথা উঠাতেন এভাবে হস্তদ্বয় উঁচু করতেন এবং বলতেন সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ আর এটা সিজদার সময় করতেন না।

١٧٧. حَدَّثنا مُوسى بنُ إسْمَاعيلَ حَدَّثنا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ عَن يحيى بنِ (أبي) إسْحَاقَ قَالَ : رَأَيْتُ أَنَسَ بنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ يَرْفَعُ يَدَيْهِ بَيْنَ السَّجْدَتَينِ * قال البخاريُّ : وحديثُ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أولى *

১৭৭. মুসা বিন ইসমাঈল..... ইয়াহ্ইয়া বিন আবূ ইসহাক বলেন ঃ আনাস বিন মালিক (রা)-কে দু' সিজদার মাঝে হস্তদ্বয় উত্তোলন করতে দেখেছি।

ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদীস অধিক উত্তম।

١٧٨. حدّثنا عليُّ بنُ عبد الله حدَّثنا سُفْيَانُ حَدَّثنا عَمْرو بنُ دينارٍ عن سَالِمِ بنِ عبْدِ الله قال : سُنَّةُ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أَحَقُّ أن تُتَّبَع *

১৭৮. আলী বিন আব্দুল্লাহ..... সালেম বিন আব্দুল্লাহ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাত হলো অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে অনুসরণ করা।

١٧٩. حَدَّثنا قُتَيْبَةُ حَدَّثنا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الكَرِيمِ عن مُجَاهِدٍ قَال : لَيْسَ أَحَدٌ بَعْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إلا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ ويُتْرَكُ إلا النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم *

১৭৯. কুতাইবা..... মুজাহিদ হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পরে এমন কেউ নেই যে, তার কথা গ্রহণ করা যায় এবং পরিত্যাগ করা যায় নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথা ব্যতীত।

١٨٠. حدّثنا فُدَيْكُ بنُ سُلَيْمَانَ أَبُو عِيسى قَالَ : سَأَلْتُ الأَوْزَاعِيَّ قُلت : يا أبا عمرو، ما تَقُول في رَفْعِ الأَيْدي مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ وهو قائمٌ في الصلاة؟ قال : ذلكَ الأمرُ الأول *

১৮০. ফুদাইক বিন সুলাইমান আবূ ঈসা আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করে বলেন ঃ আমি আওযায়ীকে জিজ্ঞাসা করেছি। আমি বললাম ঃ হে আবূ আমর সলাতে দাঁড়ানো অবস্থায় প্রত্যেক তাকবীরে হস্ত উত্তোলন সম্পর্কে আপনি কি বলেন? তিনি বললেন ঃ এটা প্রথম সময়ের কাজ।(২৯)

---

(২৯) عن الأوزاعى قال : بلغنا أن من السنة فيما أجمع عليه علماء أهل الحجاز والبصرة والشام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه حين == يكبر للركوع وحين يرفع رأسه منه إلا أهل الكوفة فإنهم خالفوا فى ذلك أئمتهم. قيل للأوزاعى فإن أنقص من ذلك شيئا؟ قال : ذلك نقص من صلاته رواه الطبرى وابن عبد البر فى الإستذكار ج٢ صـ ١٢٦-١٢٧

আওযায়ী হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমাদের নিকট সুন্নাত হিসাবে পৌঁছেছে, যে বিষয়ে হিজায, বসরা ও শামের আলেমগণ ঐক্যমতে পৌঁছেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন রুকূর জন্যে তাকবীর দিতেন হস্তদ্বয় কাঁধ বরাবর উত্তোলন করতেন। এবং যখন রুকূ হতে মাথা উঠাতেন তখনও হস্তদ্বয় উত্তোলন করতেন।

কিন্তু কুফাবাসী ব্যতীত, তাদের আলিম হস্তদ্বয় উত্তোলনের বিরোধিতা করতেন। আওযায়ী-কে বলা হলো ঃ কেউ যদি এর থেকে কম করে তাহলে কি হবে? তিনি বললেন ঃ তাহলে সে তার সলাতকে কম করলো। (তাবারী, ইবনু আব্দুল বার এর আল এসতেযকার ২য় খণ্ড ১২৬, ১২৭ পৃঃ)

١٨١. وسُئِلَ الأوزاعيُّ وأَنَا أَسْمَعُ عن الإيمان فقال : الإيمان يزيد وينقص، فَمَنْ زعم أَنَّ الإيمان لا يزيد ولا ينقص فهو صاحب بِدْعَةٍ فاحذروه *

১৮১. আওযায়ীকে ইমাম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো, আর আমি শুনতে ছিলাম, অতঃপর তিনি বললেন ঃ ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং হ্রাস পায় (কমে)। যে ব্যক্তি ধারণা করবে যে, ঈমান বাড়েও না কমেও না সে বিদআতী। অতএব তাকে পরিহার করে চলো।

١٨٢. حدّثنا محمد بن عَرْعَرَةَ حدّثنا جَرِيرُ بنُ حَازِمٍ قال : سمعت نافعاً قال : كان ابن عمر إذا كبّر على الجنازة يرفع يديه *

১৮২. মুহাম্মাদ বিন আরয়ারা..... নাফে' বলেন, ইবনু উমার যখন জানাযার সলাতে তাকবীর দিতেন হস্তদ্বয় উত্তোলন করতেন।(৩০)

١٨٣. حدّثنا عليُّ بنُ عبد الله حدثنا عَبدُ الله بنُ إدريسَ قال : سمعت عُبَيْدَ الله عن نافعٍ عن ابنِ عُمَرَ أنه كان يرفع يديه في كُلِّ تكبيرةٍ على الجنازة وإذا قام من الركعتين *

১৮৩. আলী বিন আব্দুল্লাহ..... ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, তিনি জানাযার সলাতে প্রত্যেক তাকবীরে হস্তদ্বয় উত্তোলন করতেন এবং যখন দু'রাক'আত হতে দাঁড়াতেন।

١٨٤. حدّثنا أحمد بن يونس حدّينا زهيرٌ حدّثنا يحيى بنُ سعيدٍ أن نافعاً أخبره أنَّ عبدَ الله بنَ عمر كان إذا صلّى على الجنازة رفع يديه *

১৮৪. আহ্মাদ বিন ইউনুস..... আব্দুল্লাহ বিন উমার (রাঃ) যখন জানাযার সলাত পড়তেন হস্তদ্বয় উত্তোলন করতেন।

١٨٥. حَدَّثنا أبو الوليد حَدَّثنا عُمَرُ بن أبي زائدَة قال : رأيتُ قيس بنَ أبي حازمٍ كَبَّرَ على جنازةٍ فرفع يديه في كل تكبيرة *

---

(৩০) عن ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى على الجنازة رفع يديه فى كل تكبيرة وإذا انصرف سلم. رواه الدارقطنى فى علله – نصب الراية ج ٢ صـ ٢٨٥

ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন জানাযার সলাত পড়তেন প্রত্যেক তাকবীরে হস্তদ্বয় উত্তোলন করতেন। এবং যখন শেষ করতেন সালাম ফিরাতেন। (বায়হাকীর ইলাল। নসবুর রায়া ২য় খণ্ড ২৮৫ পৃষ্ঠা)

১৮৫. ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আবূল অলীদ, তিনি বলেন ঃ আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন উমার বিন আবূ যায়েদা, তিনি বলেন ঃ আমি কাইস বিন আবূ হাযেমকে দেখেছি তিনি জানাযার সলাতে তাকবীর দিয়ে প্রত্যেক তাকবীরে হস্তদ্বয় উত্তোলন করেছেন।

١٨٦. حدّثنا مُحَمَّدُ بن أبي بكر المُقَدِّميُّ حدثنا أبو معشر يوسف البرَّاء حَدَّثنا مُوسى بن دِهْقَان قال : رأيتُ أبَانَ بنَ عُثْمَانَ يُصلي على الجنازة فَكَبَّرَ أربعاً يرفع يديه في أول التكبيرة *

১৮৬. মুহাম্মদ বিন আবূ বকর..... মূসা বিন দিহ্কান বলেছেন ঃ আমি আবান বিন উসমানকে জানাযার সলাত পড়তে দেখেছি, তিনি চার তাকবীর দিলেন, প্রথম তাকবীরে হস্তদ্বয় উত্তোলন করলেন।

١٨٧. حدّثنا عليُّ بن عبد الله وإبراهيمُ بنُ المنذر قالا : حدثنا مَعْنُ بن عيسى حدّثنا أبو الغُصْن قال : رأيتُ نَافِعَ بنَ جُبَيْرٍ يرفع يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكبيرةٍ على الجنازة *

১৮৭. আলী বিন আব্দুল্লাহ..... আবূল গুছন বলেন ঃ আমি নাফে' বিন জুবাইরকে দেখেছি তিনি জানাযার সলাতের প্রত্যেক তাকবীরে হস্তদ্বয় উত্তোলন করলেন।

١٨٨. حَدَّثنا محمدُ بن المثنى حدثنا الوليدُ بنُ مُسْلِمٍ قال : سَمِعْتُ الأَوْزَاعيَّ عن غَيْلاَن بن أنسٍ قال : رأيتُ عمر بن عبد العزيز يرفع يديه مع كل تكبيرةٍ على الجنازة *

১৮৮. মুহাম্মদ বিন মুসান্না..... গাইলান বিন আনাস হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি উমার বিন অব্দুল আযীযকে জানাযার সলাতের প্রত্যেক তাকবীরে হস্তদ্বয় উত্তোলন করতে দেখেছি।

١٨٩. حدّثنا عليٌّ بن عَبْدِ الله حدثنا زيدُ بن حُبَابٍ حدثنا عبد الله بنُ العَلاءِ قال : رَأيْتُ مَكْحُولاً صلى عَلى جَنَازَةٍ وكَبَّرَ عليها أربعاً ويَرْفَعُ يَدَيْهِ مع كُلِّ تكبيرة *

১৮৯. আলী বিন আব্দুল্লাহ..... আব্দুল্লাহ বিন আ'লা বলেন ঃ আমি মাকহুলকে জানাযার সলাত পড়তে দেখেছি, তিনি জানাযার সলাতে চার তাকবীর দিলেন এবং প্রত্যেক তাকবীরের সাথে দু'হাত উত্তোলন করলেন।

١٩٠. حدثنا عليُ بن عبد الله حدثنا أبو مُصْعَبٍ صَالِحُ ابن عُبيدٍ قال : رأيتُ وهبَ بن مُنَبِّهٍ يمشي مع جنازةٍ فَكَبَّر أربعاً يرفع يديه مع كل تكبيرة *

১৯০. আলী বিন আব্দুল্লাহ..... সালেহ বিন উবাইদ বলেন ঃ আমি ওহাব বিন মুনাববীহ্‌কে জানাযার সাথে চলতে দেখেছি। তিনি চার তাকবীর দিলেন এবং প্রত্যেক তাকবীরের সাথে দু-হাত উত্তোলন করলেন।

١٩١. حدثنا عليٌّ بنُ عبد الله أنبأنا عبدُ الرزاق أنبأنا معمر عن الزهري أنه كان يرفع مع كل تكبيرةٍ على الجنازة *

১৯১. আলী বিন আব্দুল্লাহ..... যুহ্‌রী হতে বর্ণিত যে, তিনি জানাযার প্রত্যেক তাকবীরে দু-হাত উত্তোলন করতেন।

١٩٢. قال وكيعٌ عن سفيان عن حمادٍ : سألتُ إبراهيمَ فقال : يرفع يديه في أول التكبيرة *

১৯২. ওকী বলেন, সুফিয়ান হতে, তিনি হাম্মাদ হতে (হাম্মাদ বলেন) আমি ইব্‌রাহীমকে জিজ্ঞাসা করেছি। অতঃপর তিনি বলেন ঃ তিনি প্রথম তাকবীরে দু-হাত উত্তোলন করেছেন।

١٩٣. وخالفه محمدُ بن جابرٍ عن حَمَّاد عن إبراهيمَ عن علقمة عن عبد الله أنّ أبا بكرٍ وعمرَ رضي الله عنهما *

১৯৩. তাঁর বিপরীত বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ বিন জাবের, তিনি হাম্মাদ হতে, তিনি ইব্‌রাহীম হতে, তিনি আলকামা হতে, তিনি আব্দুল্লাহ হতে যে, আবূ বকর ও উমার (রাঃ)।

١٩٤. قال البخاريُّ : وحديثُ الثوريِّ أَصَحُّ عند أهل العلم مع أنه قد رُوي عن عُمر عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجهٍ أنه رفع يديه *

১৯৪. ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন ঃ বিদ্বানদের নিকট সাওরীর হাদীস অধিক সহীহ, এ কথা সহ যে, উমার হতে বর্ণিত আছে, তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে একাধিক সূত্রে বর্ণনা করেন যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হস্তদ্বয় উত্তোলন করেছেন।

١٩٥. حدّثنا محمدُ بن يحيى قال على : مارأيتُ أَحَداً من مشيختنا إلا يرفع يديه في الصلاة *

১৯৫. মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করে বলেন, আলী বলেছেন ঃ আমি আমাদের উস্তাদদেরকে সলাতে হস্তদ্বয় উত্তোলন করা ব্যতীত দেখিনি।

١٩٦. قال البخاريُّ : قلت له : سفيانُ كان يرفع يديه؟ قال : نعم *

১৯৬. ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন ঃ আমি তাকে বললাম ঃ সুফিয়ান হস্তদ্বয় উত্তোলন করতেন? তিনি বলেন হ্যাঁ করতেন।(৩১)

١٩٧. قال البخاريُّ : قال أحمد بن حنبل : رأيتُ معتمراً ويحيى بن سعيد وعبدَ الرحمن ويحيى وإسماعيل يرفعون أيديهم عند الركوع وإذا رفعوا رؤوسهم *

১৯৭. ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন ঃ আহ্মাদ বিন হাম্বল বলেছেন ঃ আমি মু'তামার, ইয়াহইয়া বিন সাঈদ, আব্দুর রহমান, ইয়াহ্ইয়া, ও ইসমাঈলকে দেখেছি তাঁরা রুকূর সময় তাঁদের হস্তসমূহ উত্তোলন করেছেন এবং যখন তাঁরা তাঁদের মাথা উত্তোলন করেছেন।

١٩٨. حدّثنا عليُ بن عبد الله حدّثنا ابنُ أبي عديٍّ عن الأشعث قال : كان الحسنُ يرفع يديه في كل تكبيرة على الجنازَة *

১৯৮. আলী বিন আব্দুল্লাহ..... আশয়া'স হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ হাসান জানাযার প্রত্যেক তাকবীরে দু-হাত উত্তোলন করতেন।

সমাপ্ত

(৩১) قال الترمذى سمعت الجارود بن معاذ يقول كان سفيان بن عيينة وعمربن هارون والنضربن شميل يرفعون أيديهم إذا افتتحوا الصلاة وإذا ركعوا وإذا رفعوا رؤسهم. ترمذى مع تعليق أحمد شاكر ج٢ صـ ٣٩

ইমাম তিরমিযী বলেছেন ঃ আমি জারুদ বিন মুয়াযকে বলতে শুনেছি, সুফিয়ান বিন উয়াইনা, উমার বিন হারুন এবং নযর বিন শামীল যখন সলাত শুরু করতেন এবং যখন রুকূ করতেন এবং যখন (রুকূ হতে) মাথা উঠাতেন, তাঁদের হস্তসমূহ উত্তোলন করতেন। (তিরমিযী আহমাদ শাকিরের তায়ালীক ২য় খণ্ড ৩৯ পৃষ্ঠা)

লেখকের সংকলিত ও অনুবাদকৃত গ্রন্থের তালিকা

১। জুয্উল কিরাআত (ইমামের পিছনে পঠনীয় সর্বোত্তম কিরাআত)
২। জানেন কি, কী পরিমাণ নেকী হতে আপনি বঞ্চিত হচ্ছেন? (জুযউ রফইল ইয়াদাঈন)
৩। সংক্ষিপ্ত আহ্কামুল জানায়িয (জানাযার নিয়ম কানুন)
৪। তাকবীরাতুল ঈদাঈন বা ঈদের নামাযের তাকবীর সংখ্যা
৫। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর তরীকায় সলাতের পদ্ধতি
৬। আপনি জানেন কি? প্রচলিত সলাত এবং রাসূল (সাঃ)-এর সলাতে পার্থক্য কতটুকু?
৭। চার মাযহাবের অন্তরালে
৮। আপনি জানেন কি? রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কত তাকবীরে ঈদের সলাত পড়তেন?

প্রাপ্তিস্থান

১। **মাদ্রাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া**– ৭৯/ক, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা– ১২০৪
২। **বাংলাদেশ জমঈয়ত শুব্বানে আহ্লে হাদীস**–
১৭৬, নবাবপুর রোড, ঢাকা, ফোন ঃ ৯৫৬৬৭০৫
৩। **তাওহীদ প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স**
৯০, হাজী আবদুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল, ঢাকা, ফোন ঃ ৭১১২৭৬২
৪। **তাওহীদ পাঠাগার**– সাং- রামনগর, ডাক ঃ শেহ্লাপট্টি
থানা ঃ কালকিনি, জেলা ঃ মাদারীপুর
৫। **শুভ হোমিও হল**– কুলপদ্দী চৌরাস্তা, মাদারীপুর
৬। **মুহাম্মাদীয়া লাইব্রেরী**– প্রযত্নে ঃ আবুল কাসেম মাতব্বর,
পুরান বাজার, মাদারীপুর
৭। **আহলে হাদীস লাইব্রেরী ঢাকা**–
২১৪, বংশাল রোড, ঢাকা-১১০০, ফোন ঃ ৯৫৫৭১৭২
৮। **বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ**– ২২০, বংশাল রোড, ঢাকা-১১০০
৯। **হুসাইন আল-মাদানী প্রকাশনী**
৩৮, বংশাল নর্থ সাউথ রোড (নতুন রাস্তা), ফোন ঃ ৭১১৪২৩৮
৪৫, বুকস্ এন্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স (২য় তলা,) ২০৭, বাংলাবাজার, ঢাকা

তাওহীদ পাবলিকেশন্স-এর
প্রকাশিত ও পরিবেশিত বইসমূহ

১। প্রগতির স্রোতে ভাসমান নারী– অধ্যাপক মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক
২। ইসলামী বাল্য শিক্ষা– ঐ
৩। Tense শেখা অতি সহজ– ঐ
৪। আল-কুরআনের গল্প শুনি– মাওলানা মোহাম্মদ নোমান
৫। সহীহ নামায ও মাসনূন দু'আ শিক্ষা– মাওলানা আব্দুস সাত্তার ত্রিশালী
৬। সহীহ নামায শিক্ষা– আল্লামা আব্দুল্লাহ ইবনে ফজল
৭। ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) বনাম আবূ হানীফা– মাওলানা মোহাম্মদ আব্দুর রউফ
৮। ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর মাযহাব বনাম হানাফী মাযহাব– ঐ
৯। আহলে হাদীস কি ও কেন?– ঐ
১০। অত্যন্ত উপকারী সকাল সন্ধ্যার তাসবীহ ও দু'আ– মাওলানা শামসুদ্দীন সিলেটী
১১। দিবা-রাত্রীর সহীহ 'আমল ও মাসনুন দু'আ শিক্ষা– ঐ
১২। গুনাহ মোচনের দু'আ– ঐ
১৩। সংশয় ও বিভ্রান্তির বেড়াজালে মুনাজাত– আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম
১৪। ছলাত সম্পাদনের পদ্ধতি– মূল ঃ নাসিরুদ্দীন আলবানী, অনুবাদঃ ঐ
১৫। তরীকায়ে মোহাম্মদীয়া– (১ম ও ২য়) মোহাম্মদ মতিউর রহমান মোহাম্মদী সালাফী
১৬। উল্টা বুঝিল রাম ও সাধু সাবধান– মোহাম্মদ আবু তাহের বর্ধমানী
১৭। সত্যের আলো– ১৮। গিরাওয়ালা ব্যাঙ্ক– ১৯। পীরতন্ত্রের আজবলীলা– ঐ
২০। মৃতদের জন্য জীবিতদের করণীয়– আবু মুহাম্মাদ আলীমুদ্দীন নদিয়াভী
২১। তৌহিদের মূল সূত্রাবলী– ভাষান্তর ঃ মুহাম্মদ আবু হেনা
২২। দু'আ আত্মরক্ষার বর্ম– ভাষান্তর ও সংকলন ঃ ঐ
২৩। আল-কুরআনের অমিয় বাণী– সাদরুদ্দীন আহমাদ ইবনু আসমতুল্লাহ
২৪। বেহেশতের সরল পথ– ঐ
২৫। জুয্উল কিরাআত– অনুবাদ ঃ খলীলুর রহমান বিন ফযলুর রহমান
২৬। জুযউ রফইল ইয়াদাঈন– ঐ
২৭। সংক্ষিপ্ত আহ্কামুল জানায়িয– ঐ
২৮। তাকলীদ- হাদীস অমান্য করার ভয়াবহ চক্রান্ত– অধ্যাপক আবদুন নূর সালাফী
২৯। ইলমে গায়েব– ৩০। সুন্নাত বনাম বিদ'আত– ঐ
৩১। মুসলিম রমণী– মূল ঃ আবূ বকর জাবের আল জাযায়েরী অনুঃ মুহাম্মাদ মুজীবুর রহমান
৩২। মুক্তিপ্রাপ্ত দলের পথ নির্দেশিকা– মূল ঃ মুহাম্মাদ বিন জামীল যাইনূ, অনুঃ ঐ
৩৩। আরকানুল ইসলাম ওয়াল ঈমান ও আল-আক্বীদাহ আল-ইসলামিয়াহ– মূল ও অনুঃ ঐ
৩৪। সহীহ হাদীসের দুশমন– জহুর বিন ওসমান
৩৫। মহিলাদের স্বাভাবিক ঋতুস্রাবের বিধান– মূলঃ মুহাঃ বিন সালিহ আল উসাইমিন অনুঃ মুহাঃ ইউসুফ আলী খান
৩৬। সহীহ খুৎবায়ে মুহাম্মাদী– সম্পাদনায় ঃ মাওঃ নোমান ও আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম
৩৭। যিয়ারাতুল কূবুর– মূল ঃ ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ অনুবাদ ঃ মুহাম্মাদ আবদুর রহমান
৩৮। আশারায়ে মুবাশ্শারাহ– মূল ঃ কাজী আবুল ফযল হাবীবুর রহমান অনুবাদ ঃ মুহাম্মাদ ফাইযুর রহমান
৩৯। আমি তো তাওবাহ করতে চাই– মূল ঃ মুহামাম্মাদ সালিহ আল-মুনাজজাদ, অনুবাদ ঃ মুহাঃ সাইফুল্লাহ
৪০। বক্তা ও শ্রোতার পরিচয়–আবদুর রাযযাক বিন ইউসুফ
৪১। কে বড় ক্ষতিগ্রস্ত– ঐ
৪২। যঈফ ও জাল হাদীস– মূল ঃ নাসিরুদ্দীন আলবানী
৪৩। নামায পরিত্যাগকারীর বিধান– মূল ঃ শাইখ মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উসাইমীন

This book is made
by
Abdullah Arif
arifbd87@yahoo.com